ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

শিরোনাম : ফারসি ভাষার রূপতত্ত্ব ও ভাষা বিশ্লেষণ

Title : Analysis of Persian Morphology and Language

তত্ত্বাবধায়ক

ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী
অধ্যাপক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্মতত্ত্বাবধায়ক

ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন
অধ্যাপক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রচনা ও উপস্থাপনায়

মোঃ আব্দুস সালাম

রেজিঃ নম্বর : ৬৮, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জমা দানের তারিখ : নভেম্বর, ২০১৮ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

শিরোনাম : ফারসি ভাষার রূপতত্ত্ব ও ভাষা বিশ্লেষণ

Title : Analysis of Persian Morphology and Language

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রত্যয়ন পত্র

ঘোষণা পত্র

কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকার

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়: ফারসি ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ

১. প্রাচীন যুগের ফারসি ভাষা

২. মধ্যযুগের ফারসি ভাষা

৩. আধুনিক যুগের ফারসি ভাষা

দ্বিতীয় অধ্যায়: ফারসি ব্যাকরণ পরিচিতি

তৃতীয় অধ্যায়: ফারসি ভাষার রূপতত্ত্ব

১. ক্রিয়া (ক্রিয়ার প্রকারভেদ, ক্রিয়ার গঠন, ক্রিয়ার ভাব, ক্রিয়ার কাল)

২. উপসর্গ

৩. মধ্যসর্গ

৪. প্রত্যয়

৫. বচন

চতুর্থ অধ্যায়: ভাষা বিশ্লেষণ

উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের এম. ফিল গবেষক মোঃ আব্দুস সালাম কর্তৃক 'ফারসি ভাষার রূপতত্ত্ব ও ভাষা বিশ্লেষণ' (Analysis of Persian Morphology and Language) শীর্ষক এম. ফিল অভিসন্দর্ভটি আমার নির্দেশনা ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়েছে। এ গবেষণাকর্মটি মোঃ আব্দুস সালাম-এর নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম হিসেবে সম্পাদিত ও উপস্থাপিত হয়েছে। আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোথাও উক্ত শিরোনামে এম. ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি।

আমি এ অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

(ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী)
তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের এম. ফিল গবেষক মোঃ আব্দুস সালাম কর্তৃক 'ফারসি ভাষার রূপতত্ত্ব ও ভাষা বিশ্লেষণ' (Analysis of Persian Morphology and Language) শীর্ষক এম. ফিল অভিসন্দর্ভটি আমার নির্দেশনা ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়েছে। এ গবেষণাকর্মটি মোঃ আব্দুস সালাম-এর নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম হিসেবে সম্পাদিত ও উপস্থাপিত হয়েছে। আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোথাও উক্ত শিরোনামে এম. ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি।

আমি এ অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

(ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন)
যুগ্মতত্ত্বাবধায়ক
এবং
অধ্যাপক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি মোঃ আব্দুস সালাম, এম. ফিল গবেষক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমার এম. ফিল অভিসন্দর্ভের এই গবেষণাকর্মের বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে আমি কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি কোনো যৌথ গবেষণাকর্মও নয়, বরং আমার মৌলিক ও একক পরিশ্রমলব্ধ গবেষণা।

(মোঃ আব্দুস সালাম)
এম. ফিল গবেষক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা ও ঋণ-স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর– যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং এ বসুন্ধরায় প্রেরণ করেছেন; সে মহান প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। অসংখ্য দরুদ ও সালাম প্রিয়নবী হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি– যিনি পৃথিবীর মানবগোষ্ঠীর জন্য আদর্শ শিক্ষক এবং যাঁর উম্মত পরিচয়ে আমরা সৌভাগ্যবান ও গৌরবান্বিত। পরম শ্রদ্ধেয় ও পূজনীয় মাতা-পিতার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই, পাশাপাশি আত্মীয়-স্বজন, ঘনিষ্ঠজন, পাড়া-প্রতিবেশি সকলের প্রতি জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা।

আমার বর্তমান গবেষণাকর্ম ও অভিসন্দর্ভ রচনা যাঁদের সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে– যথাক্রমে অধ্যাপক ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী ও অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন, তাঁদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও অশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আমি আমার সম্মানিত শিক্ষক অধ্যাপক ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার, অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান, অধ্যাপক ড. মোঃ মুহসীন উদ্দিন মিয়া, অধ্যাপক ড. আব্দুস সবুর খান, অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল কালাম সরকার, ড. আবু মূসা মোঃ আরিফ বিল্লাহ, জনাব মোঃ মুমিত আল রশিদ ও জনাব মোহাম্মদ আহসানুল হাদী– সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। অনার্সে অধ্যয়নকালীন বাংলাদেশ স্টাডিজ বিষয়ে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান স্যারকে, তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাকে এম. ফিল গবেষণাকর্ম সম্পাদনে বিগত তিন বছরে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন– তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শিক্ষকতুল্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের অধ্যাপক ড. এম শামীম খান, অধ্যাপক ড. মোঃ নূরুল হুদা, অধ্যাপক ড. মোঃ কামাল উদ্দিন, অধ্যাপক ড. মোঃ আতাউল্লাহ, অধ্যাপক ড. ওসমান গনী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবুল হাসেম প্রমুখের প্রতি– যাঁদের নিকট আমি ছাত্রজীবন থেকেই ঋণী হয়ে আছি। অনার্সের বিভিন্ন বর্ষ, মাস্টার্স ও এম. ফিল পর্যায়ের নানান স্তরে তাঁদের সহযোগিতা লাভ করেছি।

আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদন ও অভিসন্দর্ভ রচনায় সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলি এবং অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকাস্থ ইরানি কালচারাল সেন্টারের লাইব্রেরি, শাহবাগস্থ পাবলিক লাইব্রেরি ও ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি ব্যবহার করেছি। এসব গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ভাবের আদান-প্রদানের অন্যতম বাহন ভাষা। সভ্যতার ঊষালগ্নে ভাষা বর্তমান সময়ের মতো ছিল না। সে-সময় মানুষ ইশারা বা আকার-ইঙ্গিতে এবং পরবর্তী কালে বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে তাদের মনোভাব প্রকাশ করতো। আর এরই ধারাবাহিকতায় সভ্যতার অগ্রগতি ও উৎকর্ষের সাথে সাথে ভাষা হয়ে ওঠে মানুষের ভাব বিনিময়ের প্রধান ও একমাত্র মাধ্যম। বিশ্বের সর্বত্র ভাষা এক নয়; বরং দেশে দেশে ভাষার ভিন্নতা রয়েছে। কেউ গ্রিক, কেউ ল্যাটিন, কেউ আরবি, কেউ ইংরেজি, আবার কেউ ফারসিসহ নানা ভাষায় কথা বলে। বিখ্যাত ইংরেজ ভাষাতত্ত্ববিদ স্যার উইলিয়াম জোন্স (১৭৪৬-১৭৯৪খ্রি.) নানা বিচার-বিশ্লেষণ করে এই মত ব্যক্ত করেন যে, দেশে দেশে ভাষার ভিন্নতা থাকলেও সব ভাষার উৎসমূল এক ও অভিন্ন এবং সব ভাষা একই ভাষাগোষ্ঠীর (Family of Languages) অন্তর্ভুক্ত। ফারসি ভাষা এ মূল ভাষাগোষ্ঠীর ইন্দো-ইউরোপীয় অংশের 'শতম' (Satam) শাখার অন্তর্ভুক্ত। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ বছর আগে ককেশাশ (কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ) অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় একটি জাতি বসবাস করতো; তাদের নাম ছিল আর্য। আর্যদের একটি অংশ খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে এ অঞ্চল হতে পারস্য তথা ইরান অভিমুখে অভিবাসন শুরু করে। অত্র এলাকার আদিবাসী ও অভিবাসিত আর্যদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ-মেলামেশা ও সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণের ফলে একটি নতুন ভাষা ও সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে। এরাই পারস্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি নির্মাতা আর্য তথা বর্তমান ইরানি জাতি এবং তাদেরই ভাষা ফারসি। ফারসি ভাষার ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন। তাছাড়া জীবন্ত, সাবলীল এবং কবি ও কবিতার ভাষা হিসাবে এ ভাষা খুবই সমৃদ্ধ। কালের পরিক্রমায় যেখানে সংস্কৃত, ল্যাটিন, গথিক ও কেল্টিকের ন্যায় প্রাচীন ভাষাগুলোর প্রায় বিলুপ্তি ঘটেছে, সেখানে ফারসি ভাষা আজও স্বমহিমায় ভাস্বর।

ঐতিহাসিকাল থেকেই ইরানিদের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাঙালিদের সেতু-বন্ধন গড়ে উঠেছে। এ সুদীর্ঘ সময়ে দুই জাতির মধ্যে মেলামেশার কারণে ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ভাষাগত সম্পর্ক তৈরী হয়েছে– যা সকলেই কম-বেশি অবহিত। অনেক আগে থেকেই এ দেশে ফারসি চর্চা হয়ে আসছে এবং সুলতানি ও মোঘল আমল ছিল ফারসি চর্চার স্বর্ণযুগ। পরবর্তীতে ইংরেজ শাসনামলে ফারসি চর্চার পথ সংকীর্ণ হলেও এখনও বর্তমান বাংলাদেশে এ ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশে ফারসি ভাষাভাষীদের কথা বিবেচনা করে এ ভাষা ও সাহিত্যের উপর বেশি বেশি

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার পরিধি বাড়ানো প্রয়োজন। যদিও বাংলাদেশে ফারসি সাহিত্যের উপর বিস্তর গবেষণা-কর্ম সম্পাদিত হচ্ছে। কিন্তু ফারসি ভাষার ব্যাকরণ ও ভাষাতাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ যৎসামান্যই হয়েছে। একটি ভাষা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন করতে হলে সাহিত্যের পাশাপাশি অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে জানা আবশ্যক। ফারসি ভাষার ব্যাকরণ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কেননা, ব্যাকরণ কোনো ভাষাকে বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে এবং ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। ব্যাকরণ পাঠের মাধ্যমে ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠন-প্রকৃতি ও এসবের সুষ্ঠু ব্যবহারবিধি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় এবং লেখায় ও ভাব প্রকাশে শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ধারণ সহজ হয়। প্রত্যেক ভাষার মূল উপাদান চারটি– ধ্বনি, শব্দ বা রূপ, বাক্য ও অর্থ। ফারসি ভাষাও ঠিক একই রীতি অনুসরণ করে। প্রত্যেক ভাষার ব্যাকরণ এ চারটি বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা ও ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ করে থাকে।

রূপ অর্থ– আকৃতি, ধরণ, প্রকার আর তত্ত্ব অর্থ– প্রকৃত অবস্থা, মূল উপাদান। রূপতত্ত্ব অর্থ– প্রকৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ। ফারসি ভাষার রূপতত্ত্ব অর্থ ফারসি ভাষার আকৃতি বা স্বরূপ বিশ্লেষণ। ফারসি ভাষার মূল আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রূপতত্ত্ব অন্যতম। ফারসি ভাষার রূপতত্ত্বে বচন, উপসর্গ, মধ্যসর্গ, অনুসর্গ, ক্রিয়া ও ক্রিয়াপদের রূপ বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য পদের বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। অপরদিকে ফারসি ভাষার আভেস্তিয়, মধ্যবর্তী এবং আধুনিক রূপের মাধ্যমে ভাষার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এছাড়া ফারসি ভাষার ব্যাকরণের পরম্পরা রক্ষার মাধ্যমে এ ভাষার রূপতত্ত্ব, কাঠামো, প্রয়োগ এবং ভাষার বিচার-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে।

অভিসন্দর্ভটি চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ফারসি ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ শিরোনামে ফারসি ভাষার প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ; দ্বিতীয় অধ্যায়ে ফারসি ভাষার ব্যাকরণ পরিচিতি; তৃতীয় অধ্যায়ে ফারসি ভাষার রূপতত্ত্ব শিরোনামে ক্রিয়া, ক্রিয়ার প্রকারভেদ, ক্রিয়ার গঠন, ক্রিয়ার ভাব, ক্রিয়ার কাল, উপসর্গ, মধ্যসর্গ, প্রত্যয়, বচন; চতুর্থ অধ্যায়ে সংক্ষেপে ভাষার বিচার-বিশ্লেষণ; পরিশেষে উপসংহার এবং গ্রন্থপঞ্জি প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ফারসি ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ

ভাষা ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন। মহান আল্লাহর অসাধারণ দান এ ভাষা। প্রত্যেক জাতি, গোত্র বা সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশের জন্য স্বতন্ত্র ভাষা ব্যবহার করে থাকে। শুধু তা-ই নয়, অঞ্চলভেদে রয়েছে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা। এছাড়া ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের জন্য রয়েছে পৃথক পৃথক ভাষা। আবার পশুপাখি ও জীবজন্তুদের জন্যও রয়েছে ভাষা। এ থেকে স্পষ্ট যে, আল্লাহর এ দান শুধু মানবজাতির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং জগতের সকল কিছুর সাথেই ভাষার যোগাযোগ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। ভাষার রয়েছে সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস ও পরিক্রমা। ভাষা একদিনে সৃষ্টি হয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেনি; বরং দীর্ঘকাল ধরে পরিবর্তন-বিবর্তন ও সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে এ অবস্থায় পৌঁছেছে। এক ভাষার শব্দ, পরিভাষা, প্রবাদ ও অনুবাক্য আরেক ভাষায় কখনো হুবহু আবার কখনো কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে সে ভাষার নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে– যা ভাষায় যুক্ত করেছে নতুন নতুন পালক। ফলে, একদিকে ভাষার জৌলুস যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে অপরদিকে শব্দভাণ্ডারও হয়েছে অধিক সমৃদ্ধ। আজকের ইরানের ফারসি ভাষাও একই ধারার ফল। ফারসি ভাষায় প্রচুর আরবি এবং পাশাপাশি ফরাসি, জার্মান, গ্রিক, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার শব্দ অনুপ্রবেশের মাধ্যমে এ ভাষার আকাশ ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্ররাজিতে ভরে উঠেছে। ফলে, ভাষাটির গঠনশৈলী ও মাধুর্যতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণত প্রত্যেক ভাষার ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটেছে। শুধু ফারসি ভাষার ক্ষেত্রে ঘটেছে এমনটি নয়। ভাষা অনেকটা প্রবহমান নদীর মতো। একে নির্দিষ্ট কোনো সীমানা বা গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা যায় না। নদী যেমন আপন মনে প্রবাহিত হয়; কখনো গতিপথ বদলে অন্য কোন নদী বা সাগরে মিশে যায়, আবার কখনো এর থেকে জন্ম নেয় নতুন শাখা-প্রশাখার। অতঃপর চলতে থাকে আবহমান কাল ধরে।

ফারসি (فارسی) পারস্য তথা ইরানের ভাষা। এ ভাষার ইতিহাস ও ঐতিহ্য বেশ প্রাচীন। বর্তমানে পৃথিবীতে যে কয়টি সমৃদ্ধ ও বহুল প্রচলিত ভাষা নিজ নিজ ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে সমুন্নত রেখে প্রচলিত রয়েছে তন্মধ্যে ফারসি ভাষা অন্যতম। এ ভাষাটি জীবন্ত, সাবলীল ও কবিতার ভাষা হিসেবে খুবই সমৃদ্ধ। এ ভাষাটি সমৃদ্ধ করার পিছনে অনন্য অবদান রেখেছেন তাদের মহান শাসকরা ও কবি-সাহিত্যিকগণ। ফারসি ভাষার রয়েছে সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস। অতীত ইরানের ভৌগোলিক সীমানা ছিল বর্তমানের তুলনায় বহুল বিস্তৃত ও প্রসারিত, তেমনি ফারসি ভাষার আকাশও ছিল অসীম। যদিও অতীতের সে ধারায় ছেদ পড়েছে, তবুও বর্তমানে ফারসি ইরানের প্রধান ও আফগানিস্তানে দ্বিতীয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান ভাষা হিসেবে প্রচলিত রয়েছে। এছাড়াও তাজিকিস্তান, পাকিস্তান ও ভারতের কোনো কোনো অঞ্চল এবং বাহরাইনের মতো পারস্য উপসাগরীয় অনেক অঞ্চলেই এ ভাষার প্রচলন রয়েছে। উল্লেখ্য খ্রিস্টপূর্ব সাতশ বছর আগে থেকে ফারসি ভাষার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। ইতিহাস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এক সময় বৃহত্তর প্রাচীন ইরান অর্থাৎ তুর্কিস্তান, দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের পাঞ্জাব থেকে সিন্ধু, পারস্য উপসাগর ও ওমান সাগর, উত্তরে রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল থেকে গ্রিস পর্যন্ত এবং পশ্চিমে সিরিয়া, ইয়েমেনসহ আরব দেশগুলোতে বসবাসকারী জনসাধারণের অধিকাংশই ফারসি ভাষায় কথা বলতো। কালের আবর্তে যেখানে সংস্কৃত, ল্যাটিন, গথিক ও কেল্টিকের ন্যায় প্রাচীন ভাষাগুলোর প্রায় বিলুপ্তি ঘটেছে, সেখানে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল।

আমরা অবগত যে, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক চার্লস ডারউইনের (১৮০৯-১৮৭০) 'বিবর্তনবাদ' (Theory of Evolution) একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। ভাষার ক্রমবিকাশের গতি ও প্রকৃতি আলোচনা করলে সহজেই বুঝতে পারা যায়, এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি যে শুধু জীবজগতের প্রতি প্রযোজ্য তা নয়, ভাষার ক্ষেত্রেও এই সত্য সমভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ ভাষাও বিবর্তিত হয়। আজকের ফারসি ভাষা এক সময় এরকম ছিল না। আর্যরা পারস্য ভূখণ্ডে বসবাস শুরু করলে তাদেরই আর্য-ভাষা বিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে আধুনিক ফারসি দারি ভাষায় পরিণত হয়েছে (মুসা, সম্পাদনা-১৯৭৪: ১৩২)। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, উপর্যুক্ত মতবাদটি ফারসি ভাষার ক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্য। উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরো সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হলো–

ভাষার নাম	শব্দ
সংস্কৃত	পদ
ল্যাটিন	Pedis
গ্রিক	Podos
জার্মান	Fuss
ফারসি	پا (পা')
বাংলা	পা

(মুসা, সম্পাদনা-১৯৭৪: ১৩৪)

ভাষার নাম	শব্দ
ল্যাটিন	Duo (দুও)
গ্রিক	Dyo (দ্যো)
জার্মান	Zwei (জোই), দ্য
ফারসি	دوم (দোভম)
বাংলা	দুই

Dhaka University Institutional Repository

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী

ইতিহাস থেকে জানা যায়, খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর আগে একটি ভূ-খণ্ডে কিছু লোকের বসতি স্থাপনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়; এই ভূ-খন্ডের দক্ষিণাংশের মাঝবরাবর ছিল রাশিয়া, পূর্বে দানিপার নদী, উত্তরে ককেশাশ পার্বত্যাঞ্চল ও পশ্চিমে উরাল পর্বত। অর্থাৎ পশ্চিমে ইউরোপ থেকে শুরু করে পূর্বে এশিয়ার ভারতীয় উপমহাদেশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রায় অর্ধ-গোলার্ধে ছিল তাদের প্রতাপ। বিখ্যাত জার্মান ভাষাবিজ্ঞানী ফারান্তাস বোপ (Faran's Bopp) সর্বপ্রথম এ জনসমষ্টি বা জাতির নামকরণ করেন ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European) জাতি নামে। ফলশ্রুতিতে এ জাতিটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। এর গোত্র এবং উপগোত্র, ভৌগোলিক দিক থেকে পৃথিবীর বিস্তৃত স্থান জুড়ে রয়েছে। অতীত ও বর্তমান পৃথিবীর প্রধান প্রধান উন্নততর ভাষাগুলোই এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত (হক, ২০০২: ৩৪৭)। উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে প্রচলিত প্রধান প্রধান ভাষাগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এগুলো কয়েকটি বিশেষ ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। একই ভাষা-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ভাষার মধ্যে যদি শব্দ ও ব্যাকরণগত সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়, তবে সে ভাষাগুলোর মধ্যে উৎস ও ব্যুৎপত্তিগত সম্পর্ক বিদ্যমান থাকবে এটাই স্বাভাবিক- যা ভাষাতাত্ত্বিকরা একই মত ব্যক্ত করেছেন। ইতোপূর্বে উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, ফারসি ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অর্ন্তভূক্ত। ফারসি ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে ইরানে। বর্তমান ইরান যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত তা প্রধানত ইলামি (Elamite) সভ্যতা। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের প্রথমভাগে দক্ষিণ- ইরানে এই সভ্যতার পত্তন হয় বলে ধারণা করা হয়। বর্তমান ইরানের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ আর্য বংশোদ্ভূত। আর্যরা (Aryan) খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে মধ্য-এশিয়ার সমভূমি অঞ্চল হতে পারস্য তথা ইরানে অভিবাসন শুরু করে বলে ঐতিহাসিকরা ধারণা করেন। অত্র এলাকার আদিবাসী এবং অভিবাসিত আর্যদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও মেলামেশার ফলে একটি নতুন ভাষা ও সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে (*বাংলাপিডিয়া*, ২০০৩: ১৩৬)। নিম্নে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সম্পর্ক ও কালভেদে ইরানের প্রধান প্রধান ভাষাগুলোর চিত্র তুলে ধরা হলো–

Dhaka University Institutional Repository

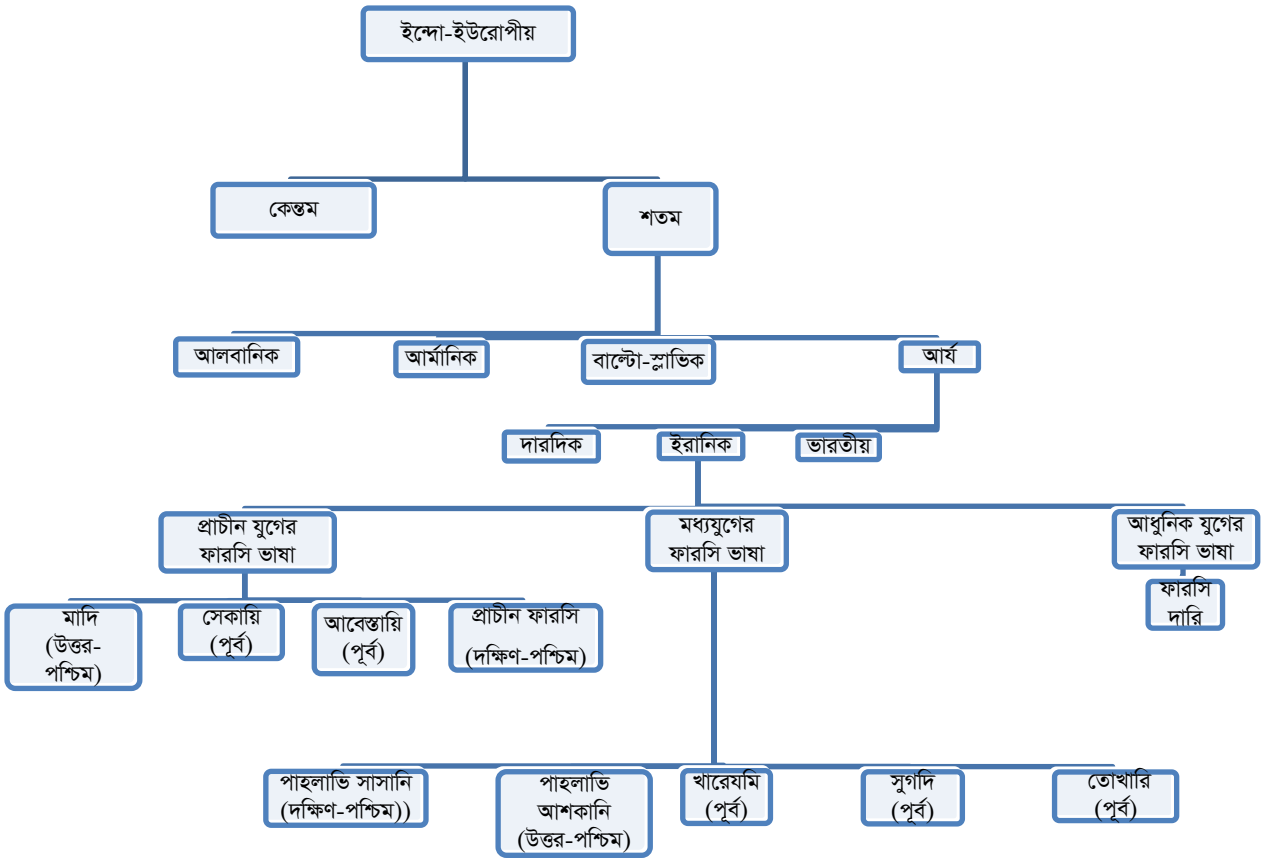

ফারসি ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষাগোষ্ঠীর 'শতম' (Satam) শাখার অন্তর্ভুক্ত। এ শতম গোষ্ঠী থেকে আলবানিক (Albanic), বালতো-স্লাভনিয় (Balto-Slavonic), আর্মনিক (Armanic) ও আর্য (Aryan)– এ চারটি ভাষা-শাখার উদ্ভব হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। ভাষাতাত্ত্বিকরা বিচার-বিশ্লেষণ করে ফারসি ভাষাকে তিনটি যুগে ভাগ করেছেন (বাহাউদ্দিন, ২০১৫: ৪৯)।

১. ফারসি ভাষার প্রাচীন যুগ

প্রাচীন যুগ খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত তথা হাখামানশি যুগের অবসান পর্যন্ত ধরা হয়। প্রাচীন ফারসি ভাষার গুরুত্বপূর্ণ যাবতীয় নিদর্শন বিস্তুন পর্বতের গায়ে খোদাই করা দারিউশ (খ্রিস্টপূর্ব ৫২১-৪৮৫) ও তার পুত্র খাশাইয়ারশার লিপি থেকে পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

২. মধ্যযুগের ফারসি ভাষা

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় (খ্রিস্টপূর্ব ২৭৯) শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত অর্থাৎ আশাকানি রাজবংশের শাসনামলের অবসান (৬৫২ খ্রি.) পর্যন্ত সময়কে ধরা হয়। এই যুগের ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বহু নিদর্শন এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। ফারসি ভাষার ইতিহাসে মধ্যযুগটি মূলত ভাষার পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণ। কারণ এ সময় প্রাচীন ফারসি ভাষা, মধ্যযুগের ফারসি ভাষায় রূপান্তর করা হয়েছিল।

৩. আধুনিক যুগের ফারসি ভাষা

আধুনিক যুগ খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে বর্তমান পর্যন্ত অর্থাৎ ইসলামের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই যুগ আরম্ভ হয়েছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেসব মূল্যবান নিদর্শন ইরানে দেখতে পাওয়া যায় সেগুলোর বেশিরভাগই এই যুগের।

http://banglairibir-radio-tehran-bangla

Dhaka University Institutional Repository

১. ফারসি ভাষার প্রাচীন যুগ

প্রাচীন যুগ খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত তথা হাখামানশি যুগের অবসান পর্যন্ত ধরা হয়। প্রচীন যুগের ফারসি ভাষাকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- মাদি (مادی), সেকায়ি (شکایی), প্রচীন ফারসি (فارسی باستان) ও আভেস্তায়ি (اوستایی)।

মাদি ভাষা

ইরানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মাদ সম্প্রদায়ের ভাষাকে, মাদি ভাষা বলা হয়– যা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার একটি অন্যতম শাখা। এ ভাষার কোনো দলিল বা নিদর্শন পাওয়া যায়নি। কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী উর্বর ভূমি ও আশেপাশের ভূমিতে এ-সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করতো বলে ধারণা করা হয়।

সেকায়ি ভাষা

ইরানের পূর্বাঞ্চলের সেকা সম্প্রদায়ের ভাষার নাম সেকায়ি। সেকা সম্প্রদায় দুটি অংশে বিভক্ত ছিল।এ সম্প্রদায়ের একাংশ কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব-তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করতো। কথিত আছে, এ সম্প্রদায়ের লোকেরা কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল থেকে চীনের বর্তমান জিনজিয়াং প্রদেশ পর্যন্ত বিশাল এলাকা দখল করে নেয়। অপর অংশটি মধ্য এশিয়ায় বসতি স্থাপন করে। গ্রিকরা এ সম্প্রদায়ের লোকদেরকে যাযাবর হিসেবে অভিহিত করতো। ভাষাবিজ্ঞানিদের মতে, এ ভাষার কিছু শব্দ ও নিদর্শন গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষায় বিদ্যমান আছে।

প্রচীন ফারসি ভাষা

হাখামানশি সম্রাটদের শাসনামলে চামড়া, ধাতু, প্রস্তর খণ্ড ও পর্বত গাত্রে লিখিত উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপিকেই প্রাচীন ফারসি ভাষা বলা হয়। বিস্তুন পর্বত ও নাক্‌শে রোস্তমের পাথরে এবং পারসেপোলিস প্রাসাদের দেয়াল ও স্তম্ভে খোদাই করা শিলালিপিতে এ ভাষার যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

নিদর্শন পাওয়া গেছে। ২০০৭ সালের জুন মাসে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত এক গবেষণায় উঠে এসেছে– প্রাচীন ফারসি ভাষা শুধু পর্বত গাত্রে প্রদর্শিত ভাষাই নয়, বরং প্রায়োগিক ও দালিলিক নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে–

'For the first time, a text has been found in old Persian language that shows the written in use for practical recording and not only for royal display . The text is inscribed on a damaged clay tablet from the persipolis fortification archive, now at the Oriental Institute at the University of Chicago. The tablet is a administrative record of the payout of at least 600 quarts of an as-yet unidentified commodity at five villages near Persepolis in about 500 B.C.

'Now we can see that persins living in Persia at the high point of the Persian Empire wrote down ordinary day to day matters in Persian Language and Persian script', said Gil Stein, Director of the Oriental Institute. æOdd as it seems, that comes as a surprise − a very big surprise.

Old Persian Writing was the first of the cuneiform scripts to be deciphered, between about 1800-1845. When the script was cracked, scholors saw that the Old Persian language was an ancestor of modern Persian and a relative of Sanskrit. Knowing that, they could understand the inscriptions of Darius, Xerxes and their successors, the kings of the Persian Empire founded by Cyrus the Great in the mid-sixth century B.C. and destroyed by Alexander the Great and his successors after 330 B.C.'

http://www-news.uchicago.edu

নিম্নে বিস্তুন পর্বতের গায়ে খোদাই করা লেখার একটা চিত্র দেওয়া হলো–

Dhaka University Institutional Repository

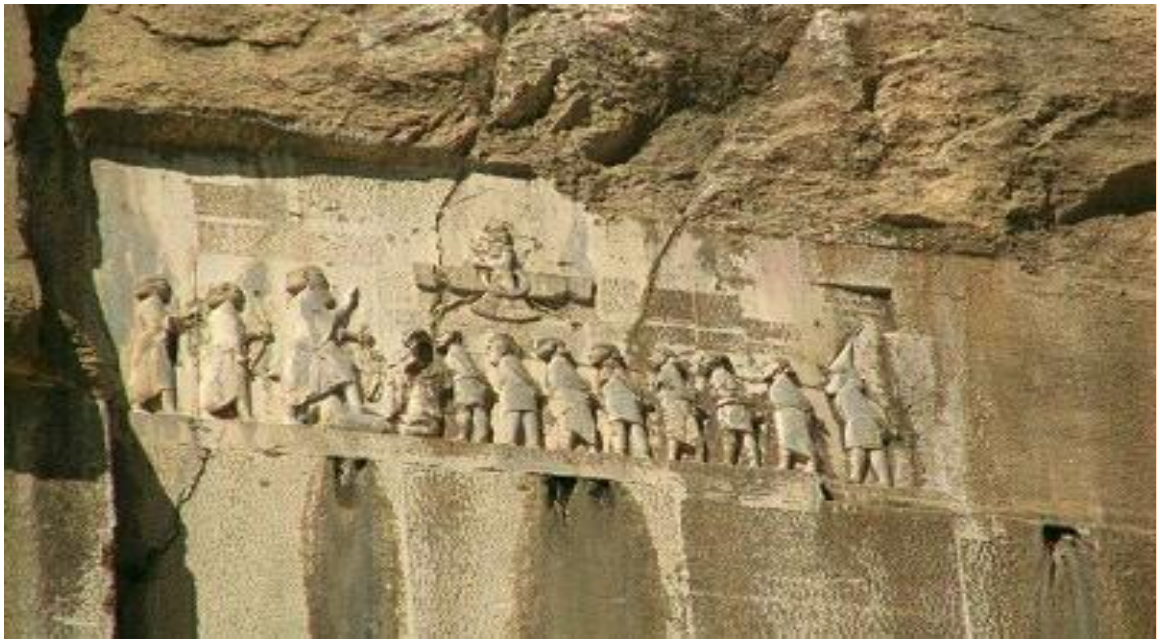

এ প্রতিচিত্রটির নিচে খোদাই করে যা লেখা হয়েছে তা এরকম- [বেদির বাম দিকে মহান সম্রাট দারিউশ দাঁড়িয়ে আছে; তাঁর বাম পা গুমাতেয়ে মাগ নামক একজন ব্যক্তির বক্ষের উপর দণ্ডায়মান- যে চিত হয়ে শায়িত আছে। এছাড়া দু'জন ব্যক্তি দারিউশের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। দারিউশের সামনে নয়জন ব্যক্তি দণ্ডায়মান– যাদের বাহুগুলো পিছনে বাঁধা এবং একটি রশি দিয়ে তাদের ঘাড়গুলো পর্যায়ক্রমে বাঁধা রয়েছে। সম্ভবত এ নয়জন ব্যক্তি দারিউশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। বেদির সর্বোউপরিভাগে আহুর মাজদা (জরথুস্ত্র ধর্মালম্বীদের ঈশ্বর; যাকে আলো, বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের প্রভু হিসেবে প্রাচীন পারস্যে উপাসনা করা হতো) দাঁড়িয়ে আছে। দারিউশ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ডান হাত উচিয়ে সম্মান প্রদর্শন করছেন। বেদির নিচের অংশে প্রাচীন ফারসি লিপিতে খোদাই করা পাঁচটি স্তম্ভ। প্রথম স্তম্ভে ৯৬টি, দ্বিতীয় স্তম্ভে ৯৮টি, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তম্ভে ৯২টি এবং পঞ্চম স্তম্ভে ৩৬টি লাইন রয়েছে। ...] (কাসেমি, ১৩৭৮ সৌরবর্ষ: ২১)

উল্লেখ্য যে, বিস্তুন পর্বতের গায়ে খোদাই করা ভাষা মিখি বর্ণমালায় লেখা হয়েছিল। কেননা, সম্রাট দারিউশ প্রাচীন ফারসি ভাষা লেখার জন্য পৃথক বর্ণমালা তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। নিম্নে পেরেক আকৃতির বর্ণমালার চিত্র দেওয়া হলো–

Dhaka University Institutional Repository

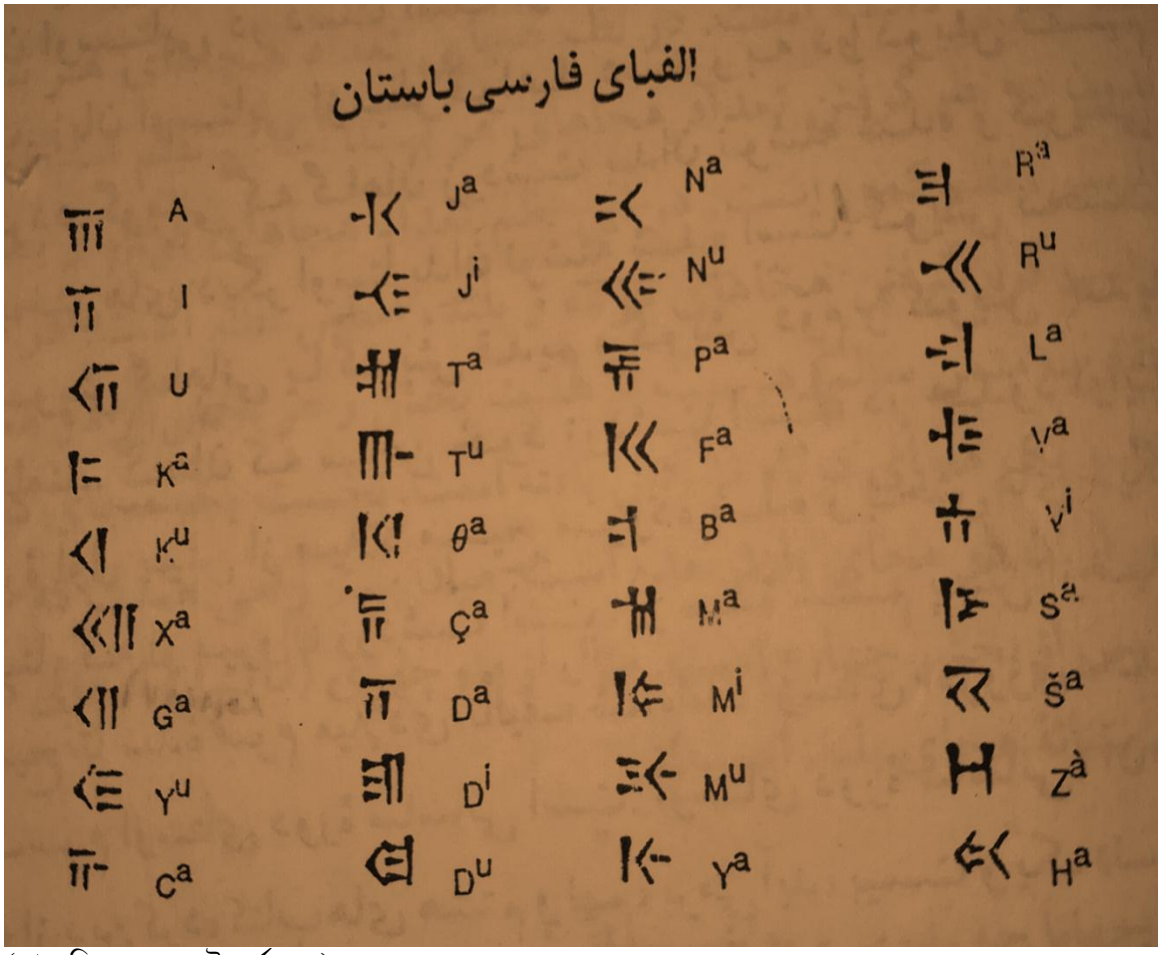

(কাসেমি, ১৩৭৮ সৌরবর্ষ: ২১)

প্রাচীন ভাষার বর্ণগুলোকে খাত্তে মিখি বা পেরেক আকৃতির বর্ণ বলা হতো। কেননা, এ ভাষার বর্ণগুলো দেখতে পেরেকের মতো ছিল। এ বর্ণমালায় মোট ৩৬টি বর্ণ, দু'টি পৃথক করণীয় শব্দ ও কল্পচিত্র ছিল– যা বাম দিক থেকে ডান দিকে লেখা হতো। তৎকালীন নিনওয়া ও বাবেল (ব্যাবিলন) এলাকায় এ বর্ণমালার প্রচলন ছিল। উল্লেখ্য যে, বাদশার নির্দেশে বিশাল রাজ্য জয়ের কাহিনী মিখি বর্ণমালায় পর্বতের গায়ে খোদাই করা হতো। নিম্নে খাত্তে মিখি বর্ণমালায় লিখিত আরও একটি চিত্র দেওয়া হলো–

Dhaka University Institutional Repository

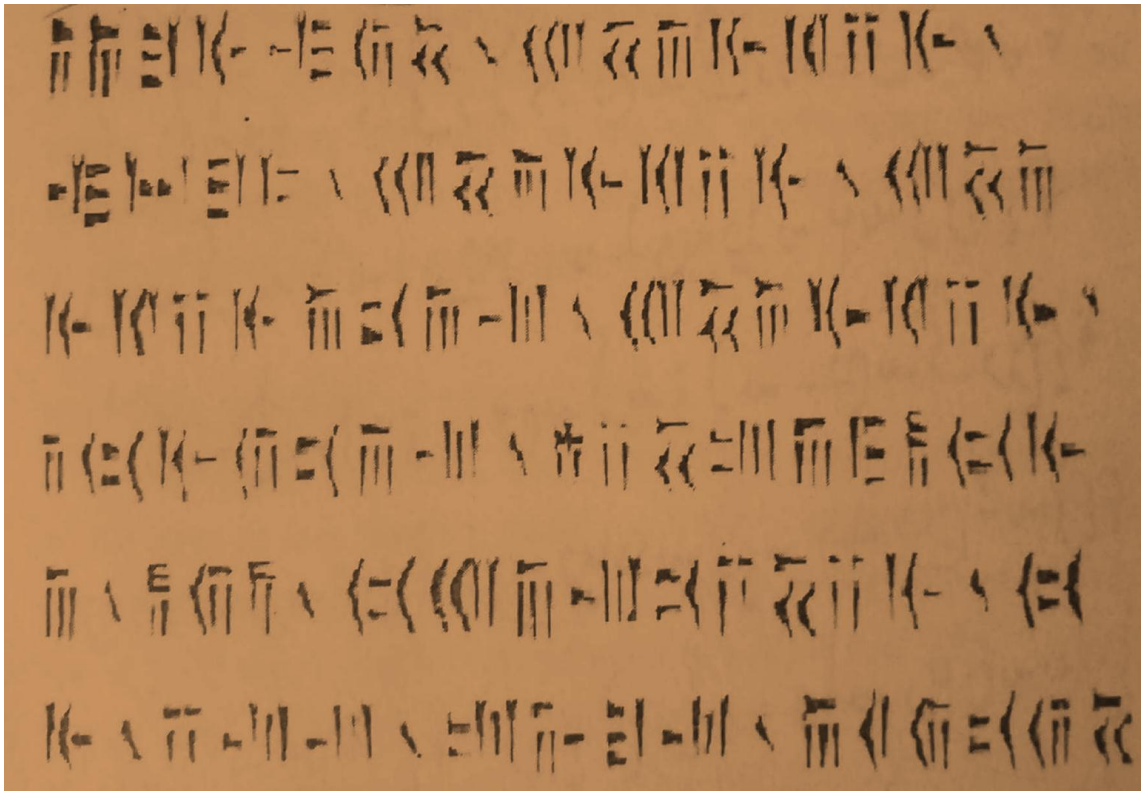

উপর্যুক্ত চিত্রটিতে প্রাচীন ফারসি ভাষা বা মিখি বর্ণালায় লিখিত আছে– মহান অধিপতি সম্রাট দারিউশ, সম্রাটদের সম্রাট, বহু সাম্রাজ্যের অধিপতি, হাখামানশি সম্রাট গোশতাশাবের পুত্র যিনি এ প্রাসাদ তৈরী করেছেন...। (সিরাজী, ২০১৪: ৭)

আভেস্তা ভাষা

ইরানের আদি ধর্মগুরু ও যরথুস্ত্রীয় ধর্মের প্রবক্তা যরথুস্ত্র কতৃক প্রবর্তিত ও প্রচারীত প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ *আভেস্তা* গ্রন্থ থেকে মূলত আভেস্তা ভাষার উৎপত্তি। যরথুস্ত্র ছিলেন ইরানের প্রাচীন যুগের মনীষী ও ধর্মসংস্কারক। তিনি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে এ ধর্ম গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। আভেস্তা প্রাচীন ইরানের উত্তরাঞ্চলের মানুষের কথ্য ভাষা ছিল। বৈদিক ভাষার সাথে এ ভাষার প্রাচীনতম অংশের অনেক সাযুজ্য রয়েছে। এ গ্রন্থটি কয়েক ভাগে বিভক্ত। যথা- ইয়াসনা, ভিসপারদ, ভেন্‌দিদদ্‌, ইয়াসত ও খোরদে আভেস্তা। প্রাচীন ইরানে কেবল দুই ধরনের

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণের প্রচলন ছিল যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে– একটি মিখি ও অন্যটি আভেস্তায়ি। আভেস্তায়ি বর্ণমালায় মোট ৪৪টি বর্ণ ছিল; যা ডান দিক থেকে বাম দিকে লেখা হতো।

الفبای اوستایی

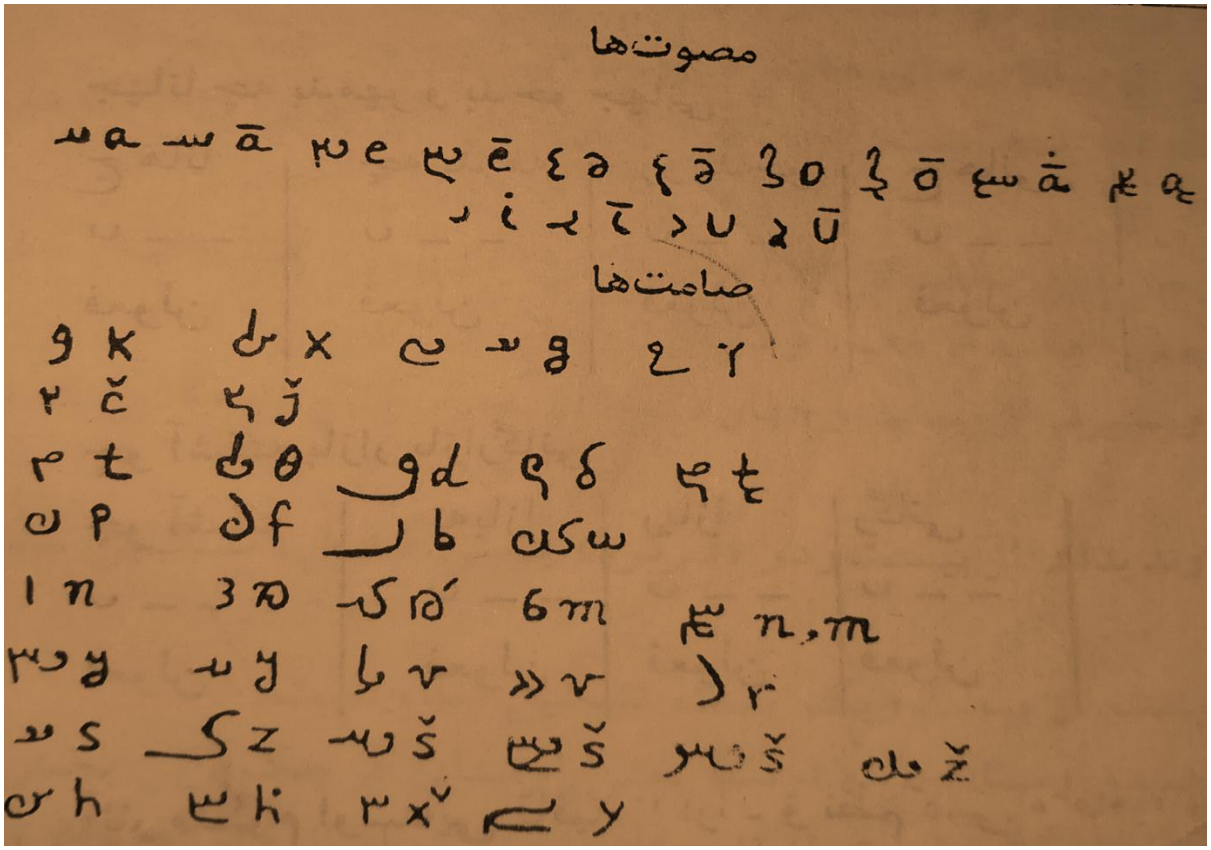

(কাসেমি, ১৩৭৮ সৌরবর্ষ: ২৬)

ফারসি ভাষ ও সাহিত্যে আদি যুগের একমাত্র নিদর্শন *আ*ভেস্ত গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি আভেস্তা ভাষায় রচিত হয়েছিল। *আভেস্তা* গ্রন্থে সর্বপ্রথম আদি যুগের সাহিত্যের স্বাদ পাওয়া যায়। গ্রন্থটিতে ছন্দে ছন্দে খোদা ও প্রকৃতির গুণকীর্তন করা হয়েছে। এটি যে সাহিত্য হতে পারে তা হয়তো তখন কেউ ভাবেননি। এটিতে ধর্মপ্রচারক যরথুস্ত্র তাঁর ধর্মের গূঢ় রহস্য ভেদ করেছেন। যদিও গ্রন্থটি যরথুস্ত্রের অনুসারীদের কাছে তত্ত্বীয় গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত ছিল। তবে পরবর্তীতে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে *আভেস্তা* গ্রন্থের প্রাচীন অংশ গাথা বা স্তবগুলোতে কাব্যিকরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। এ গাথাগুলোতে ধর্মীয় আরাধনা ও ধর্মীয় অন্যান্য সূক্ষ্ম বিষয়গুলো কাব্যাকারে লেখা হয়েছে। ধর্মীয় নানা বিধি-বিধান ছাড়াও এতে রয়েছে নানা কল্প-কাহিনী ও ইতিহাসের বর্ণনা। উল্লিখিত শিলালিপি, পারসিক গ্রন্থাদি ও আভেস্তায়ি ভাষার পাশাপাশি হিব্রু ও গ্রিক ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি থেকে তৎকালীন

Dhaka University Institutional Repository

পারস্য সমাজ ব্যবস্থার চিত্রও পাওয়া যায়। যেমন– রাজদরবারে গল্প বলার প্রচলন ছিল, শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠদান হতো, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হতো, বই-পুস্তকাদি পাওয়া যেত প্রভৃতি। মানুষের মাঝে বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত ছিল। এছাড়া রাজদরবারে গায়ক-গায়িকা ও যন্ত্রশিল্পীদের অবাধ বিচরণ ছিল, যা সংগীতের প্রতি তাদের বিশেষ অনুরাগের প্রমাণ বহন করে। এসব গায়ক-গায়িকা বাদশাহদের উৎসব-পার্বণে ছন্দোবদ্ধ ও সুরেল সংগীত পরিবেশন করতো। ভাষার বিবর্তনের নিদর্শন হিসেবে আভেস্তায়ি লিপিতে লেখা নিম্নের উদ্ধৃতি অংশটুকু তুলে ধরা হলো–

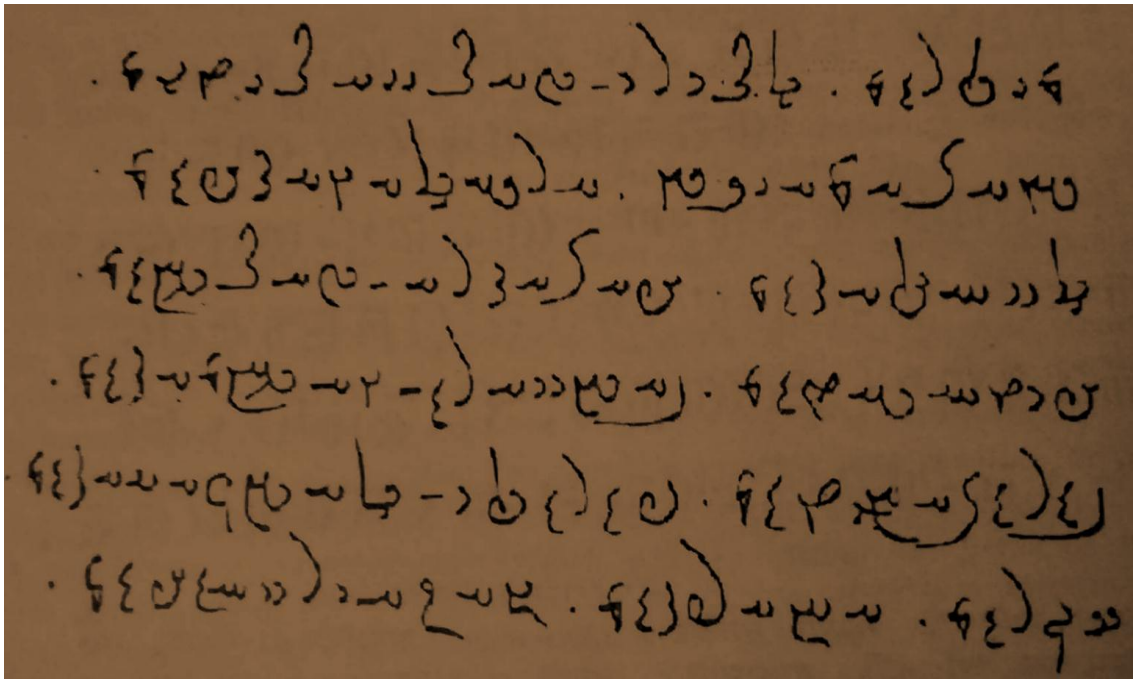

আমরা সূর্য, প্রশস্ত চারণভূমি, সত্য কথা, গুছানো সভা, অধিক শ্রবণশক্তি, সুঠাম ও সুন্দর দেহ, প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন, জ্ঞানী, শক্তিমান, নির্ঘুম ও পাহারাদারদের প্রশংসা করবো...। (সিরাজী, ২০১৪: ৬)

Dhaka University Institutional Repository

২. মধ্যযুগের ফারসি ভাষা

মধ্যযুগে আবেস্তা ভাষার প্রায় বিলুপ্তি ঘটে এবং ভাষাটি শুধু যরথুস্ত্র ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এছাড়া হাখামানসি সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে ইলামি আরামি ও আকদির যে ভাষাগুলোর প্রচলন ছিল, তা ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকে এবং গ্রিক ভাষা সে জায়গা দখল করে নেয়। মধ্যযুগের ভাষাগুলোর মধ্যে যে কয়েকটি ভাষার রচনাবলির অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তার উপর ভিত্তি করে এ যুগের ফারসি ভাষাকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হলো পশ্চিমাঞ্চলীয় মধ্যবর্তী ইরানি ভাষাগোষ্ঠী যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে পাভলাভিয়ে আশকানি ও মধ্যবর্তী ফারসি ভাষা এবং দ্বিতীয়টি হলো পূর্বাঞ্চলীয় মধ্যবর্তী ভাষগোষ্ঠী– যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো বাল্‌খি, খাতনি বা তোখারি, খারেযমি ও সুগদি ভাষা।

পাহলাভিয়ে আশকানি

পাহলাভিয়ে আশকানি বা মধ্য-ফারসি হচ্ছে আধুনিক ফারসি ভাষা বা নব্য ফারসির জননী। এটি মূলত আভেস্তা ও প্রাচীন ফারসি ভাষার বিবর্তিত রূপ। কেননা, পাহলাভি অনেকটাই প্রাচীন ফারসির কাছাকাছি অর্থাৎ শব্দ ও বাক্য গঠনে দীর্ঘ পরিবর্তনের মাধ্যমে পাহলাভি ভাষার আকৃতি লাভ করেছে। যেভাবে পাহলাভি ভাষা ক্রমান্বয়ে আধুনিক ফারসিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আশাকানি যুগে এ ভাষার উৎপত্তি ঘটে। পাহলাভি আশকানি মূলত 'পাহলে' ভাষা যা খোরাসানবাসীদের কথ্য ভাষা ছিল এবং বর্তমান খোরাসান, মাযেন্দারান ও দক্ষিণ তুর্কমেনিস্তানে এ ভাষার প্রচলন ছিল। পাহলাভিকে প্রাচীন ফারসি ভাষায় পারোয়ান বলা হতো। এটি হাখামানসি সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশের নাম। দারিউশের রাজত্বকালে তার পিতা পাহলের প্রাদেশিক গভর্নর ছিলেন। এ অঞ্চলেই আশকে আউয়াল গ্রিক সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে আশকানি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে যা খ্রিস্টপূর্ব ২৪৭ থেকে ২২৪ অব্দ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। কিন্তু এ ভাষার ব্যাপক উৎকর্ষ ও পরিবর্তন সাধিত হয়ে দীর্ঘকাল অর্থাৎ সাসানি শাসনামল পর্যন্ত ইরানে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ইরানের ইতিহাসে সাসানি রাজত্বকালকে ফারসি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রভূত উন্নতি ঘটে। এজন্য এ রাজত্বকাল প্রাচীন পারস্যের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ হিসেবে বিবেচনা করা হয় (সিরাজী, ২০১৪: ৯)।

Dhaka University Institutional Repository

পাহলাভি ভাষা দু'ভাবে লেখা হতো। এক ধরনের লিপি ছিল যা প্রস্তরের গায়ে খোদাই করে লেখা হতো। পরবর্তী সময়ে সাসানি সম্রাটরা অন্য এক প্রকারের লিপির প্রচলন ঘটায়– যার মাধ্যমে পাহলাভি ভাষার গ্রন্থাদি লেখা হয়েছিল। পাহলাভি লিপি অনেকটা আভেস্তায়ি লিপির মতো। এ লিপিগুলোও ডান দিক থেকে বাম দিকে লেখা হতো। এ লিপির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো লিপিগুলো লেখার সময় সেমেটিক ভাষার মতো লেখা হতো আর উচ্চারণ করা হতো পাহলাভি লিপির মতো। নিম্নে প্রস্তরের গায়ে লিখিত সচিত্র লিপি নিচে দেওয়া হলো–

https://iranatlas.info/parth/parth_lan

প্রাচীন ফারসি ভাষা, পাহলাভি-আশকানি ও মধ্যবর্তী ফারসি ভাষার বিবর্তিত রূপ নিম্নে দেওয়া হলো-

Dhaka University Institutional Repository

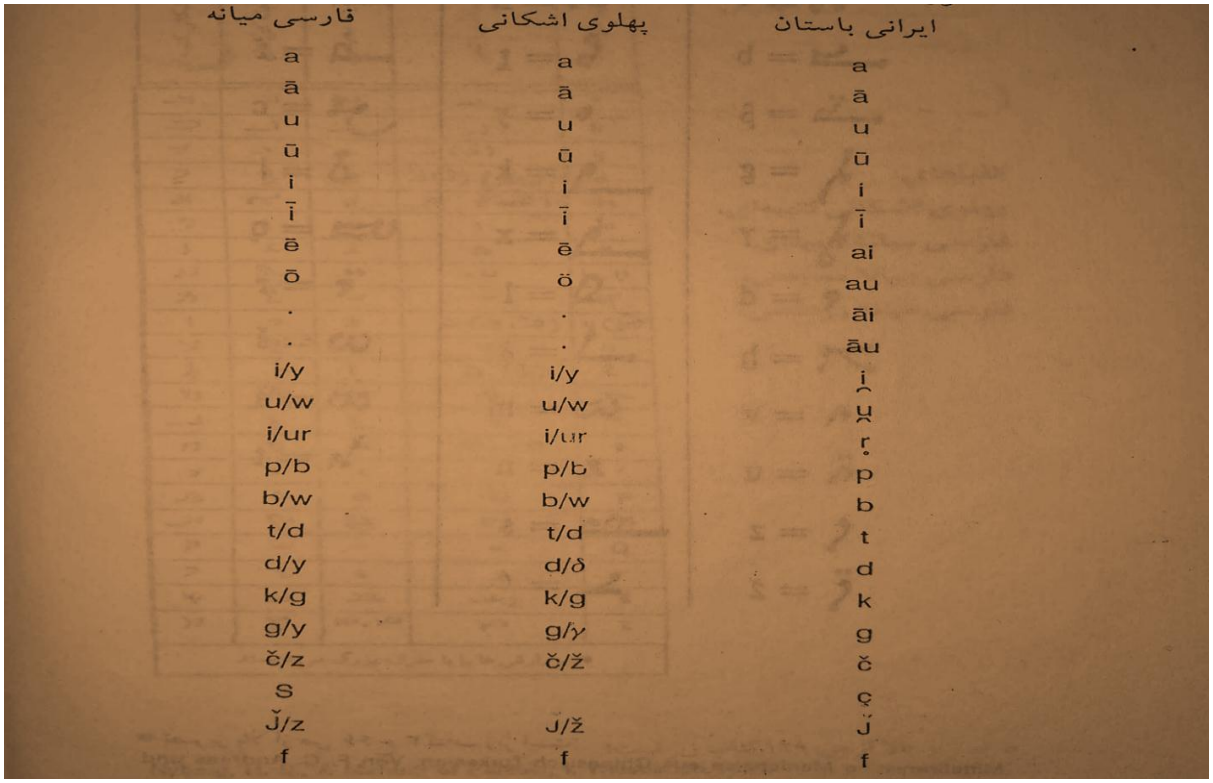

فارسی میانه	پهلوی اشکانی	ایرانی باستان
a	a	a
ā	ā	ā
u	u	u
ū	ū	ū
i	i	i
ī	ī	ī
ē	ē	ai
ō	ō	au
.	.	āi
.	.	āu
i/y	i/y	i̯
u/w	u/w	u̯
i/ur	i/ur	r̥
p/b	p/b	p
b/w	b/w	b
t/d	t/d	t
d/y	d/δ	d
k/g	k/g	k
g/y	g/ɣ	g
č/z	č/ž	č
s		ç
ǰ/z	ǰ/ž	ǰ
f	f	f

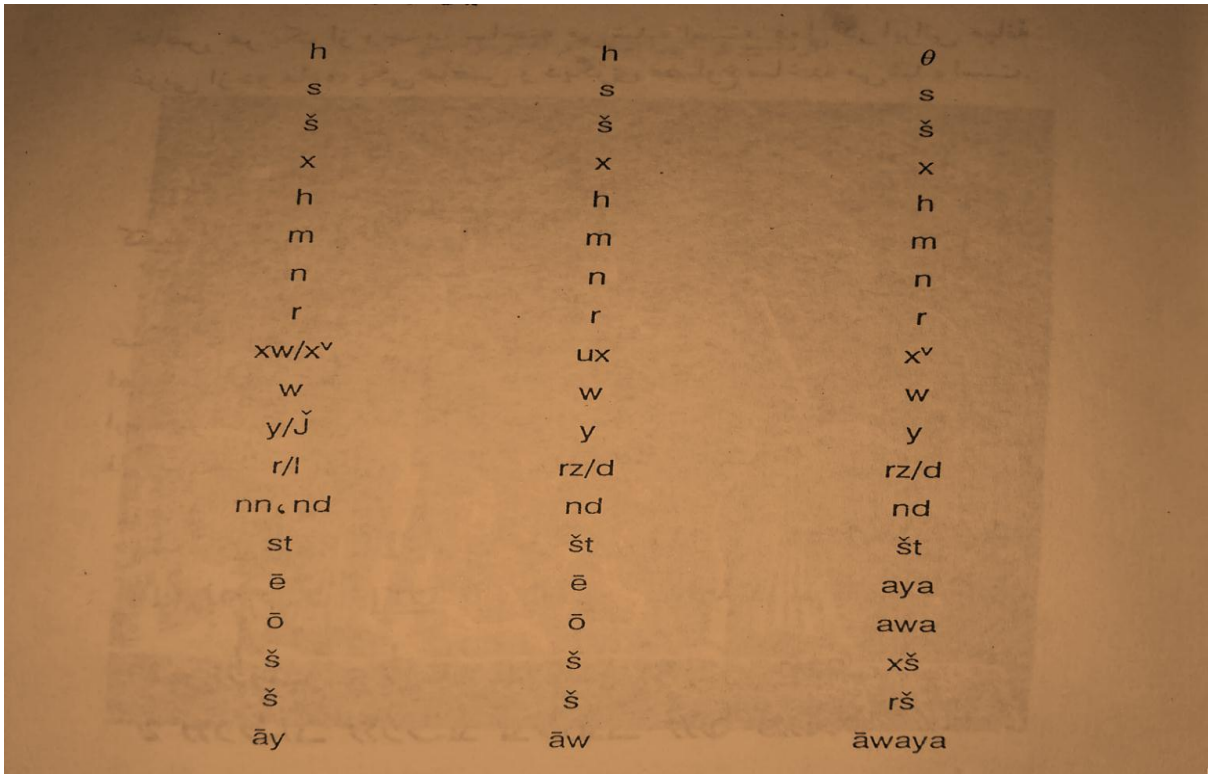

h	h	θ
s	s	s
š	š	š
x	x	x
h	h	h
m	m	m
n	n	n
r	r	r
xw/xᵛ	ux	xᵛ
w	w	w
y/ǰ	y	y
r/l	rz/d	rz/d
nn، nd	nd	nd
st	št	št
ē	ē	aya
ō	ō	awa
š	š	xš
š	š	rš
āy	āw	āwaya

(কাসেমি, ১৩৭৮ সৌরবর্ষ: ৭৬-৭৭)

Dhaka University Institutional Repository

পাহলাভি সাহিত্য মূলত এ ভাষায় রচিত যরথুস্ত্রদের ধর্মীয় গ্রন্থাদি, আভেস্তা গ্রন্থের একাংশ ও আভেস্তা-র ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ অথবা তৎসংশ্লিষ্ট ধর্মীয় বিষয়াদিকেই বোঝানো হয়। ধর্মীয় গ্রন্থাদি ছাড়াও সীমিত পর্যায়ে কিছু সংখ্যক গ্রন্থ এ ভাষায় রচিত হয়েছে। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিভিন্ন ধরনের গল্প-কাহিনী। তবে ধারণা করা হয় যে, আরবদের আধিপত্য, লিপির পরিবর্তন এবং ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কারণে এ ভাষার সাহিত্যগুলো হারিয়ে যায়। কেননা, ইরানি ও আরবি ভাষায় রচিত প্রচীন বহু গ্রন্থে পাহলাভি ভাষায় রচিত পুস্তকাদির নাম উল্লেখ করা হয়েছে– যার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এগুলোর মধ্যে দর্শন শাস্ত্রীয় ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলো উল্লেখযোগ্য– যা সাসানি যুগে বিশেষ করে খোসরু নওশিরওয়ানের রাজত্বকালে বিরাজমান ছিল এবং গ্রিক ও সংস্কৃত ভাষা থেকে পাহলাভি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। বিভিন্ন বর্ণনা মতে জানা যায় যে, তৎকালীন ইরানের অনেক আধ্যাত্মিক লেখক ইসলামের আবির্ভাবের প্রথম দিকে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন এবং তা পহলাভি থেকে ফারসি ভাষায় ভাষান্তরিত করেন; কিন্তু ইসলামের বিজয় ও আরবি ভাষার প্রভাবের ফলে এ ধরনের পাণ্ডলিপিগুলো ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। কেবল যরথুস্ত্র ধর্মের অনুসারিগণ-এর কতিপয় পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থ ভারতবর্ষে নিয়ে আসে এবং অবশিষ্ট কিছু অংশ ইরানে সংরক্ষণ করে, যার সন্ধান আজও পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, প্রথম খোসরু নওশিরওয়ানের শাসনামলে (৫৩১-৫৯৭ খ্রি.) সাসানিরা সিন্ধু ও পাঞ্জাব তথা হিমলয়ান উপমহাদেশের অঞ্চলগুলোতেও কর্তৃত্ব প্রতিষ্টা করেছিল এবং সে-সময় থেকেই ইরান ও ভারতের মধ্যে সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পারস্পারিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তৎকালীন ভারতের একজন দূত দাবার ঘুটি সাসানি সম্রাটদের উপঢৌকন হিসেবে নিয়ে যান। তেমনিভাবে বুর্যুয়ে নামক নওশিরওয়ানের একজন খ্যাতিমান মন্ত্রী ও চিকিৎসক ভারত সফর শেষে *কালিলা ও দিমনা* (কারতাক ও দেমনাক/পঞ্চতন্ত্র) নামক পশুপাখির ভাষায় বর্ণিত পৌরাণিক নীতি-কাহিনী সম্বলিত গ্রন্থ সাথে করে নিয়ে যান এবং বাদশাহর নির্দেশে তা পাহলাভি ভাষায় অনূদিত হয় (সিরাজী, ২০১৪: ১০-১২)।

পাহলাভি ভাষায় কাব্যচর্চার নজির পাওয়া যায়। এ ভাষায় রচিত গ্রন্থে ও সাসানিদের শিলালিপিতে কবিতা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন হাজী আবাদ নামক শিলালিপিতে পাহলাভি ভাষায় রচিত কবিতার অস্তিত্ব রয়েছে। এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সাসানি যুগেও পাহলাভি ভাষায় কবিতা লেখা হয়েছে এবং এ কবিতাগুলোতে প্রচলিত ছন্দ ও অন্ত্যমিল বিদ্যমান ছিল। এছাড়া সাসানি রাজদরবারে সংগীত

পরিবেশিত হতো এবং চাঙ্গ' ও বারবাত' নামক যন্ত্র বাজানো হতো। এ ধারা যেমন হাখামানসি যুগে তেমন ইসলাম পরবর্তী যুগেও প্রচলিত ছিল (সিরাজী, ২০১৪: ১০-১২)।

মধ্যবর্তী ফারসি ভাষা (পাহলাভিয়ে সাসানি)

এ ভাষাটি মূলত প্রাচীন ফারসির অনুসরণীয় ভাষা। একে পাহলাভিয়ে সাসানিও বলা হয়। এ ভাষার চার প্রকারের রচনাবলি চারটি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণমালায় পাওয়া যায়। সাসানি যুগের বাদশাহ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের খোদাই করা শিলালিপি থেকে এ ভাষা আবিষ্কার করা হয়। যে শিলালিপিগুলো সাসানি যুগে লেখা হয়েছিল তার বেশিরভাগই পাহলাভিয়ে আশকানি ও গ্রিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ সকল শিলালিপি ভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন- কাতিবেয়ে মেহের নারসি, যাবুরে পাহলাভিয়ে ফারসি, মিয়ানেয়ে মাসিহি ও নাভেশতেহায়ে যারতুশতিয়ান ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, মধ্যবর্তী ফারসি ভাষায় আভেস্তা গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। এ ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– বুন্দিহিশান, দাদেস্তানে দিনিগ, দিনকার্ত ও আরদেবিরাফ নামে। এছাড়া উপদেশমূলক ও গাথার ন্যায় কাব্য সাহিত্যের সন্ধানও পাওয়া যায় (সিরাজী, ২০১৪: ১৩)।

খারেজমি ভাষা

মধ্যযুগে ইরানের পূর্বাঞ্চলীয় খারেযম অঞ্চলের মানুষোর মুখের ভাষা ছিল খারেজমি। এ ভাষার কোনো লেখ্যরূপ পাওয়া যায় না; তবে, আরবি গ্রন্থের পাদটীকায় এ ভাষার কিছু শব্দ ও বাক্যের নিদর্শন দেখতে পাওয় যায়– যা আরবি-ফারসি লিপিতে লেখা হয়েছিল। এজন্য ভাষাটিকে মধ্য-ইরানি ভাষা বলে বিবেচনা করা হয়।

সুগদি ভাষা

প্রাচীন ইরানের বিখ্যাত হাখামানসি সামাজ্যের একটি প্রদেশের নাম হলো সুগদ– যা ইরানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এই অঞ্চলের মানুষেরা যে ভাষায় কথা বলতো, সে-ভাষার নাম সুগদি ভাষা। এ ভাষায় রচিত নিদর্শনগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হলো ধর্মবিষয়ক রচনা আর অপরটি

হলো ধর্ম বহির্ভূত (পরলৌকিক ও বৈষয়িক) রচনা। এগুলো সাধারণত চামড়া, পাথর, মুদ্রা, ও মৃৎপাত্রের ওপর খোদাই করে লেখা হতো। আনুমানিক খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে এগুলো উদ্ধার করা হয়।

তোখারি ভাষা

প্রচীন ইরানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোর একটি হলো তোখারিস্তান; যা চীনের পশ্চিম সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত। এ ভাষা চীনের তুর্কিস্তানে প্রচলিত খাত্তানি ভাষার নিকটতম ভাষা। বর্তমানে এ ভাষার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

৩. আধুনিক যুগের ফারসি ভাষার

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে আধুনিক ফারসি ভাষার সূচনা। বর্তমান অবধি আধুনিক ফারসি ভাষা ইরানে ইসলামের অভ্যুদয়ের পরবর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত ইরান ও ইরানের বাইরে অনেক লোকের মাতৃভাষা। এটি একটি বংশানুগত ভাষা। যদিও আধুনিক ফারসি ভাষায় আরবি শব্দের বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়, ফলে বংশানুগত তথা ইন্দো-ইউরোপীয় শাখা মনে না হয়ে বরং তা রূপতত্ত্বগত (Morphological) ভাষা হিসেবে পরিদৃষ্ট হয়।

অনুমিত হয় যে, হিজরি ৩১ মোতাবেক ৬৫২ খ্রিস্টাব্দের দিকে সম্রাট তৃতীয় ইয়াযদগার্দকে হত্যা করা হয়। তৃতীয় ইয়াযদগার্দের হত্যার মধ্য দিয়ে সাসানি শাসনের অবসান ঘটে এবং ইরান মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এর অনতিদীর্ঘকাল পরে তথা হিজরি ২৫৪ সালে ইয়াকুব লাইস সাফফার সিস্তানের অন্তর্গত যারানজ শহরে ইরানের একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং ফারসি দারি ভাষাকে ইরানের রাষ্ট্রীয় ভাষায় রূপান্তরিত করেন-যার ধারাবাহিকতা অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে। এর প্রভাব বর্ণমালাতেও পরিলক্ষিত হয় এবং পূর্ববর্তী বর্ণমালা পরিবর্তিত হয়ে তদাস্থলে আরবি বর্ণমালা স্থান করে নেয়। মূলত চারটি বর্ণমালা ছাড়া অন্য বর্ণগুলো আরবি থেকে নেওয়া হয়। বর্তমান ফারসি বর্ণমালা ডান থেকে বাম দিকে লেখা হয় (সিরাজী, ২০১৪: ১৫)। নিম্নে আধুনিক ফারসি দারি বর্ণমালার চিত্র দেওয়া হলো–

(فهرست حروف الفبای فارسی جدید)

SERIAL NUMBER	LETTERS NAME (E/B)	ENGLISH PRONUNCIATION	BANGLA PRONUNCIATION	CONTEXUAL FORM			
				FINAIL FORM	INTERMI-DIATE FORM	INITIAL FORM	ISOLATED FORM
1	alef (আলেফ)	a/ă	[আ/অ’]	ـا		ا / آ	
2	be (বে)	B	[ব]	ـب	ـبـ	بـ	ب
3	pe (পে)	P	[প]	ـپ	ـپـ	پـ	پ
4	te (তে)	T	[ত]	ـت	ـتـ	تـ	ت
5	se (সে)	S	[স]	ـث	ـثـ	ثـ	ث
6	jim (জিম)	J	[জ]	ـج	ـجـ	جـ	ج

7	če (চে)	Č	[চ]	چ	چـ	چ	چ
8	he (হে)	H	[হ]	ح	حـ	ح	ح
9	xe (খে)	X	[খ]	خ	خـ	خ	خ
10	dăl (দা'ল)	D	[দ]	د		د	
11	zăl (যা'ল)	Z	[য]	ذ		ذ	
12	re (রে)	R	[র]	ر		ر	
13	ze (যে)	Z	[য]	ز		ز	
14	že (জ্বে)	Ž	[জ্ব]	ژ		ژ	
15	sin (সিন)	S	[স]	س	سـ	س	س
16	šin (শিন)	Ž	[শ]	ش	شـ	ش	ش
17	săd (সা'দ)	S	[স]	ص	صـ	ص	ص
18	zăd (যা'দ)	Z	[য]	ض	ضـ	ض	ض
19	tă (তা')	T	[ত]	ط	طـ	ط	ط
20	ză (যা')	Z	[য]	ظ	ظـ	ظ	ظ
21	eyn (এইন)	a/’	[আ/-]	ع	عـ	ع	ع
22	ğeyn (গ্বেইন)	Ğ	[গ্ব]	غ	غـ	غ	غ
23	fa (ফা)	F	[ফ]	ف	فـ	ف	ف
24	ğăf (গ্বা'ফ)	q/ğ	[গ্ব]	ق	قـ	ق	ق
25	kăf (কাফ)	K	[ক]	ك	كـ	ك	ك
26	gaf (গ্বাফ)	G	[গ]	گ	گـ	گ	گ
27	lam (লাম)	L	[ল]	ل	لـ	ل	ل
28	mim (মিম)	M	[ম]	م	مـ	م	م
29	nun	N	[ন]	ن	نـ	ن	ن

	(নুন)						
30	vǎv (ভা'ভ)	v/ow	[ভ]	ـو		و	
31	he (হে)	H	[হ]	ـه	ـهـ	هـ	ه
32	ye (ইয়ে)	Y	[য়]	ـی	ـیـ	یـ	ی

সাফফারিদের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও সাসানিদের পতনের মধ্যবর্তী সময়ে যরথুস্ত্রদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা তাদের মধ্যবর্তী ফারসি ভাষা হিসেবে এবং মানাভিদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা তাদের মধ্যবর্তী ফারসি ভাষা হিসেবে এবং ইরানি মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা হিসেবে আরবি প্রচলিত ছিল। ইরানে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার এবং মুসলিম শাসকবর্গের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কতৃত্বের কারণে মধ্যযুগের ফারসি ভাষায় ব্যাপক আরবি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে। যেখানে মধ্যযুগীয় ফারসি ভাষায় আরবি শব্দের পরিমাণ শতকরা ষাট ভাগে উন্নীত হয়। ইরানে আরবি ভাষার এ প্রচলনের কারণেই ফারসি ভাষাতে আরবির আধিক্য বিপুলভাবে পরিলক্ষিত হয় (সিরাজী, ২০১৪: ১৫)।

নাসার বিন আহমাদ সামানি হিজরি ২৬১ সালে সামানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সামানি সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল বোখারা আর এর রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল ফারসি দারি। সামানি সম্রাটদের আগ্রহ ও উদ্দীপনার কারণেই পরবর্তী সময়ে এ ভাষার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। আলপতেগিনের জামাতা ও ভৃত্য সাবুগতেগিন গাযনাভি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটান। সাবুগতেগিনের পুত্র সুলতান মাহমুদ গাযনাভি এরই ধারাবাহিকতায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকা তাঁর সাম্রাজ্যের আওতাধীন করেন। ফলে ফারসি দারি ভাষা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সমভাবে গুরুত্ব লাভ করে (সিরাজী, ২০১৪: ১৫)।

সাফাভিদের শাসনামল থেকে ইরানে যে নতুন ফারসি ভাষার উদ্ভব ঘটেছে এবং তা বিভিন্ন অঞ্চলভেদে আনুমানিক ৩৪ টি কথ্য বা আঞ্চলিক ভাষা রূপে পরিচিতি লাভ করে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পশতু, কুর্দি, অসি, বেলুচি, লোরি, আফগানি, বাখতারি, আরাকি, তাজিকি ও ফারসি দারি। এ আঞ্চলিক ভাষাগুলোর ভাষাই একেকটি এলাকার জন্য নির্দিষ্ট ছিল এবং ভাষাগুলোতে গদ্য ও পদ্য উভয় সাহিত্যই রচিত হয়ে এসেছে।

বর্তমানে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য পূর্বের ন্যায় তার বিকাশ ও সমৃদ্ধির ধারা বজায় রেখেছে। বিশেষ করে ফারসি ভাষা আরবি ভাষার পর মুসলমানদের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ধর্মীয় চিন্তাধারার বিকাশ ও বিস্তৃতি এ-ভাষার মাধ্যমেই ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং এ-ভাষা সুদূর পশ্চিম ও উত্তরে মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়া মাইনর থেকে শুরু করে ভারতের বিপুল এলাকায় বিস্তার ও প্রচলন ঘটেছে। এ ভাষা বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ফারসি ব্যাকরণ পরিচিতি

একটি ভাষা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন করতে হলে সেই ভাষার ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেননা, ব্যাকরণ কোনো ভাষাকে বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে। ব্যাকরণ যে কোনো ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। ব্যাকরণ পাঠের মাধ্যমে ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠন-প্রকৃতি ও এসবের সুষ্ঠু ব্যবহারবিধি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় এবং লেখায় ও ভাব প্রকাশে শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ধারণ সহজ হয়।

ভাষা প্রবহমান নদীর মতো। ব্যাকরণবিদগণ বহুকাল ধরে এ ভাষাকে সূত্রের অনুশাসনে বাঁধার চেষ্টা করেছেন। এমন উৎসাহ প্রথম দেখা গিয়েছিলো প্রাচীন গ্রিসে, ভারতে, আরবে, এবং আঠারো শতকে ইংল্যান্ডে। অবশ্য ফারসি ব্যাকরণের সূচনা আরও পরে। শামস কায়েস রাযি (১২৪০-১৩৩০ খ্রি.) রচিত *আল মোয়াজ্জেম ফি মাআ'ইয়েরে আশা'রুল আযম* গ্রন্থকে ফারসি ব্যাকরণের প্রাথমিক উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। শামস কায়েস হিজরি সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে এ গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। যদিও এ গ্রন্থে ফারসি ব্যাকরণ সম্পর্কিত বিশেষ কোনো বিষয় আলোচিত হয় নি। এ গ্রন্থটি মূলত কবিতার ছন্দ, অন্ত্যমিল, কবিতার কলাকৌশল ও বিধি-বিধানের উপর রচিত হয়েছে। পরবর্তীতে ফারসি ব্যাকরণবিদগণ এ গ্রন্থ অনুকরণে ফারসি ব্যাকরণ রচনায় উৎসাহী হন। শামস কায়েস রাযি পর ইবনে শাকের কোতবি রচিত আরবি গ্রন্থ *ফাভা'তুল ভাফাইয়াত* অনুকরণে আবু হায়ান নাহভি ফারসিতে *মানতেকুল খারস ফি লেসানুল ফারস* গ্রন্থটি রচনা করেন। কিন্তু পরবর্তীতে এই গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাওয়া যায় না। *হালিয়ুল এনসা'ন ভা হালিয়ুল লেসা'ন* আরবি ভাষায় লিখিত একটি ফারসি ব্যাকরণ। এটি রচনা করেছিলেন এবনে মাহান্না। এ গ্রন্থটি কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। ধীরে ধীরে আরও কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ মোহাম্মদ হোসেন ইবনে বারহান কর্তৃক *বারহানে গ্বাতে*, আব্দুল করিম ইরভা'নি মাতুফি কর্তৃক *গ্বাভায়েদে সারফ ভা নাহু*, আবদুর রশিদ মালাতুতি কর্তৃক *ফারহাঙ্গে রাশিদি*, মির্জা হাবিব ইসফাহানি কর্তৃক *দাসতুরে সোখান*, মির্জা আলি আকবর খান কর্তৃক *যাবা'নে অমুজে পা'রসি*, গোলাম হোসেন কাশেফ কর্তৃক *দাসতুরে যাবা'নে ফা'রসি* প্রভৃতি রচিত হয়। পরবর্তী বহু বিদগ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ ও ব্যাকরণবিদের অক্লান্ত শ্রম ও সাধনায় আধুনিক ফারসি ব্যাকরণ রচনা সম্ভব হয়েছে।

ক্রিয়া (فعل)

ক্রিয়া (فعل): বাক্যের অন্তর্গত যে পদ দ্বার নির্দিষ্ট কোনো কাজ করা, যাওয়া, খাওয়া ও হওয়া প্রভৃতি সম্পাদন করা বুঝায় তাকে ক্রিয়া বা (فعل) বলে। বৈশিষ্ট্যানুযায়ী ক্রিয়ার রূপভেদ লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো–

ক্রিয়ার প্রকারভেদ: অর্থ ও ভাবভেদে ক্রিয়াপদকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলো। যথা: ১. প্রধান ক্রিয়া (فعل تام/خاص) ও ২. সংযোগকরী ক্রিয়া (فعل ربطی) ৩. সাহায্যকারী ক্রিয়া (فعل کمکی)

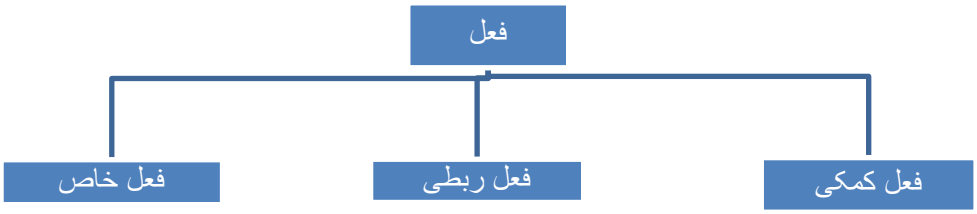

মূল ক্রিয়া: বাক্যে যে ক্রিয়াপদ অন্য কোনো ক্রিয়ার সাহায্য ছাড়াই অর্থ সম্পন্ন করতে পারে তাকে মূল ক্রিয়া বা (فعل تام/خاص) বলে। যেমন- আসা (آمدن), যাওয়া (رفتن), খাওয়া (خوردن), লেখা (نوشتن)।

সংযোযক ক্রিয়া: যে ক্রিয়াপদ উদ্দেশ্য ও বিধেয়-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপনে কাজ করে তাকে সংযোযক ক্রিয়া বা (فعل ربطی) বলে। এ ক্রিয়া কখনও কখনও প্রধান ক্রিয়াপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- হওয়া/থাকা (بودن), হওয়া (شدن), হওয়া (هستن), হওয়া (گشتن/گردیدن)।

যেমন- জ্বলে একজন ডাক্তার (ژاله یک دختر است)।

সাহায্যকারী ক্রিয়া: যে ক্রিয়া মূল ক্রিয়াকে, ক্রিয়ার কাল বিশেষত (ঘটমান বর্তমান, ঘটমান অতীত, নিকটবর্তী অতীত, দূরবর্তী অতীত, নিত্যবৃত্ত/সংশয়মূলক অতীত ও ভবিষ্যত কাল) ও কর্মবাচক ক্রিয়া গঠনে সাহায্য করে তাকে সাহায্যকারী ক্রিয়া বলে। যেমন- হওয়া (بودن), হওয়া (شدن), থাকা (داشتن), চাওয়া (خواستن)

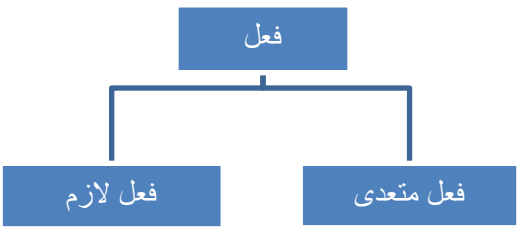

অকর্মক ক্রিয়া (فعل لازم): যে ক্রিয়া কর্মপদের সাহায্য ছাড়া নিজেই অর্থ সম্পন্ন করতে পারে তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন–

শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যায়।

دانشجویان می روند.

বাচ্চারা মাঠে খেলা করছে।

بچه ها دارند می کنند.

সকর্মক ক্রিয়া (فعل متعدی): যে ক্রিয়া কর্মপদের সাহায্য ছাড়া বাক্যের অর্থ সম্পন্ন করতে পারে না বরং কর্মপদের সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাকে সকর্মক ক্রিয়া বা (فعل متعدی) বলে। যেমন–

সারা রান্না করে।

سارا می پزد.

সে পড়ছিল।

او می خواند.

উক্ত বাক্য দুটি দ্বারা বাক্যের পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ পায় না, বরং কোনো কিছু শোনার আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। যেমন–

সারা খাবার রান্না করে।

سارا غذا می پزد.

সে বই পড়ছিল।

او کتاب می خواند.

রূপভেদে ক্রিয়াকে আরো দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১. কর্তৃবাচক ক্রিয়া (فعل معلوم) ২. কর্মবাচক ক্রিয়া (فعل مجهول)।

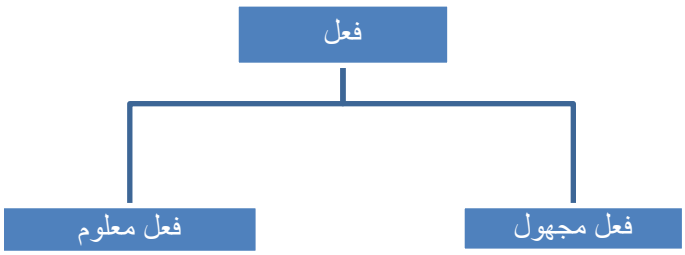

কর্তৃবাচক ক্রিয়া (فعل معلوم): যে ক্রিয়ার কর্তা প্রধানভাবে বর্তমান থেকে বাক্য সম্পন্ন করে তাকে কর্তৃবাচক ক্রিয়া বলে। যেমন–

রাসেল চা পান করেছিল।

راسل چای نوشید.

শাকিল রচনা লিখেছিল।

شکیل انشا نوشت.

কর্মবাচক ক্রিয়া (فعل مجهول): যে ক্রিয়ার কর্তা প্রধানভাবে বর্তমান থাকে না, বরং কর্ম দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পন্ন করা হয় তাকে কর্মবাচক ক্রিয়া বলে। যেমন–

চা পান করা হলো।

چایی نوشیده شد.

রচনাটা লেখা হয়েছে।

انشا نوشته شد.

প্রথমে বাক্যের কর্ম এবং পরে ক্রিয়ার অতীত রূপের সাথে হে (ه) যুক্ত করে (شدن) ক্রিয়ার অতীত রূপ অর্থাৎ হওয় (شدن) সংযোজন করে কর্মবাচক ক্রিয়া গঠন করা হয়। নিম্নে ক্রিয়ার রূপভেদে কর্তাবাচক ও কর্মবাচক ক্রিয়ার রূপ দেখানো হলো–

فعل معلوم	فعل مجهول	زمان فعل
می برد	بریده می شود	حال اخباری
ببرد	بریده شود	حال التزامی
برید	بریده شد	گذشته ساده
می برید	بریده می شد	گذشته استمراری
بریده است	بریده شده است	گذشته نقلی
بریده بود	بریده شده بود	گذشته بعید

آینده	بریده خواهد شد	خواهد برید

(তাকি ও কামিয়ার, সৌরবর্ষ-১৩৮৩: ৫২)

ক্রিয়াকে আরও দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. হ্যাঁ-বাচক ক্রিয়া (فعل مثبت) ২. না-বাচক ক্রিয়া (فعل منفی)

হ্যাঁ-বাচক ক্রিয়া: যে ক্রিয়া কোন বিষয় সম্পর্কে হ্যাঁ-বোধক অর্থ প্রকাশ করে, তাকে হ্যাঁ-বোধক ক্রিয়া বা (فعل مثبت) বলে। যেমন–

আহমাদ অধ্যয়ন করে।

احمد درس می خواند.

আমরা বাড়িটা বিক্রয় করলাম।

ما خانه را فروختیم.

না-বাচক ক্রিয়া: যে ক্রিয়া কোনো বিষয় সম্পর্কে না-বোধক অর্থ প্রকাশ করে, তাকে না-বাচক ক্রিয়া বলে বা (فعل منفی)।

আহমাদ অধ্যয়ন করে না।

احمد درس نمی خواند.

আমরা বাড়িটা বিক্রয় করলাম না।

ما خانه را نفروختیم.

নিম্নে ক্রিয়ার রূপভেদে হ্যাঁ-বাচক ও না-বাচক ক্রিয়ার রূপ দেখানো হলো-

زمان فعل	فعل مثبت	فعل منفی
حال اخباری	می بینم (دیدن)	نمی بینم
حال ناتمام	دارم می بینم	نمی بینم
حال التزامی	شاید ببینم	شاید نبینم
گذشته ساده	دیدم	ندیدم

گذشته استمراری	می دیدم	نمی دیدم
گذشته ناتمام	داشتم می دیدم	نمی دیدم
گذشته نقلی	دیده ام	ندیده ام
گذشته بعید	دیده بود	ندیده بود
گذشته التزامی	دیده باشم	ندیده باشم
آینده	خواهم دید	نخواهم دید

ক্রিয়ামূল বা রূপ (بن فعل): ফারসিতে ক্রিয়ামূল দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা: ১. বিভক্তিযুক্ত (Regular/weak verb) ও ২. বিভক্তিহীন ক্রিয়ামূল (Irregular/Strong verb)।

১. **বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়ামূল (افعال با قاعده):** যে ক্রিয়া ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী গঠিত হয় তাকে বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়ামূল বলে। সাধারণত এ ক্রিয়ামূলগুলো ক্রিয়ার বর্তমান রূপ বা (بن مضارع/حال)-এর সাথে (ست، اد، ت، د، ید) ইত্যাদি শব্দাংশ সহযোগে গঠিত হয়। যেমন–

نام مصدر	بن مضارع	تکواژ	فعل با قاعده
رسیدن	رس	ید	ریسد
افشاندن	افشان	د	افشاند
شکافتن	شکاف	ت	شکافت
ایستادن	ایست	اد	ایستاد
گریستن	گری	ست	گریست

(তাকি ও কামিয়ার, সৌরবর্ষ-১৩৮৩: ৩৭)

- **ব্যতিক্রম:** বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়ামূলের কিছু ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে ক্রিয়ার বর্তমান রূপের কিছুটা পরিবর্তন এনে বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়ামূল গঠন করা হয়। এরকম কিছু ব্যতিক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলো:

- কখনো কখনো বিভক্তিহীন ক্রিয়ামূল (افعال بی قاعده)-এর বর্তমান রূপের (ن) বিলুপ্ত করে অতীত রূপের সাথে (د) যুক্ত করে বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়ামূল গঠন করা হয়। যেমন–

نام مصدر	بن حال	افعال بی قاعده
آفریدن	آفرین (ن) + د	آفرید
چیدن	چین (ن) + د	چید
گزیدن	گزین (ن) + د	گزید

- কখনো কখনো শুধু ধ্বনিগত 'আ' এর স্থানে 'ও' পরিবর্তনের করে বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়ামূল গঠন করা হয়। যেমন–

نام مصدر	بن حال	فعل با قاعده
بردن	بَر	بُر

- কখনো (ج) এর স্থানে (ز) পরিবর্তন করে বর্তমান ক্রিয়ামূল গঠন করা হয়। যেমন–
آموختن- آموز- آموخت، پرداختن- پرداز- پرداخت

- ক্রিয়ার বর্তমান রূপের শেষে (ف) এর স্থানে (ب) পরিবর্তন করে বর্তমান ক্রিয়ামূল গঠন করা হয়। যেমন–
تافتن- تاب- تافت، شتافتب- شتاب- شتافت

- কখনো (ش) এর স্থানে (ر) পরিবর্তন করে বর্তমান ক্রিয়ামূল গঠন করা হয়। যেমন-
گذاشتن- گمار- گماشت، نگاشتن- نگار- نگاشت

- (ش) এর স্থানে (ج) পরিবর্তন করে বর্তমান ক্রিয়ামূল গঠন করা হয়। যেমন–
فروختن- فروش- فروخت، دوختن- دوش- دوخت

- ক্রিয়ার বর্তমান রূপের শেষে (ه) বিলুপ্ত করে এ ধরণের বর্তমান ক্রিয়ামূল গঠন করা হয়। যেমন–

خواستن- خواه- خواست، رَستن- رَه- رست

- ক্রিয়ার বর্তমান রূপের শেষে (و) বিলুপ্ত করে এ ধরণের বর্তমান ক্রিয়ামূল গঠন করা হয়। যেমন–

جستن- جو – جست، شستن – شو – شست

(বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়ামূলের তালিকা) جدول افعال با قاعده

مصدر	ستاک حال	ستاک گذشته/فعل با قایده
آراستن	آرا	آراست
آزمودن	آزما	آزمود
آموختن	آموز	آموخت
افزودن	افزا	افزود
انداختن	انداز	انداخت
باختن	باز	باخت
بخشیدن	بخش	بخشید
پسندیدن	پسند	پسندید
پرداختن	پرداز	پرداخت
توانستن	توان	توانست
ترسیدن	ترس	ترسید
جستن	جو	جست
جنبیدن	جنب	جنبید
چرخیدن	چرخ	چرخید
خواستن	خواه	خواست
خندیدن	خند	خنید
خوابیدن	خواب	خواب
دوختن	دوز	دوخت
داشتن	دار	داست

رقصیدن	رقص	رقصید
ریختن	ریز	ریخت
زیستن	زی	زیست
زادن	زا	زاد
ستودن	ستا	ستود
ساختن	ساز	ساخت
فهمیدن	فهم	فهمید
فروختن	فروش	فروخت
کاشتن	کاش	کاشت
کشیدن	کش	کشید
لرزیدن	لرز	لرزید
مالیدن	مال	مالید
ماندن	مان	ماند
نالیدن	نال	نالید
یافتن	یاب	یافت

(তাকি ও কামিয়ার, সৌরবর্ষ-১৩৮৩: ৩৭-৩৮)

২. বিভক্তিহীন ক্রিয়ামূল (افعال بی قاعده): যে ক্রিয়া ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী গঠিত হয় না তাকে বিভক্তিহীন ক্রিয়ামূল বলে। যেমন–

نام مصدر	فعل بی قاعده	بن ماضی
دیدن	بین	دید
آمدن	آ	آمد
شنیدن	شنو	شنید

جدول افعال بی قاعده (বিভক্তিহীন ক্রিয়ামূলের তালিকা)

نام مصدر	بن مضارع/فعل بی قاعده	بن ماضی
آمدن	آ	آمد
هستن	است/هست	هست
بودن	باش	بود
بستن	بند	بست
دیدن	بین	دید
پذیرفتن	پذیر	پذیرفت
پختن	پز	پخت
پیوستن	پیوند	پیوست
خاستن	خیز	خاست
دادن	ده	داد
رفتن	رو	رفت
زدن	زن	زد
سپردن	سپر	سپرد
شکستن	شکن	شکست
شمردن	شمار	شمرد
شنیدن	شنو	شنید
شدن	شو	شد
فشردن	فشار	فشرد
کاشتن	کار	کاشت
گردیدن	گرد	گردید
گفتن	گو	گفت
گرفتن	گیر	گرفت
مردن	میر	مرد

(তাকি ও কামিয়ার, সৌরবর্ষ-১৩৮৩: ৩৮-৩৯)

ক্রিয়ার ভাব (وجه فعل)

ক্রিয়ার যে অবস্থা দ্বারা ক্রিয়া সংঘটনের বা সম্পন্ন হওয়ার ধরণ বা রীতি প্রকাশ পায় তাকে ক্রিয়ার ভাব বলে। ফারসিতে ক্রিয়ার ভাব পাঁচ প্রকার। যথা-

১. নির্দেশক ভাব (وجه اخباری)
২. সংশয়সূচক ভাব (وجه التزامی)
৩. শর্ত বা সাপেক্ষ ভাব (وجه شرطی)
৪. অনুজ্ঞা ভাব (وجه امری)
৫. গুণবাচক বা বিশেষণাত্মক ভাব (وجه مصدری)

নির্দেশক ভাব: যে ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ার কালভেদে (বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ) সাধারণ ঘটনা বা কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা বুঝায় তাকে নির্দেশক ভাব বলে।

সাধারণ নির্দেশক ভাব:

বর্তমান কাল-

আলি টেলিভিশন দেখে।

علی تلویزیون تماشا می کند.

অতীত কাল–

হামিদ আপেল কিনল।

حامد سیب خرید.

ভবিষ্যৎ কাল–

আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে।

فردا دانشگاه تعطیل خواهد بود.

জিজ্ঞাসাসূচক ভাব:

বর্তমান কাল–

তারা কি আসবে?

آنها می آیند؟

অতীত কাল–

সে কি পৌঁছেছে?

او رسیده است؟

ভবিষ্যৎ কাল–

আগামীকাল কি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে?

فردا دانشگاه تعطیل خواهد بود؟

সংশয়সূচক ভাব: যে ক্রিয়া দ্বারা সাধারণত সন্দেহ, সংশয়, অনিশ্চয়তা প্রভৃতি ভাব নির্দেশ করে তাকে সংশয়সূচক ভাব বলে। যেমন–

সম্ভবত আলি যেয়ে থাকবে।

کاش علی رفته باشد.

উল্লেখ্য যে, অতীত কালের ক্ষেত্রে শুধু সংশয়সূচক অতীত কালের ক্ষেত্রে এ ভাব বিদ্যমান। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। যেমন–

সম্ভবত আলি যাচ্ছিল।

کاش علی می رفت.

সম্ভবত আলি গিয়েছিল।

کاش علی رفته بود.

ভবিষ্যৎ কালের সংশয়মূলক ভাব হয় না। তবে এক্ষেত্রে বর্তমান কালের সংশয়সূচক ভাব ব্যবহার করা হয়।

সাপেক্ষ ভাব: একটি ক্রিয়ার সংঘটন অন্য একটি ক্রিয়ার উপর নির্ভর করলে, নির্ভরশীল ক্রিয়াকে সাপেক্ষ ভাব বলে। সাধারণত ক্রিয়ার সাপেক্ষ ভাব که ،چنانکه ،اگر ،در صورتی প্রভৃতি শব্দ দ্বারা শুরু হয়। বাক্যের প্রথমাংশে শর্তারোপ বা (جمله شرطی) এবং দ্বিতীয়াংশে শর্তের বিবরণ থাকে। যেমন–

যদি চেষ্টা করো তবে সফল হবে।

اگر تلاش کنی، موفق می شوی.

যদি বসন্ত হতো তবে ফুল ফুটতো।

اگر بهار از راه رسید، گلها شکفته می شوند.

অনুজ্ঞা ভাব: যে ক্রিয়া দ্বারা আদেশ, নিষেধ, অনুরোধ, আর্শীবাদ বুঝায় তাকে অনুজ্ঞা ভাব বলে। যেমন–

আদেশাসূচক ভাব–

একবচন (مفرد)	বহুবচন (جمع)
পড় (بخوان)	পড়ুন (بخوانید)

নিষেধসূচকভাব–

একবচন (مفرد)	বহুবচন (جمع)
যাস না (نرو/مرو)	যেও না (نروید/مروید)

অনুরোধসূচক ভাব–

একবচন (مفرد)	বহুবচন (جمع)
দয়া করে শোন (لطفا گوش کن)	দয়া করে শুনুন (لطفا گوش کنید)

ক্রিয়া বিশেষণাত্মক ভাব: ক্রিয়ার অতীত রূপের সাথে হে (ه) যুক্ত করে কর্মবাচক বিশেষণ বা (صفت مفعولی) গঠন করা হয় এবং এটি যখন ক্রিয়াবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে ক্রিয়া বিশেষণাত্মক ভাব বলে। যেমন–

আমি চাচ্ছিলাম সেখানে যাব এবং তাকে দেখব।

من می خواستم به آنجا **بروم** و او را ببینم.

= من می خواستم به آنجا **رفته** (و) او را ببینم.

বইটা পড়লাম কিন্তু অর্থ বুঝলাম না।

کتاب را **خواندم** اما مطالبش را نفهمیدم.

= کتاب را **خوانده** (اما) مطالبش را نفهمیدم.

(তাকি ও কামিয়ার, সৌরবর্ষ-১৩৮৩: ৫৬-৫৭)

ক্রিয়াকে আরো দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ১. সরল ক্রিয়া (فعل ساده) ২. যৌগিক ক্রিয়া (فعل مرکب)

সরল ক্রিয়া: যেসব ক্রিয়া শুধু একটি শব্দ সংযোগে গঠিত হয় এবং যে শব্দটিকে বিশ্লেষণ করা যায় না তাকে সরল ক্রিয়া বলে। সাধারণত ক্রিয়ার কালভেদে দুটি রূপ দেখা যায়। নিম্নে ছকের সাহায্যে দেখানে হলো–

جدول فعل ساده

(সরল ক্রিয়ার তালিকা)

ستاک حال / مضارع (বর্তমান রূপ)	ستاک گذشته / ماضی (অতীত রূপ)	مصدر (ক্রিয়া)
(آ)		
آرا (ی)	آراست	آراستن (সাজানো)
آزار	آزرد	آزردن (কষ্ট দেওয়া)
آزما (ی)	آزمود	آزمودن (পরীক্ষা করা)
آسا (ی)	آسود	آسودن (প্রশান্তি লাভ করা)
آشام	آشامید	آشامیدن (পান করা)
آفرین	آفرید	آفریدن (সৃষ্টি করা)
آ (ی)	آمد	آمدن (আসা)
آلای	آلود	آلودن (দূষিত করা)
آموز	آموخت	آموختن (শিক্ষা দেওয়া)
آمیز	آمیخت	آمیختن (মেশানো)
آور	آورد	آوردن (আনা)
آویز	آویخت	آویختن (ঝুলানো)
(ا)		

افتادن (পতিত হওয়া)	افتاد	افت
افراشتن (উত্তোলন করা)	افراشت	افراز
افزودن (বৃদ্ধি করা)	افزود	افزا (ی)
افشردن (চাপ দেওয়া)	افشرد	افشر
افکندن (সজোরে নিক্ষেপ করা)	افکند	افکن
انجامیدن (সম্পন্ন হওয়া)	انجامید	انجام
انداختن (নিক্ষেপ করা)	انداخت	انداز
اندوختن (জমা করা)	اندوخت	اندوز
اندیشیدن (চিন্তা করা)	اندیشید	اندیش
ایستادن (দাঁড়ানো)	ایستاد	ایست
(ب)		
بازیدن (খেলা করা)	بازید	باز
باختن (হেরে যাওয়া)	باخت	باز
باریدن (বর্ষিত হওয়া)	بارید	بار
بالیدن (গৌরব করা)	بالید	بال
بخشیدن (ক্ষমা করা)	بخشید	بخش
بُردن (বহন করা)	برید	بُر
بُریدن (কর্তন করা)	برید	بر
بَستن (বাঁধা)	بست	بند
بودن (হওয়া)	بود	باش
بوسیدن (চুম্বন করা)	بوسید	بوس
بوییدن (গন্ধ নেওয়া)	بوید	بو (ی)
(پ)		
پاشیدن (ছিটানো)	پاشید	پاش
پالودن (শোধন করা)	پالود	پالا (ی)

پُختن (রান্না করা)	پخت	پز
پَذیرفتن (গ্রহণ করা)	پذیرفت	پذیر
پَراکندن (ছত্রভঙ্গ করা)	پراکند	پراکن
پَرداختن (প্রদান করা)	پرداخت	پرداز
پُرسیدن (জিজ্ঞাসা করা)	پرسید	پرس
پَرستیدن (ইবাদত করা)	پرستید	پرست
پَروردن (প্রতিপালন করা)	پرورد	پرور
پَریدن (ওড়া)	پرید	پر
پسندیدن (পছন্দ করা)	پسندید	پسند
پِنداشتن (মনে করা)	پنداشت	پندار
پِیمودن (পরিমাপ করা)	پیمود	پیما (ی)
پیچیدن (পেঁচানো)	پیچید	پیچ
پوشیدن (পরিধান করা)	پوشید	پوش
پِیوستن (যুক্ত করা)	پیوست	پیوند
(ت)		
تاختن (আক্রমণ করা)	تاخت	تاز
تافتن (উত্তপ্ত করা)	تافت	تاب
تَرسیدن (ভয় পাওয়া)	ترسید	ترس
تَرسانیدن (ভয় দেখানো)	تردانید	ترسان
توانستن (সক্ষম হওয়া)	توانست	توان
تَنیدن (বস্ত্র বোনা/সুতা কাটা)	تنید	تن
(ج)		
جُستن (খোঁজ করা)	جست	جو
جَنگیدن (যুদ্ধ করা)	جنگید	جنگ
جوشیدن (ফুটানো)	جوشید	جوش

جَهیدن (লাফালাফি করা)	جهید	جه
(چ)		
چاپیدن (করা আত্মসাৎ)	چاپید	چاپ
چَرخیدن (ঘোরা)	چرخید	چرخ
چَرخاندن (ঘোরানো)	چرخاند	چرخان
چَسبیدن (লেগে থাকা)	چسبید	چسب
چَسباندن (লাগানো)	چسباند	چسبان
چَشیدن (স্বাদ গ্রহণ করা)	چشید	چش
چَریدن (চরে বেড়ানো)	چرید	چر
(خ)		
خَرامیدن (স্বগর্ভে পথ চলা)	خرامید	خرام
خَریدن (ক্রয় করা)	خرید	خر
خَزیدن (হামাগুড়ি দিয়ে চলা)	خزید	خز
خُفتن (ঘুমানো)	خفت	خواب
خوابیدن (ঘুমানো)	خوابید	خواب
خَندیدن (হাসা)	خندید	خند
خنداندن (হাসানো)	خنداند	خندان
خمیدن (বাঁকানো)	خمید	خم
خواندن (পড়া)	خواند	خوان
خوردن (খাওয়া)	خورد	خور
خورانیدن (খাওয়ানো)	خورانید	خوران
خواستن (চাওয়া)	خواست	خواه
خُشکیدن (শুকানো)	خشکید	خشک
(د)		
دادن (দেওয়া)	داد	ده

دِرخشیدن (আলোকিত হওয়া)	درخشید	درخش
دانستن (জানা)	دانست	دان
داشتن (থাকা)	داشت	دار
دُزدیدن (চুরি করা)	دزدید	دزد
دَریدن (ছিঁড়ে ফেলা)	درید	در
دوختن (সেলাই করা)	دوخت	دوز
دَویدن (দৌড়ানো)	دوید	دو
دیدن (দেখা)	دید	بین
(ر)		
رِسیدن (পৌঁছা)	رسید	رس
راندن (চালানো)	راند	ران
رُبودن (অপহরণ করা/ছিনতাই)	ربود	ربا (ی)
رُستن (জন্মানো)	رست	روی
رَفتن (যাওয়া)	رفت	رو
رُفتن (ঝাড়ু দেওয়া)	رفت	روب
رَقصیدن (নাচা)	رقصید	رقص
رَقصاندن (নাচানো)	رقصاند	رقصان
رَمیدن (আতঙ্কিত হওয়া)	رمید	رم
ریختن (ছিটানো/ছড়ানো)	ریخت	ریز
رنجیدن (মনঃক্ষুন্ন হওয়া)	رنجید	رنج
رَهانیدن (মুক্তি দেওয়া)	رهانید	رهان
(ز)		
زَدن (আঘাত করা)	زد	زن
زادن (জন্ম দেওয়া)	زاد	زه
زاریدن (বিলাপ করা)	زارید	زار
زَنگیدن (ঘন্টা বাজানো)	زنگید	زنگ

زیستن (বেঁচে থাকা)	زیست	زی
(س)		
سَنجیدن (ওজন/তুলনা করা)	سنجید	سنج
ساختن (তৈরী করা)	ساخت	ساز
سِپُردن (জমা রাখা)	سپرد	سپار
سُتودن (প্রশংসা করা)	ستود	ستا (ی)
سَراییدن (আবৃত্তি করা)	سرایید	سرای
سرودن (গান গাওয়া)	سرود	سرای
سُریدن (পিছলে যাওয়া)	سرید	سر
سوختن (পুড়ে যাওয়া)	سوخت	سوز
سودن (ঘষা/মসৃণ করা)	سود	سا (ی)
سَتیزیدن (ঝগড়া করা)	ستیزید	ستیز
(ش)		
شایستن (যোগ্য/উপযুক্ত হওয়া)	شایست	شای
شتافتن (তাড়াতাড়ি /দ্রুত করা)	شتافت	شتاب
شُدن (হওয়া)	شد	شو
شُستن (ধৌত করা)	شست	شوی
شِکفتن (প্রস্ফুটিত হওয়া)	شکفت	شکف
شِکستن (ভাঙা)	شکست	شکن
شُمردن (গণনা করা)	شمرد	شمار
شناختن (চিহ্নিত করা)	شناخت	شناس
شنیدن (শোনা)	شنید	شنو
(ط)		
طَلبیدن (আহবান/তলব করা)	طلبید	طلب
(ف)		
فِرستادن (পাঠানো)	فرستاد	فرست

فَرمودن (আদেশ করা)	فرمود	فرما (ی)
فُروختن (বিক্রয় করা)	فروخت	فروش
فَريفتن (প্রতারণা করা)	فريفت	فريب
فِشردن (চাপ দেওয়া)	فشرد	فشر/فشار
فَهميدن (উপলব্ধি করা)	فهميد	فهم
(ک)		
كاشتن (বপন করা)	كاشت	كار
كردن (করা)	كرد	كن
كُشتن (হত্যা করা)	كشت	كش
كِشيدن (টানা/আঁকা)	كشيد	كش
گفتن (বলা)	گفت	گو
كندن (খনন করা)	كند	كن
كوبيدن (গুঁড়া করা)	كوبيد	كوب
كوشيدن (পরিশ্রম করা)	كوشيد	كوش
(گ)		
گذاشتن (রাখা)	گذاشت	گذار
گذشتن (অতিক্রম করা)	گذشت	گذر
گرداندن (ঘোরানো)	گرداند	گردان
گرديدن (ঘোরা)	گرديد	گرد
گِرفتن (ধরা)	گرفت	گير
گريختن (পালিয়ে যাওয়া)	گريخت	گريز
گزاردن (সম্পন্ন করা)	گزارد	گزار
گزيدن (নির্বাচন করা)	گزيد	گزين
گزيدن (কামড়ানো)	گزيد	گز
گشودن (ডানা মেলা)	گشود	گشا(ی)

گشتن (টহল দেওয়া)	گشت	گرد
گفتن (বলা)	گفت	گو
گماشتن (নিয়োগ দেওয়া)	گماشت	گمار
(ل)		
لاییدن (ঘেউ ঘেউ করা)	لایید	لا (ی)
لَرزیدن (কাঁপা)	لرزید	لرز
لَرزانیدن (কাঁপানো)	لرزانید	لرزان
لَغزیدن (পিছলে যাওয়া)	لغزید	لغز
لیسیدن (লেহন করা)	لیسید	لیس
لَنگیدن (খুঁড়িয়ে চলা)	لنگید	لنگ

যৌগিক ক্রিয়া: যেসব ক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে একাধিক শব্দ পাওয়া যায় তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যৌগিক ক্রিয়ার প্রথম অংশে থাকে বিশেষ্য বা বিশেষণ পরবর্তী অংশে থাকে ক্রিয়া। পরের অংশের অতীত বা বর্তমান রূপ নির্ণয় করে ক্রিয়া গঠন করা হয়। নিম্নে যৌগিক ক্রিয়ার তালিকা দেওয়া হলো:

جدول فعل مرکب

(যৌগিক ক্রিয়ার তালিকা)

(آ)	
آباد کردن (বাসযোগ্য করা)	آتش زدن (আগুন জ্বালানো)
آرام گرفتن (বিশ্রাম নেওয়া)	آرزو کردن (আশা করা)
آزاد کردن (মুক্ত করা)	آزمایش کردن (পরীক্ষা করা)
آشنا شدن (পরিচিত হওয়া)	آغاز کردن (শুরু করা)
آگاه کردن (অবহিত করা)	آماده کردن (প্রস্তুত করা)
آواز خواندن (গান গাওয়া)	

(ا)	
ابداع کردن (আবিষ্কার করা)	اتفاق افتادن (ঘটা)
اجاره کردن (ভাড়া করা)	اجاره دادن (ভাড়া দেওয়া)
اجتناب کردن (পরিহার করা)	احترام گذاشتن (সম্মান করা)
احتیاج داشتن (প্রয়োজন হওয়া)	احساس کردن (অনুভব করা)
اختراع کردن (উদ্ভাবন করা)	اداره کردن (পরিচালনা করা)
ادامه دادن (অব্যাহত রাখা)	اذیت کردن (কষ্ট দেওয়া/বিরক্ত করা)
استراحت کردن (বিশ্রাম করা)	استفاده کردن (ব্যবহার করা)
ازدواج کردن (বিবাহ করা)	اشتباه کردن (ভুল করা)
اضافه کردن (যুক্ত করা)	اطاعت کردن (আনুগত্য করা)
اعتراض کردن (প্রতিবাদ করা)	اعلام کردن (ঘোষণা করা)
افزایش یافتن (বৃদ্ধি পাওয়া)	اقدام کردن (পদক্ষেপ গ্রহণ করা)
امتحان کردن (পরীক্ষা করা)	امضا کردن (স্বাক্ষর করা)
انتخاب کردن (বাছাই করা)	انجام دادن (সম্পন্ন করা)
اهمیت دادن (গুরুত্ব দেওয়া)	ایجاد کردن (সৃষ্টি করা)
(ب)	
بار آوردن (ফলপ্রসূ করা)	بار گرفتن (গর্ভবতী হওয়া)
بار کردن (বোঝাই করা)	باز شدن (উন্মুক্ত হওয়া)
باز گرداندن (ফিরিয়ে আনা)	باز گشتن (ফিরে আসা)
باز یافتن (ফিরে পাওয়া)	باز ماندن (বিরত থাকা)
باز کردن (খোলা)	باسواد کردن (শিক্ষিত করা)
باسواد شدن (শিক্ষিত হওয়া)	بال زدن (ডানা মেলা)
برباد کردن (নষ্ট করা)	برتن کردن (পরিধান করা)
بر چیدن (ফুল তোলা)	بررسی کردن (পর্যালোচনা করা)

بر قرار کردن (প্রতিষ্ঠা/স্থাপন করা)	برق زدن (বিদ্যুৎ চমকানো)
از بر خواندن (মুখস্থ করা)	بر انداختن (উৎখাত করা)
بر آوردن (পূরণ করা/চাহিদা মেটানো)	بر خاستان (উত্থান করা)
بر داشتن (তুলে নেওয়া)	بس کردن (বন্ধ করা)
بلع کردن (গিলে ফেলা)	بلند شدن (বসা থেকে ওঠা)
بنأ کردن (নির্মাণ করা)	بنأ گذاشتن (ভিত্তি স্থাপন করা)
بهره بردن (লাভবান হওয়া)	بیهوش شدن (অজ্ঞান হওয়া)
بیهوش کردن (অজ্ঞান করা)	به یاد آمدن (স্মরণে আসা)
به یاد آوردن (স্মরণ করিয়ে দেওয়া)	بیدار شدن (জাগ্রত হওয়া)
بیدار کردن (জাগ্রত করা)	بیدار ماندن (জাগ্রত থাকা)
(پ)	
پاسخ دادن (উত্তর দেওয়া)	به پایان رسیدن (সমাপ্ত হওয়া)
پخش کردن (প্রকাশ করা)	پدیدار شدن (দৃশ্যমান হওয়া)
پر زدن (ডানা ঝাঁপটানো)	پژوهش کردن (গবেষণা করা)
پلک زدن (চোখ মারা)	پاک کردن (পরিষ্কার করা)
پرداخت کردن (বেতন দেওয়া)	پرهیز کردن (সংযম করা/বিরত থাকা)
پریشان کردن (হতাশ করা)	پریشان گفتن (প্রলাপ বকা/অগোছালো কথা বলা)
پس افتادن (পিছিয়ে পড়া)	پس دادن (ফিরিয়ে দেওয়া)
پس رفتن (পেছনে যাওয়া)	پس گرفتن (ফিরিয়ে নেওয়া)
پنهان کردن (লুকিয়ে রাখা)	پوست کندن (খোসা ছাড়ানো)
پهن کردن (প্রশস্ত করা)	پهن شدن (বিস্তৃত হওয়া)
پی کردن (পশ্চাদানুসরণ করা)	پی بردن

	(কোন ঘটনা/আলামত বুঝতেপারা)
پیاده شدن (অবতরণ করা)	پیاده کردن (নামানো)
پیدا کردن (খুঁজে পাওয়া)	پیش آمدن (সামনে আসা)
پیش افتادن (অগ্রবর্তী হওয়া)	پیش بردن (জয়লাভ করা)
پیروز شدن (বিজয়ী হওয়া)	پیشرفت کردن (উন্নতি/অগ্রগতি করা)
پیشنهاد کردن (প্রস্তাব করা)	پینه زدن (শার্ট/জুতায় তালি দেওয়া)
(ت)	
تأثیر کردن (প্রভাবিত করা)	تأسیس کردن (প্রতিষ্ঠা করা)
تبرید کردن (ঠান্ডা করা)	تبریک گفتن (অভিনন্দন জানানো)
تحصیل کردن (শিক্ষা অর্জন করা)	تخلیه کردن (অপসারণ করা)
تحلیل کردن (বিশ্লেষণ করা)	تحمل کردن (সহ্য করা)
تحویل دادن (অর্পণ/হস্তান্তর করা)	تحویل گرفتن (গ্রহণ করা)
ترجیح دادن (প্রাধান্য দেওয়া)	ترک کردن (ত্যাগ করা)
تشکیل دادن (গঠন করা)	تشویق کردن (উৎসাহিত করা)
تصحیح کردن (সংশোধন করা)	تصمیم گرفتن (সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা)
تعجب شدن (বিস্মিত হওয়া)	تعجب کردن (বিস্মিত করা)
تعریف کردن (বর্ণনা করা)	تغییر کردن (পরিবর্তন করা)
تقاضا کردن (অনুরোধ করা)	تکان دادن (নাড়া দেওয়া)
تکرار کردن (পুনরাবৃত্তি করা)	تکیه دادن (হেলান দেওয়া)
تلاش کردن (চেষ্টা করা)	تماشا کردن (উপভোগ করা)
تمام کردن (সম্পন্ন করা)	تمام شدن (সম্পন্ন হওয়া)
تمرین کردن (অনুশীলন/চর্চা করা)	تقسیم کردن (ভাগ করা)
تنظیم کردن (সুশৃঙ্খল করা)	توصیف کردن (প্রশংসা করা)

تهدید کردن (হুমকি দেওয়া)	تهیه کردن (প্রস্তুত করা)
(ث)	
ثابت کردن (প্রমাণ করা)	
(ج)	
جا به جا کردن (স্থানান্তর করা)	جا انداختن (খাপ খাওয়ানো)
جا گرفتن (জায়গা নেওয়া)	جارو کردن (ঝাড়ু দেওয়া)
جبران کردن (ক্ষতিপূরণ দেওয়া)	جدا کردن (পৃথক করা)
جریان بودن (অব্যাহত থাকা)	جیغ کشیدن (আর্তনাদ/চিৎকার করা)
جستجو کردن (অনুসন্ধান করা)	جشن گرفتن (উৎসব পালন করা)
جلب کردن (আকৃষ্ট করা)	جمع کردن (জমা করা/একত্র করা)
جواب دادن (উত্তর দেওয়া)	
(چ)	
چاپ کردن (প্রকাশ করা/ছাপান)	چاخان کردن (চাপাবাজি করা/ঠকানো)
چشم زدن (কু-দৃষ্টিতে তাকানো)	چشمک زدن (ইশারা করা)
(ح)	
حادث شدن (সংঘটিত হওয়া)	حاضر شدن (উপস্থিত হওয়া)
حاضر کردن (উপস্থিত করা)	حدس زدن (অনুমান করা)
حذف کردن (উহ্য রাখা/বাদ দেওয়া)	حساب کردن (হিসাব/গণনা করা)
حرص زدن (লোভ করা)	حرف زدن (কথা বলা)
حفاظت کردن (সংরক্ষণ করা)	حفظ کردن (মুখস্থ করা)
حکم دادن (আদেশ দেওয়া)	حل کردن (সমাধান করা)
حمله کردن (আক্রমণ/হামলা করা)	
(خ)	
خرج کردن (খরচ করা)	خلق کردن (সৃষ্টি করা)
خواهش کردن (অনুরোধ করা)	خبر دادن (খবর দেওয়া)

خبر شدن (জানাজানি হওয়া/প্রকাশ পাওয়া)	خبر گرفتن (খবর নেওয়া)
خشک کردن (শুকানো)	خشم کردن (রাগান্বিত করা)
خشم شدن (রাগান্বিত হওয়া)	خط کشیدن (দাগ টানা)
خفه کردن (শ্বাসরুদ্ধ করা)	خفه شدن (শ্বাস রুদ্ধ হওয়া)
خنک شدن (ঠান্ডা হওয়া)	خنک کردن (ঠান্ডা করা)
خیال کردن (চিন্তা করা)	
(د)	
داد خواستن (ন্যায়বিচার চাওয়া)	داد زدن (চিৎকার করা)
داغ زدن (দাগ দেওয়া)	داغ شدن (গরম হওয়া)
داغ کردن (গরম করা)	داوری کردن (বিচার করা)
در زدن (দরজা নক করা)	در آمدن (উদিত হওয়া)
در بردن (বিপদ থেকে রক্ষা করা)	در آوردن (বের করে আনা)
درد کشیدن (ব্যাথা পাওয়া)	درز گرفتن (সেলাই করা)
در کشیدن (গুটিয়ে ফেলা)	در گذشتن (মৃত্যুবরণ করা)
درمان کردن (চিকিৎসা করা)	درو کردن (শস্য কাটা)
دریغ داشتن (از) (প্রত্যাখান করা)	دزدی کردن (চুরি করা)
دستگیر کردن (বন্দি করা)	دستگیر شدن (বন্দি হওয়া)
دراز کردن (প্রশস্ত করা)	دستور دادن (নির্দেশ দেওয়া)
دسته بندی کردن (শ্রেণিবিন্যাস করা)	دسیسه کردن (ষড়যন্ত্র করা)
دشنام دادن (গালি দেওয়া/দুর্নাম করা)	دعا کردن (দোয়া করা)
دعوا کردن (ঝগড়া করা)	دعوت کردن (নিমন্ত্রণ করা)
دل بستن (ভালবাসা/পছন্দ করা)	دلتنگ شدن (হতাশ হওয়া)
دنبال کردن (অনুসরণ করা)	(به) دنیا آمدن (জন্মগ্রহণ করা)
(از) دنیا رفتن (মৃত্যুবরণ করা)	دوش گرفتن (গোসল করা)

دیدار کردن (সাক্ষাত করা)	دیر آمدن (দেরিতে আসা)
دست زدن (চড় মারা)	
دیر کردن (দেরি করা)	دیر شدن (দেরি হওয়া)
دیکته کردن (শ্রুতি লিপি লিখন)	دیوار کشیدن (প্রাচীর তৈরী করা)
(ذ)	
ذکر کردن (উল্লেখ করা)	ذلیل کردن (অপমান/অপদস্থ করা)
ذوب کردن (গলানো)	ذوب شدن (গলে যাওয়া)
(ر)	
راست کردن (সঠিক করা)	راست گفتن (সত্য বলা)
راضی شدن (রাজি হওয়া)	راضی کردن (রাজি করা)
رام کردن (পোষ মানানো)	راه افتادن (যাত্রা শুরু করা)
راه رفتن (পথ চলা)	رهنمایی کردن (পথ প্রদর্শন করা)
رأی دادن (মতামত দেওয়া)	رخصت گرفتن (ছুটি নেওয়া)
رعد زدن (বজ্রপাত হওয়া)	رقاصی کردن (নৃত্য করা)
رقص کردن (নাচা)	رنج بردن (কষ্ট ভোগ করা)
رنگ کردن (রং করা)	رنگ زدن (রং করা)
رواج دادن (প্রচলন করা)	روایت کردن (বর্ণনা করা)
روزه گرفتن (রোজা রাখা)	روزه خوردن (রোজা ভাঙা)
روشن کردن (আলো জ্বালানো)	رویت کردن (দেখা করা)
رها کردن (মুক্ত করা/ছেড়ে দেওয়া)	رها شدن (মুক্ত হওয়া)
(ز)	
زبان زدن (স্বাদ গ্রহণ করা)	زجر دادن (যন্ত্রণা দেওয়া)
زحمت دادن (কষ্ট দেওয়া)	زحمت کشیدن (কষ্ট করা)
زن دادن (বিয়ে করানো)	زنده کردن (জীবিত করা)

زنده شدن (জীবিত হওয়া)	زندگی گردن (জীবন-যাপন করা)
زور دادن (চাপ দেওয়া)	
(س)	
ساز کردن (প্রস্তুত/সুবিন্যস্ত করা)	ساکت کردن (শান্ত করা)
ساکن شدن (বসতি স্থাপন করা)	سبک گرفتن (হালকাভাবে নেওয়া)
سپاس کردن (কৃতজ্ঞতা জানানো)	سخت شدن (কঠিন হওয়া)
سخت کردن (কঠিন করা)	سخن راندن (বক্তৃতা করা)
سخن گفتن (কথা বলা)	سد بستن (বাঁধ নির্মাণ করা)
سد کردن (পথ বন্ধ করা)	سراغ داشتن (জানা)
سراغ کردن (অনুসন্ধান করা)	سرپیچی کردن (বিদ্রোহ করা/অবাধ্য হওয়া)
سرخ شدن (লাল হওয়া)	سرخ کردن (রঞ্জিত করা)
سرعت گرفتن (গতি বৃদ্ধি করা)	سرفه کردن (কাশি দেওয়া)
سرنگون کردن (পতন ঘটানো)	سستی کردن (আলসেমি করা)
سفارش کردن (সুপারিশ করা)	سفارش دادن (ফরমায়েশ দেওয়া)
سفاهت کردن (বোকামি করা)	سفید کردن (চুনকাম করা)
سقوط کردن (পতিত হওয়া)	سکسکه کردن (হেঁচকি তোলা)
سکونت کردن (বসবাস করা)	سلام کردن (সালাম করা)
سوار شدن (আরোহন করা/চড়া)	سوت زدن (হুইসেল দেওয়া)
سوراخ کردن (ছিদ্র করা)	سوراخ شدن (ছিদ্র হওয়া)
سوزن زدن (ইনজেকশন দেওয়া)	سوگند خوردن (শপথ করা)
سوگند دادن (কসম দেওয়া)	سوگواری کردن (শোক প্রকাশ করা)
سهل کردن (সহজ করা)	سهل گرفتن (সহজভাবে গ্রহণ করা)
سهو کردن (ভুল করা)	سیر کردن (পরিতৃপ্ত করা)
سیر شدن (পরিতৃপ্ত হওয়া)	سیر خوردن (পেট ভরে খাওয়া)
سیلی خوردن (থাপ্পড় খাওয়া)	سیلی زدن (চপেটাঘাত করা)

Dhaka University Institutional Repository

سیگار کشیدن (ধূমপান করা)	سیم کشیدن (তার টানানো)
سینه زدن (বুক চাপড়ানো)	
(ش)	
شاد شدن (খুশি হওয়া)	شاد کردن (খুশি করা)
شادباش کردن (ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা)	شادی کردن (আনন্দ করা)
شاش بند شدن (প্রস্রাব বন্ধ হওয়া)	شام خوردن (রাতের খাবার খাওয়া)
شامل کردن (অর্ন্তভুক্ত করা)	شامل شدن (অর্ন্তভুক্ত হওয়া)
شانه زدن (চুল আঁচড়ানো)	شتاب کردن (তাড়াহুড়া/দ্রুত করা)
شخ کردن (খাড়া করা)	شرشر کردن (মড় মড় শব্দ করা)
شر شر کردن (তরল পদার্থ প্রবাহিত হওয়া)	شرط بندی کردن (বাজী ধরা)
شرم داشتن (লজ্জিত হওয়া)	شرمسار کردن (লজ্জা দেওয়া)
شروع کردن (শুরু করা)	شروع شدن (শুরু হওয়া)
شریک شدن (অংশগ্রহণ করা)	شستشو کردن (ধৌত করা)
شعر ساختن (কবিতা লেখা)	شعله زدن (দাউদাউ করে জ্বলা)
شفا دادن (রোগমুক্ত করা)	شفا یافتن (আরোগ্য লাভ করা)
شفاعت کردن (সুপারিশ করা)	شکار شدن (শিকার হওয়া)
شکار کردن (শিকার করা)	شکست خوردن (পরাজিত হওয়া)
شکست دادن (পরাজিত করা)	شکوفه کردن (অঙ্কুরিত হওয়া)
شُل کردن (পঙ্গু করে দেওয়া)	شنا کردن (সাঁতার কাটা)
شوخی کردن (ঠাট্টা/রসিকতা করা)	شوهر دادن (বিবাহ দেওয়া)
شهید شدن (শহিদ হওয়া)	شیار کردن (হাল চাষ করা)
شیطانی کردن (দুষ্টুমি করা)	
(ص)	
صابون زدن (সাবান লাগানো)	صادر کردن (রপ্তানি করা)
صاف کردن (পরিচ্ছন্ন করা)	صبر کردن (ধৈর্য ধারণ করা)

Dhaka University Institutional Repository

صحافی کردن (বই বাঁধাই করা)	صحبت کردن (কথা বলা)
صرف کردن (ব্যয় করা)	صفیر زدن (শিস দেওয়া)
صلیب کردن (ক্রুশবিদ্ধ করে মারা)	صواب کردن (ভাল/নেক কাজ করা)
صیقل دادن (পালিশ করা)	صدا کردن (ডাকা)
(ض)	
ضایع کردن (নষ্ট করা)	ضبط کردن (জব্দ করা/বাজেয়াপ্ত করা)
(ط)	
طمع بردن (আশা ছেড়ে দেওয়া)	طمع کردن (লোভ করা)
طناب انداختن (ফাঁসির রশিতে ঝুলানো)	طول کشیدن (দীর্ঘস্থায়ী হওয়া)
طلوع کردن (উদিত হওয়া)	طی کردن (পথ চলা)
(ظ)	
ظاهر شدن (প্রকাশ পাওয়া)	ظاهر کردن (প্রকাশ করা)
ظلم کردن (কারোর ওপর অত্যাচার করা)	
(ع)	
عاریه دادن (ধার দেওয়া)	عاریه گرفتن (ঋণ নেওয়া)
عبادت کردن (প্রার্থনা করা)	عجب داشتن (বিস্মিত হওয়া)
عجله کردن (দ্রুত করা)	عذاب دادن (কষ্ট দেওয়া)
عذاب کردن (নির্যাতন করা)	عذر خواستن (ক্ষমা চাওয়া/দুঃখ প্রকাশ করা)
عزا گرفتن (শোক পালন করা)	عزیز داشتن (স্নেহ করা)
عصبانی کردن (উত্তেজিত/রাগান্বিত করা)	عصبانی شدن (উত্তেজিত/রাগান্বিত হওয়া)
عطسه کردن/زدن (হাঁচি দেওয়া)	عادت کردن (অভ্যস্ত হওয়া)
عبور کردن (অতিক্রম করা)	عقب ماندن (পিছনে পড়ে থাকা)
علاقه داشتن (আগ্রহ থাকা)	عوض کردن (পরিবর্তন করা)

Dhaka University Institutional Repository

(از) عیب گرفتن (কারোর দোষ ধরা)	عینک زدن (চশমা ব্যবহার করা)
(غ)	
غارت کردن (লুণ্ঠন করা)	غار غار کردن (কাক ডাকা)
غافل کردن (বোকা বানানো)	غافل گرفتن (চমকে দেওয়া)
غایب شدن (অনুপস্থিত থাকা)	غایب کردن (গোপন করা)
غرس کردن (রোপন করা)	غرش کردن (গর্জন করা)
غصه خوردن (দুঃখিত হওয়া)	غل زدن (পানি ফোটা)
غلط کردن (ভুল করা)	غلغل کردن (শোরগোল করা)
غم خوردن (ব্যথিত হওয়া)	
(ف)	
فاتح شدن (বিজয়ী হওয়া)	فاش شدن (ফাঁস হওয়া)
فحش دادن (গালি দেওয়া)	فخر کردن (গর্ব করা)
فدا کردن (উৎসর্গ করা)	فرا خواندن (ডেকে পাঠান)
فرا رسیدن (ঘনিয়ে আসা)	فرا گرفتن (শিক্ষা করা)
فرار کردن (পালিয়ে যাওয়া)	فراموش کردن (ভুলে যাওয়া)
فراهم آمدن (একত্র হওয়া)	فراهم آوردن (একত্র করা)
فرق گذاشتن (পার্থক্য করা)	فرو بردن (গিলে ফেলা)
فرو رفتن (ডুবে যাওয়া)	فرو ریختن (ধ্বসে যাওয়া)
فرو ماندن (কোন কাজ করতে অক্ষম হওয়া)	فرو نشستن (বসে যাওয়া)
فرود آمدن (নিচে নেমে আসা)	فریاد کردن (চিৎকার করা)
فریب خوردن (ধোঁকা খাওয়া)	فضیحت کردن (অপমানিত করা)
فکر کردن (চিন্তা করা)	فلج کردن (অবশ করানো)
فلوت زدن (বাঁশি বাজানো)	فنا شدن (বিলীন হওয়া)
فوت کردن (মৃত্যুবরণ করা)	

Dhaka University Institutional Repository

(ق)	
قاب گرفتن (ফ্রেমে বাঁধাই করা)	قادر کردن (সক্ষম করা)
قالب کردن (আকৃতি দান করা)	قانع شدن (তৃপ্ত হওয়া)
قانع کردن (তুষ্ট করা)	قایم کردن (প্রতিষ্ঠিত করা)
قبول کردن (গ্রহণ করা)	قد گرفتن (পরিমাপ করা)
قدم زدن (হাঁটা)	قرار گذاشتن (স্থাপন করা)
قربان کردن (কোরবানি করা)	قرض دادن (ঋণ দেওয়া)
قرض گرفتن (ঋণ করা)	قرعه کشیدن (লটারী করা)
قرمز کردن (লাল করা)	قسم خوردن (শপথ করা)
قسمت کردن (ভাগ করা)	قصد داشتن (উদ্দেশ্য থাকা)
قطار کردن (সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো)	قلب کردن (উল্টে দেওয়া)
(ک)	
کار کردن (কাজ করা)	کامل کردن (সম্পূর্ণ করা)
کامیاب شدن (কৃতকার্য/সফল হওয়া)	کپیه کردن (কপি/নকল করা)
کتک زدن (প্রহার/আঘাত করা)	کتک خوردن (মার খাওয়া)
کثیف کردن (নোংরা করা)	کج کردن (বাঁকা করা)
کشتی راندن (জাহাজ চালানো)	کف زدن (হাততালি দেওয়া)
کم شدن (হ্রাস পাওয়া)	کم کردن (হ্রাস করা)
کوتاه شدن (ছোট হওয়া)	کود دادن (সার দেওয়া)
کور شدن (অন্ধ হয়ে যাওয়া)	کور کردن (অন্ধ করে ফেলা)
(گ)	
گاز گرفتن (কামড় দেওয়া)	گام برداشتن (হাঁটা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা)
گدایی کردن (ভিক্ষা করা)	گرامی داشتن (শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা)
گران کردن (মূল্য বৃদ্ধি করা)	گران شدن (মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া)

Dhaka University Institutional Repository

گرد کردن (গোলাকার করা)	گردن زدن (শিরশ্ছেদ করা)
گرفتار کردن (বন্দী করা)	گره زدن (গিঁট দেওয়া)
گریه کردن (ক্রন্দন করা/কাঁদা)	گریه انداختن (কাঁদানো)
گفتگو کردن (কথাবার্তা বলা)	گل چیدن (ফুল তোলা)
گمان کردن (মনে করা)	گمراه شدن (পথভ্রষ্ট হওয়া)
گمراه کردن (বিপথগামী করা)	گناه کردن (পাপ/গুনাহ করা)
گواه آوردن (সাক্ষ্য দেওয়া)	(به) گور کردن (কবর দেওয়া)
گیج شدن (হতবুদ্ধি হওয়া)	گیج کردن (হতবুদ্ধি করে দেওয়া)
گیر افتادن (ধরা পড়া)	گیر انداختن (ফাঁদে আটকানো)
گیر کردن (আটকে পড়া)	
(ل)	
لابه کردن (তোষামোদ করা)	لازم شدن (অপরিহার্য হওয়া)
لازم داشتن (প্রয়োজন হওয়া)	لاغر شدن (চিকন হওয়া)
لاف زدن (অহংকার করা)	لب زدن (স্বাদ নেওয়া)
لبخند زدن (মুচকি হাসা)	لبریز شدن (উপচে পড়া)
لذت بردن (উপভোগ করা)	لطف کردن (দয়া করা)
لعنت کردن (অভিশাপ দেওয়া)	لطمه خوردن (আঘাত পাওয়া)
لغزش خوردن (পিছলে পড়া)	لفاف کردن (মোড়ানো)
لنگ کردن (খোঁড়া করে দেওয়া)	لول زدن (এপাশ ওপাশ করা)
له کردن (ধ্বংস করা)	لیز خوردن (পিছলে পড়া)
(م)	
ماتم گرفتن (শোক প্রকাশ করা)	مأیوس شدن (হতাশ হওয়া)
مبتلا کردن (প্রভাবিত করা)	متوجه شدن (উপলব্ধি করা)
متّهم کردن (অভিযুক্ত করা)	مچاله کردن (চূর্ণ-বিচূর্ণ করা)
مذاکره کردن (আলোচনা করা)	مربوط شدن (প্রাসঙ্গিক হওয়া)

Dhaka University Institutional Repository

مسافرت کردن (ভ্রমণ করা)	مسدود کردن (বন্ধ করা/বাঁধা দেওয়া)
مسموم کردن (বিষ প্রয়োগ করা)	مشخص کردن (নির্দিষ্ট করা)
مصاحبه کردن (সাক্ষাৎকার নেওয়া)	مطرح کردن (উপস্থাপন করা)
مطلع شدن (অবহিত হওয়া)	مطلع کردن (অবহিত করা)
مطمئن شدن (নিশ্চিত হওয়া)	مقایسه کردن (তুলনা করা)
منبسط کردن (সম্প্রসারিত করা)	منتشر کردن (প্রকাশ করা)
منتشر شدن (প্রকাশিত হওয়া)	منتظر کردن (অপেক্ষা করা)
منظور کردن (মঞ্জুর করা)	منع کردن (নিষেধ করা)
مئسسه کردن (প্রতিষ্ঠা করা)	موقوف شدن (বাতিল হওয়া)
موقوف کردن (বাতিল করা)	مهاجرت کردن (হিজরত করা)
مهر کردن (সীলমোহর করা)	میل داشتن (প্রত্যাশা করা)
(ن)	
ناامید شدن (হতাশ হওয়া)	ناامید کردن (হতাশ করা)
نابود شدن (ধ্বংস হওয়া)	نابود کردن (ধ্বংস করা)
ناپدید شدن (অদৃশ্য হয়ে যাওয়া)	ناپدید کردن (নিশ্চিহ্ন করা)
ناخن گرفتن (নখ কাটা)	ناراحت شدن (অসন্তুষ্ট হওয়া)
ناراحت کردن (অসন্তুষ্ট করা)	نافرمانی کردن (অবাধ্য হওয়া)
نام بردن (নাম উল্লেখ করা)	نام نهادن (নাম রাখা)
نامزد کردن (বাগদান করা)	نایل شدن (به) (অর্জন করা)
نتیجه گرفتن (সুফল লাভ করা)	نجات دادن (রক্ষা করা)
نجوا کردن (ফিস ফিস করে কথা বলা)	نرم کردن (নরম করা)
نزاع کردن (ঝগড়া করা)	نزدیک شدن (নিকটবর্তী হওয়া)
نشان دادن (দেখানো)	نصب کردن (নিয়োগ করা)
نظارت کردن (তদারকি করা)	نظر انداختن (দৃষ্টিপাত করা)
نظر دادن (মতামত দেওয়া)	نظر کردن (দৃষ্টি আকর্ষণ করা)

Dhaka University Institutional Repository

نفس کشیدن (শ্বাস নেওয়া)	نفس نفس زدن (হাঁপানো)
نفع کردن (লাভ করা)	نقاشی کردن (চিত্রাঙ্কন করা)
نگاهداری کردن (দেখাশোনা/রক্ষণাবেক্ষণ করা)	نگاه داشتن (অবলোকন করা)
نمره زدن (নম্বর দেওয়া)	نمودار شدن (দৃশ্যমান হওয়া)
نوک زدن (ঠোকরানো)	نی زدن (বাঁশি বাজানো)
نیت کردن (নিয়ত করা)	نیست کردن (নিশ্চিহ্ন করা)
نیش زدن (হুল ফুটানো)	
(و)	
واپس آمدن (ফিরে আসা)	واپس دادن (ফিরিয়ে দেওয়া)
وارث شدن (উত্তরাধিকারী হওয়া)	وارد شدن (প্রবেশ করা)
وارد کردن (আমদানি করা)	واقع شدن (সংঘটিত হওয়া)
ورزش کردن (ব্যায়াম করা)	وزن کردن (ওজন করা)
وصف کردن (বর্ণনা/প্রশংসা করা)	وصل کردن (সংযুক্ত করা)
وصول کردن (আদায় করা)	وعده کردن (ওয়াদা করা)
وعظ کردن (ওয়াজ করা)	وفات کردن (মৃত্যুবরণ করা)
(ه)	
هجرت کردن (হিজরত করা)	هجو کردن (দুর্নাম করা)
هجی کردن (বানান করা)	هدایت کردن (পথ প্রদর্শন করা)
همکاری کردن (সহযোগিতা করা)	همهمه کردن (হৈ চৈ/চেচামেচি করা)
هوشیار کردن (সতর্ক করা)	هوشیار شدن (সতর্ক হওয়া)
(ی)	
یاد آمدن (মনে পড়া/স্মরণ হওয়া)	یاد دادن (শিক্ষা দেওয়া)
یاد گرفتن (শিক্ষা করা)	(از) یاد رفتن (ভুলে যাওয়া)
یاد آوری کردن	یاد داشت کردن (নোট করা)

Dhaka University Institutional Repository

(মনে/স্মরণ করিয়ে দেওয়া)	
یاری کردن (সাহায্য করা)	یقین داشتن (নিশ্চিত হওয়া)

Dhaka University Institutional Repository

TENSE (زمان فعل)

ক্রিয়ার কাল

সাধারণত ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার সময়কে ক্রিয়ার কাল (زمان فعل) বলে। ক্রিয়ার কাজ প্রধানত বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যত এই তিন সময়ে সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং বলা যায় ক্রিয়া বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যত কালে যে কাজ সম্পাদন করে তাকে ক্রিয়ার কাল বলে।

ক্রিয়ার কালের প্রকারভেদ (انواع زمان فعل)ঃ ফারসি ক্রিয়ার কাল প্রধানত তিন প্রকার। যথাঃ

১. অতীত কাল (زمان ماضی/گذشته)

২. বর্তমান কাল (زمان مضارع/حال)

৩. ভবিষ্যত কাল (زمان آینده)

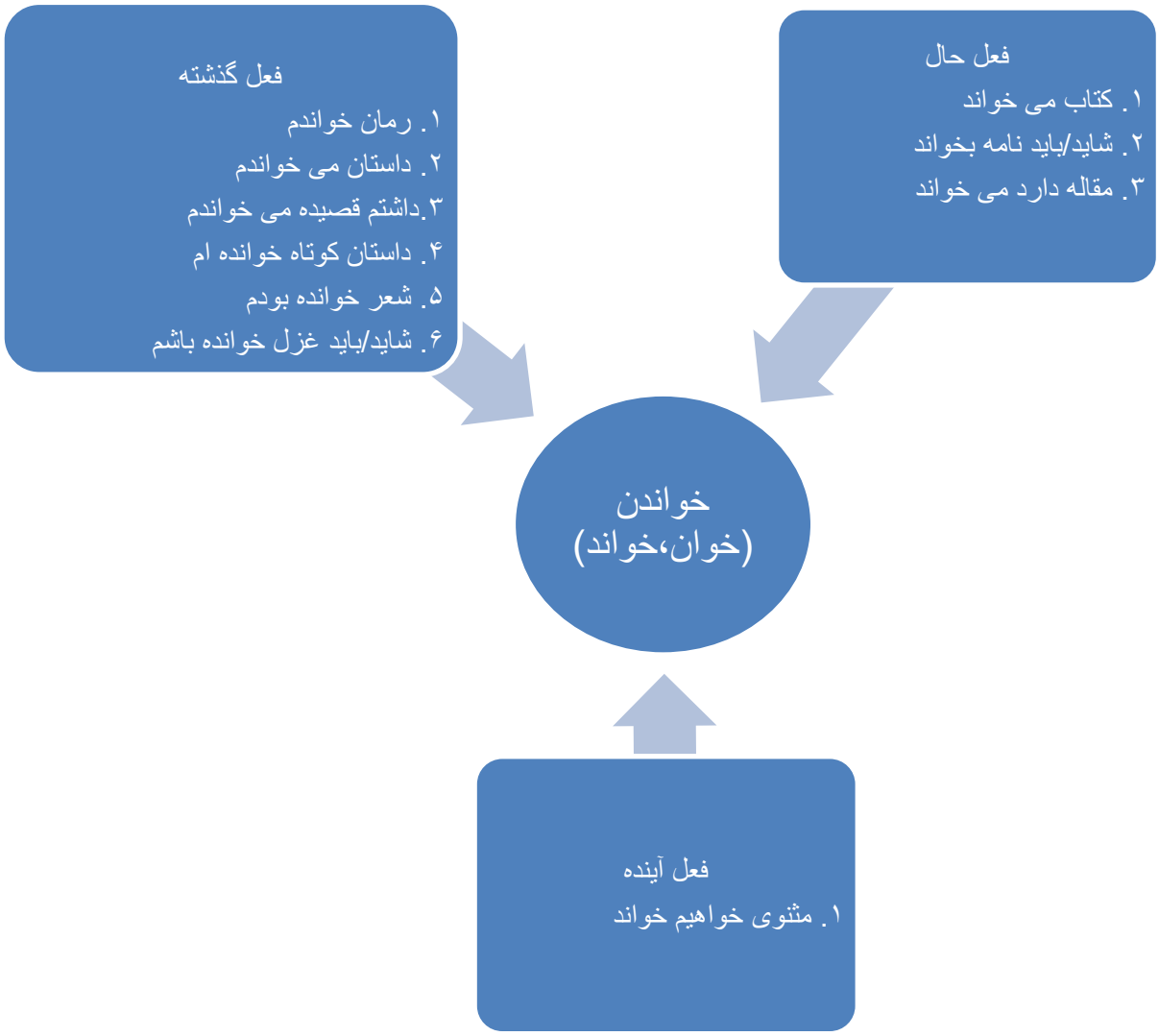

- প্রবন্ধ (مقاله), উপন্যাস (رمان), গল্প (داستان), ছোট গল্প (داستان کوتاه), কবিতা (شعر), গজল (غزل), মসনভি বা দ্বি-পদী কবিতা (مثنوی), কাসিদ বা স্তুতি কবিতা (قصیده)

১. বর্তমান কাল (زمان مضارع/حال): সাধারণভাবে যে ক্রিয়ার কাজ বর্তমানে সংঘটিত হয় তাকে বর্তমান কাল বলে।

বর্তমান কালের প্রকারভেদ (انواع زمان مضارع): বর্তমান কাল মূলত তিন প্রকার। যথাঃ

- সাধারণ বর্তমান কাল (مضارع/حال اخباری)
- নিত্যবৃত্ত/সংশয়মূলক বর্তমান কাল (مضارع/حال التزامی)
- ঘটমান বর্তমান কাল (مضارع/حال ناتمام/ملموس)

সাধারণ বর্তমান কাল (مضارع اخباری): কোনো কাজ বর্তমানে হয়, হচ্ছে বা নিকট ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে, এরূপ বুঝালে তাকে সাধারণ বর্তমান কাল বলে।

গঠন প্রণালী (ساختار): প্রথমে কর্তা (فاعل), এরপর কর্ম (مفعول), পরে মি (می) উপসর্গ ও শেষে মাসদার (مصدر)-এর বর্তমান রূপ (بن/ستاک مضارع) এবং একই সাথে বিভক্তি বা (شناسه صرفی) বসে।

ساختار: (فاعل + مفعول) + می + بن/ستاک مضارع + شناسه صرفی

مثال: **ناهید + غذا + می + خور + د.**

সাধারণ বর্তমান কালের ব্যবহার (کاربرد مضارع اخباری):

- ❖ চিরন্তন সত্য বুঝাতে সাধরণ বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়।

সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে।

آفتاب از شرق بیرون می آید (آمدن).

আল্লাহ সব বিষয় জানেন।

خدا همه جیزها می داند (دانستن).

❖ নিকট ভবিষ্যত বুঝাতে সাধারণ বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়।

আমরা আগামী গ্রীষ্মে ভ্রমণে যাব।

ما در تابستان آینده مسافرات می کنیم (مسافرات کردن).

তিনি আজ বাড়িতে যাবেন।

او امروز به خانه می رود (رفتن).

❖ সাধারণ অভ্যাস বুঝাতে সাধারণ বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়।

সামি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে।

سامی هرروز پنج وقت نماز می خواند (خواندن).

তারা প্রতিদিন সকালে হাঁটে।

آنها هرروز صبح گردش می کنند (گردش کردن).

❖ অনেক সময় অতীতের কোনো বিষয় বা ঘটনাকে জীবন্ত করে তোলার ক্ষেত্রে সাধারণ বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। এটাকে ঐতিহাসিক বর্তমান কালও বলা হয়।

হিন্দুস্তানের মানুষ, গান্ধীকে মহৎ মনে করেন।
ملت هند، گاندی را مقدس می داند (دانستن).

আকবার বাংলা জয় করেন।
اکبر بنگال را فتح می کند (فتح کردن).

❖ ফারসি ভাষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে (কথ্য ভাষায়) ঘটমান বর্তমান কালের পরিবর্তে সাধারণ বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়।

বাচ্চারা ফুটবল খেলছে।

بچه ها فوتبال بازی می کنند (بازی کردن).

- যৌগিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে মি (می) উপসর্গটি (پیشوند) মাঝখানে তথা মূল ক্রিয়ার পূর্বে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ বর্তমান কাল ইংরেজি Present Indefinite Tense- এর ন্যায় কাজ করে।

নিত্যবৃত্ত বা সংশয়মূলক বর্তমান কাল (مضارع التزامی): যে ক্রিয়া দ্বারা বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালের কোনো আশা-আকাঙ্খা, সম্ভাবনা, শর্ত সাপেক্ষে কোন কাজ, অসম্ভব কল্পনা ও অত্যাবশকীয় বিষয় বর্ণনা করা প্রভৃতি বুঝায় তাকে নিত্যবৃত্ত বা সংশয়মূলক বর্তমান কাল বলে।

গঠন প্রণালী (ساختار): নিত্যবৃত্ত বর্তমান সূচক **চিহ্ন** (شاید/باید/کاش/اگر/ممکن) এরপর কর্তা (فاعل), পরে কর্ম (مفعول), পরে বে (ب) উপসর্গ ও শেষে মাসদার (مصدر)-এর বর্তমান রূপ (بن/ستاک مضارع) এবং একই সাথে বিভক্তি বা (شناسه صرفی) বসে।

ساختار: واژهای التزامی (شاید/باید/کاش/اگر/ممکن + فاعل + مفعول) + پیشوند (ب) + بن/ستاک مضارع + شناسه صرفی.

مثال: باید + شاگردان + جواب + ب + ده + ند.

নিত্যবৃত্ত/সংশয়মূলক/সম্ভাবনামূলক বর্তমান কালের ব্যবহার (کاربرد مضارع التزامی):

- ❖ শর্ত প্রযোজ্য হলে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল হয়।

যদি সে আসে তাহলে আমি বাজারে যাব।

اگر او بیاید، من به بازار می روم (رفتن).

যদি বাবা আসে তবে নাস্তা খাব।

اگر بابا بیاید من صبحانه می خورم (خوردن).

- ❖ সম্ভাবনা প্রকাশে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল হয়।

সম্ভবত আজ বৃষ্টি হবে।

شاید امروز باران ببارد (باریدن).

সম্ভবত মেহমান আসতে পারে।

ممکن است مهمان بیاید (آمدن).

- ❖ অসম্ভব কল্পনা বুঝাতে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল হয়।

সাতশ যদি হয় একশ সাতাশ।

کاش بیست و هفت، صد و بیست و هفت شود (شدن).

যদি আমি রাজা হতে পারি।

کاش پادشاه بشبم (شدن).

❖ আবশ্যকীয়তা বুঝাতে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল হয়।

অবশ্যই তারা কাজটা সম্পন্ন করবে।

باید آنها کار را انجام بدهند (انجام دادن).

অবশ্যই সে পরীক্ষা দিবে।

باید او امتحان بدهد.

❖ আশা বা প্রত্যাশা বুঝাতে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল হয়।

আশা করি সে এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হবে।

امیدوارم که او در این مسابقه پیروز شود (پیروز شدن).

আশা করি ছেলেটা পরীক্ষায় পাশ করবে।

امیدوارم که پسرم در امتحان موفق شود (موفق شدن).

- নিত্যবৃত্ত অতীত সূচক চিহ্ন (علامت التزامی) কখনও কখনও কর্তার (فاعل) পরে বসে।
- যৌগিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ক্রিয়ার বর্তমান রূপের আগে (ب) বসানো যায় আবার নাও বসানো যায়। তবে (شدن،کردن) মাসদারের (ستاک حال)-এর পূর্বে সাধারণত (ب) যুক্ত হয় না।

ঘটমান বর্তমান কাল (مضارع ناتمام/ملموس): ক্রিয়ার কোনো কাজ বর্তমানে চলছে বা অব্যাহত রয়েছে, এরূপ বুঝালে তাকে ঘটমান বর্তমান কাল বলে।

গঠন প্রণালী (ساختار): প্রথমে কর্তা (فاعل) এরপর মাসদার (مصدر) দাশ্‌তান্‌ (داشتن)-এর বর্তমান রূপ দার্‌ (دار) ও বিভক্তি বা (شناسه صرفی) এরপরে কর্ম (مفعول) অতঃপর মি (می) উপসর্গ (پیشوند) ও শেষে মাসদার (مصدر)-এর বর্তমান রূপ (ستاک حال) এবং একই সাথে বিভক্তি বা (شناسه صرفی) বসে।

ساختار: (فاعل + دار (مصدر داشتن) + مفعول) + می + ستاک حال + شناسه صرفی

مثال: حسن + دار + د + نامه + می + نویس + د.

ঘটমান বর্তমান কালের ব্যবহার (کاربرد حال استمراری):

❖ বর্তমানে কোনো কাজ অব্যাহতভাবে চলছে এরূপ বুঝালে ঘটমান বর্তমান কাল হয়।

তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে।

ستارگان دارند روشن می شوند (روشن شدن).

সে দ্রুত দৌড়াচ্ছে।

او دارد تند می دود (دویدن).

- ঘটমান বর্তমান কাল ইংরেজি Present Continious Tense- এর ন্যায় কাজ করে।

২. **অতীত কাল (زمان گذشته):** যে ক্রিয়ার কাজ অতীতে সম্পন্ন হয়েছে তাকে অতীত কাল বলে। অতীত কাল ছয় প্রকার। যথা:

- সাধারণ অতীত কাল (گذشته ساده)
- অভ্যাসগত বা পুনারবৃত্তীমূলক অতীত কাল (ماضی/کذشته استمراری)
- ঘটমান অতীত কাল (گذشته ناتمام/ملموس)
- সামীপ্যবাচক/ নিকটবর্তী অতীত কাল (گذشته نزدیک)
- দূরবর্তী/পুরাঘটিত অতীত কাল (گذشته دور)
- নিত্যবৃত্ত/সংশয়মূলক অতীত কাল (گذشته التزامی)

সাধারণ অতীত কাল (ماضی/گذشته ساده): বর্তমান কালের পূর্বে যে ক্রিয়ার কাজ পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে তার সংঘটন কালই সাধারণ অতীত কাল।

গঠন প্রণালী (ساختار): প্রথমে কর্তা (فاعل) এরপর কর্ম (مفعول) অতঃপর শেষে মাসদার (مصدر)-এর অতীত রূপ (ستاک گذشته) এবং একই সাথে বিভক্তি বা (شناسه صرفی) বসে। উল্লেখ্য যে, شخص سوم -এ কোনো বিভক্তি বসে না।

ساختار- (فاعل + مفعول) + ستاک گذشته + شناسه صرفی.

مثلاً – من + یک نامه + نوشت + م.

সাধারণ অতীত কালের ব্যবহার (کاربرد گذشته ساده):

❖ সাধারণত অতীতে কোন কাজ সংঘটিত হওয়া বুঝালে সাধারণ অতীত কাল হয়।

শামীম করিমের পিছনে দাঁড়াল।

شمیم پشت سر کریم ایستاد (ایستادن).

আমার ভাই একটা কম্পিউটার কিনলো।

برادر من یک رایانه خرید.

❖ বর্তমান বা ভবিষ্যত কালে সংঘটিত ক্রিয়ার কাজ কখনও কখনও সাধারণ অতীত কালে ব্যবহৃত হয়।

বাচ্চারা বিদায়, আমি যাই।

بچه ها خدا حافظ، من رفتم (رفتن).

❖ ঘটমান অতীত কালের বাক্যে যদি (بودن) ও (داشتن) মাসদার দুটি উল্লেখ থাকে তবে সেটি ঘটমান অতীত কালের পরিবর্তে সাধারণ অতীত কাল হয়।

সে অনেকদিন দেশের বাইরে ছিল।

او سالهای زیادی خارج از کشور بود (بودن).

- সাধারণ অতীত কাল ইংরেজি Past Indefinite Tense- এর ন্যায় কাজ করে।

অভ্যাসগত বা পুনারবৃত্তীমূলক অতীত (ماضی استمراری): অতীতের কোন অভ্যাসগত কর্ম বা কোন কাজের পুনরাবৃত্তি বুঝালে ঘটমান অতীত কাল হয়।

গঠন প্রণালী (ساختار): প্রথমে কর্তা (فاعل), এরপর কর্ম (مفعول), পরে মি (می) ও শেষে মাসদার (مصدر)-এর অতীত রূপ (بن گذشته) এবং একই সাথে বিভক্তি বা (شناسه صرفی) বসে।

ساختار: (فاعل + مفعول) + می + بن گذشته (مصدر) + شناسه صرفی.

مثال: گاهی <u>بچه ها</u> + <u>توپبازی</u> + <u>می</u> + <u>کرد</u> + <u>ند</u>.

অভ্যাসগত বা পুনারবৃত্তীমূলক অতীত কালের ব্যবহার (کاربرد گذشته استمراری):

সে মাঝে মাঝে রেস্টুরেন্টে যেত।

او گاهی به رستوران می رفت (رفتن).

আমি নিজেই কাজগুলো সম্পন্ন করছিলাম।

من خودم کارهایم را انجام می دادم (انجام دادن).

তারা বছরে দু'বার বেড়াতে যেত।

آنها سالی دوبار سفر می کردند (سفر کردن).

- অভ্যাসগত বা পুনারবৃত্তীমূলক অতীত কালে (Habitual Past) এর জন্য ইংরেজিতে পৃথক কোন Tense-এর ব্যবহার নেই। এটি ইংরেজিতে Past Indefinite Tense হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে এটি ফারসিতে পৃথক ক্রিয়ার কাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ঘটমান অতীত কাল (گذشته ناتمام/ملموس): অতীতকালে কোনো কাজ অব্যাহতভাবে চলছে এরূপ বুঝালে তাকে ঘটমান অতীত কাল বলা হয়।

গঠন প্রণালী (ساختار): প্রথমে কর্তা (فاعل) এরপর মাসদার (مصدر) দাশ্‌তান্‌ (داشتن) এর অতীত রূপ দাশ্‌ত্‌ (داشت) ও বিভক্তি বা (شناسه صرفی) এরপর কর্ম (مفعول) অতঃপর মি (می) উপসর্গ (پیشوند) ও শেষে মাসদার (مصدر)-এর বর্তমান রূপ (ستاگ گذشته) এবং একই সাথে বিভক্তি বা (شناسه صرفی) বসে।

ساختار: (فاعل + داشت (مصدر- داشتن) + مفعول) + می + ستاک گذشته + شناسه صرفی

مثال: <u>پرندگان</u> + داشتند + <u>دانه</u> + <u>می</u> + <u>خورد</u> + <u>ند</u>.

ঘটমান অতীত কালের ব্যবহার (کاربرد گذشته ناتمام):

❖ সাধারণ অতীতে কোনো দীর্ঘ সময় ধরে চলছিল বুঝালে ঘটমান অতীত কাল হয়।

আমার ভাই টিভি দেখছিল।

برادرم داشت تلویزیون تماشا می کرد (تماشا کردن).

ফাতেমা কাপড় ধৌত করছিল।

فاطمه داشت لباس می شست (شستن).

❖ অতীতের দুটি সমসাময়িক কাজ একই সাথে সংগঠিত হলে বাক্যের প্রথম অংশে ঘটমান অতীত ও পরবর্তী অংশে সাধারণ অতীত কাল হয়।

সাইদ যখন দুপুরের খাবার খাচ্ছিল তখন আমি ঘরের ভেতর প্রবেশ করলাম।

سعید ناهار می خورد که من وارد اتاق شدم (وارد شدن).

যখন আমরা বাইরে যাচ্ছিলাম তখন বৃষ্টি শুরু হল।

وقتی که ما بیرون می رفتیم، باران بارید (باریدن).

- ফারসি ভাষায় گذشته ناتمام বা ঘটমান অতীত কাল ইংরেজি Past Continuous Tense- এর ন্যায় কাজ করে।

সামীপ্যবাচক/ নিকটবর্তী অতীত কাল (گذشته نزدیک): অতীতে কোন কাজ সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু তার ফল এখনও বিদ্যমান রয়েছে এরূপ বুঝালে তাকে সামীপ্যবাচক অতীত কাল বলে।

গঠন প্রণালী (ساختار): প্রথমে কর্তা (فاعل) এরপর কর্ম (مفعول) অতঃপর কর্মবাচক বিশেষ্য (صفت) ও শেষে মাসদার (مصدر) هستن এর সংক্ষিপ্ত বর্তমান রূপ (ام، ایم، ای،اید،است،اند) (مفعولی) এবং একই সাথে বিভক্তি বা (شناسه صرفی) বসে।

ساختار: (فاعل + مفعول) + صفت مفعولی + اختصار فعل معیین + شناسه صرفی.

مثال: <u>پروین</u> + <u>لباسها</u> + <u>شسته</u> + <u>است</u>.

সামীপ্যবাচক অতীত কালের ব্যবহার (کاربرد گذشته نزدیک):

আমরা তাকে ভালভাবে চিনেছি।

ما او را خوب شناخته ایم (شناختن).

বইগুলো এখনও প্রকাশিত হয়নি।

کتابها هنوز منتشر نشده اند (منتشر شدن).

- সাধারণত ক্রিয়ার অতীত রূপ (ستاک گذشته)-এর সাথে হে (ه) যোগ করে কর্মবাচক বিশেষণ (صفت مفعولی) পাওয়া যায়। যেমনঃ (شسته = ه + شست - شستن)। নিকটবর্তী অতীত কাল ইংরেজি Present Perfect Tense- এর ন্যায় কাজ করে।

দূরবর্তী অতীত কাল (گذشته دور): অতীতকালের কোন কাজ অপেক্ষাকৃত পূর্বে সংঘটিত হলে তাকে দূরবর্তী অতীত কাল বলে।

গঠন প্রণালী (ساختار): প্রথমে কর্তা (فاعل), এরপর কর্ম (مفعول), পরে কর্মবাচক বিশেষণ (صفت مفعولی) ও শেষে بودن মাসদারের অতীত রূপ (ستاک گذشته) এবং একই সাথে বিভক্তি বা (شناسه صرفی) বসে।

ساختار- (فاعل + مفعول) + صفت مفعولی + بود (بودن) + شناسه صرفی.

مثال – امین + دیوانه + شده + بود.

দূরবর্তী অতীত কালের ব্যবহার (کاربرد گذشته دور):

❖ অতীত কালের কোনো কাজ অনেক আগে সম্পন্ন হয়েছে বুঝালে পুরাঘটমান অতীত কাল হয়।

মাছ গরম আবহাওয়ায় দ্রুত নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

ماهی در هوای گرم زود فاسد شده بود (فاسد شدن).

তারা গরমে বেহুশ হয়ে পড়েছিল।

آنها از گرما بیهوش شده بودند (بیهوش شدن).

❖ অতীত কালে সংঘটিত দুটি ক্রমিক ঘটনার ক্ষেত্রে যে কাজটি অপেক্ষাকৃত পূর্বে সংঘটিত সেটি দূরবর্তী অতীত এবং অন্যটি সাধারণ অতীত কাল হয়।

সাইদ আসার পূর্বেই সিমিন বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেছিল।

سیمین از دانشگاه خارج شده بود که سعید آمد.

বাবা আসার পূর্বেই আমি বাড়িতে পৌঁছেছিলাম।

من به خانه رسیده بودم که پدر آمد.

- দূরবর্তী অতীত কাল ইংরেজি Past Perfect Tense- এর ন্যায় কাজ করে।

নিত্যবৃত্ত বা সংশয়মূলক অতীত কাল (ماضی/گذشته التزامی): অতীতকালে সংঘটিত কোনো কাজ দ্বারা প্রত্যাশা, সন্দেহ, শর্ত, সম্ভাবনা ও অত্যাবশকীয় বিষয় বুঝালে তাকে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল বলে।

গঠন প্রণালী (ساختار): নিত্যবৃত্ত অতীতকাল সূচক চিহ্ন (شاید/باید/کاش/ممکن) এরপর কর্তা (فاعل) পরে কর্ম (مفعول) অতঃপর কর্মবাচক বিশেষ্য (صفت مفعولی) ও শেষে مصدر (بودن) - এর বর্তমান রূপ (ستاک حال) এবং একই সাথে বিভক্তি বা (شناسه صرفی) বসে।

ساختار- واژهای التزامی (شاید/باید/کاش/اگر/ممکن) + فاعل + مفعول) + صفت مفعولی + ستاک حال (بودن- باش) + شناسه صرفی.

مثال- <u>شاید</u> + <u>کلاس</u> + <u>تمام</u> + <u>شده</u> + <u>باش</u> + <u>د</u>.

নিত্যবৃত্ত অতীত কালের প্রয়োগ (کاربرد گذشته التزامی):

❖ আকাঙ্ক্ষা/প্রত্যাশা প্রকাশে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল ব্যবহৃত হয়।

হায়, যদি পৃথিবীতে ক্ষুধার্ত মানুষ না থাকতো।

کاش، اگرآدمهای گرسنه در دنیا وجود نداشته باشد (وجود داشتن).

হায়, যদি আমার সন্তানটা বেঁচে থাকতো।

کاش، فرزندم زنده باشد (زنده بودن).

❖ সম্ভাবনা প্রকাশে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল ব্যবহৃত হয়।

সম্ভবত চাকরটা বাজার থেকে সবজি এনে থাকবে।

شاید نوکر از بازار سبزی آورده باشد (آوردن).

সম্ভবত বইটি পড়ে থাকবো।

شاید کتاب را خوانده باشم (خواندن).

❖ অসম্ভব কল্পনা বুঝাতে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল হয়।

সম্ভবত খেলোয়াড়রা এ খেলায় বিজয়ী হবে।

ممکن است که بازیکنها در این بازی پیروز شده باشند (پیروز شدن).

যদি পাখির মত আকাশে উড়তে পারতাম।

اگر مانند پرنده در آسمان پریده باشم (پریدن).

❖ আবশ্যকীয়তা বুঝাতে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল হয়।

অবশ্যই আহমাদ তাকে দেখে থাকবে।

باید احمد او را دیده باشد (دیدن).

তুমি অবশ্যই বইটি এনে থাকবে।

باید تو کتاب را آورده باشی (آوردن).

৩. **ভবিষ্যত কাল (فعل آینده):** কোনো কাজ ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে বুঝালে তাকে ভবিষ্যত কাল বলে।

গঠন প্রণালী (ساختار): প্রথমে কর্তা (فاعل) এরপর কর্ম (مفعول) এরপর (خواستن) অতঃপর (خواه) এবং একই সাথে বিভক্তি বা (شناسه صرفی) ও শেষে ক্রিয়ার (مصدر) এর অতীত রূপ (ستاک گذشته) বসে।

ساختار- (فاعل + مفعول) + خواه (خواستن) + شناسه صرفی + ستاک گذشته.

مثال- فردا دانشگا + تعطیل + خواه + د + بود.

ভবিষ্যত কালের ব্যবহার (كاربرد فعل آينده):

তারা সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

آنها تا غروب آفتاب برای من انتظار خواهند کرد (انتظار کردن).

- ভবিষ্যত কালের কোনো কোনো বাক্যে আগামীকাল (فردا) শব্দটি উল্লেখ নাও থাকতে পারে।
- এটি ইংরেজি Future Indefinite Tense-এর মত কাজ করে।

উপসর্গ বা Prefix (پیشوند)

যে শব্দ বা শব্দাংশ বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়ার পূর্বে বসে যৌগিক বিশেষ্য, যৌগিক বিশেষণ ও যৌগিক ক্রিয়া গঠন করে তাকে উপসর্গ বলে। সাধারণত উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। কোনো শব্দের আগে বসে নতুন শব্দ গঠনে সাহায্য করে। বাংলা ভাষাতেও কতগুলো ফারসি উপসর্গ ব্যবহৃত হয়। যেমন- কার (কার+খানা– কারখানা), দর (দর+দালান– দরদালান), না (না+খোশ– নাখোশ), নিম (নিম+রাজি– নিমরাজি), ফি (ফি+বছর– ফি-বছর), বদ (বদ+নাম– বদনাম), বে (বে+তার– বেতার), বর (বর+ খাস্ত), ব (ব+কলম– বকলম), কম (কম+জোর– কমজোর) প্রভৃতি।

ফারসি উপসর্গের বৈশিষ্ট্য

- ❖ শব্দের আগে বসে নতুন শব্দ গঠনে সাহায্য করে। যেমন– হুশ (هوش) একটি শব্দ যার অর্থ চেতন; আর এর পূর্বে বি (بی) যুক্ত করে একটি নতুন বিপরীতার্থক শব্দ গঠন করা হয়েছে– যার অর্থ অচেতন (بی هوش)। এভাবে শব্দের আগে উপসর্গ যোগ করে অসংখ্য নতুন শব্দ গঠন করা যায়।

- ❖ উপসর্গ শব্দের আগে বসে শব্দের অর্থের পূর্ণতা দান করে। দানেসতান (دانستن) একটি সরল ক্রিয়া; যার অর্থ– জানা। এর বর্তমান রূপ দান (دان)। ক্রিয়ার এ ক্ষুদ্রতম অংশ কোনো পরিপূর্ণ অর্থ দান করে না। তবে, এর পূর্বে উপসর্গ নুন (ن) বা বে (ب) উপসর্গ যোগ করলে শব্দের অর্থ পরিপূর্ণ হয়। যেমন– বেদান (بدان) অর্থ– জানো।

- ❖ উপসর্গ শব্দের আগে বসে শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ করে। খুরদান (خوردن) একটি সরল ক্রিয়া; যার অর্থ– খাওয়া। এর পূর্বে পোর (پر) উপসর্গ যোগ করে পোর খুরদান (پر خوردن) করা হয়েছে। ফলে, এ শব্দটি দ্বারা অর্থের সম্প্রসারণ ঘটেছে।

- ❖ শব্দের অর্থের পরিবর্তন করে নতুন শব্দ গঠনে সাহায্য করে। আমাদান (آمدن) একটি সরল ক্রিয়া; যার অর্থ– আসা। কিন্তু আমাদান (آمدن)-এর পূর্বে দার (در) উপসর্গ যুক্ত করলে একটি নতুন পরিবর্তিত শব্দ তৈরী হয়। যেমন– দার আমাদান (در آمدن); যার অর্থ– উদিত হওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

❖ উপসর্গ শব্দের আগে বসে অর্থের সংকোচন করে থাকে। আদাব (ادب) একটি শব্দ; যার অর্থ– ভাল আচরণ। কিন্তু এ শব্দটির আগে বি (بی) যুক্ত হয়ে বি আদাব (بی ادب) হলে শব্দটির অর্থ সংকোচিত হয়।

এভাবে শব্দের আগে উপসর্গ যুক্ত হয়ে অর্থভেদে নতুন নতুন শব্দ তৈরী হয়। বহুল ব্যবহৃত ফারসি উপসর্গগুলো উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা হলো:

ফারসি উপসর্গের ব্যবহার বিধি ও বিশ্লেষণ

১. **ফরু (فرو):** সাধারণত হীন,নিচ এবং নাবোধক অর্থ জ্ঞাপক। ক্রিয়ার পূর্বে বসে যৌগিক ক্রিয়া গঠন করে। যেমন–

গিলে ফেলা	فرو بردن	بردن	فرو
ডুবে যাওয়া	فرو رفتن	رفتن	فرو
অক্ষম হওয়া	فرو ماندن	ماندن	فرو
বসে যাওয়া	فرو نشستن	نشستن	فرو

২. **দার/আনদার (در/اندر):** সাধারণত ভিতরে বা মধ্যে অর্থ নির্দেশ করে। ক্রিয়ার পূর্বে বসে যৌগিক ক্রিয়া গঠন করে। যেমন–

মারা যাওয়া	در گذشتن	گذشتن	در
উদিত হওয়া	در آمدن	آمدن	در
ফিরিয়ে আনা	در آوردن	آوردن	در
দরজায় কড়া নাড়া	در زدن	زدن	در

৩. **বার (بر):** ক্রিয়ার পূর্বে বসে যৌগিক ক্রিয়া গঠন করে এবং অর্থের পরিবর্তন ঘটায়। যেমন–

তুলে নেওয়া	بر داشتن	داشتن	بر
মুখস্থ করা	بر خواندن	خواندن	بر
উৎখাত করা	بر انداختن	انداختن	بر
পূরণ করা	بر آوردن	آوردن	بر

৪. **বজ/বাজ (باز):** সাধারণত পুনরাবৃত্তি, প্রত্যাবর্তন ও আবারো অর্থ জ্ঞাপক। ক্রিয়ার পূর্বে বসে যৌগিক ক্রিয়া গঠন করে। যেমন–

Dhaka University Institutional Repository

ফিরে পাওয়া	باز یافتن	یافتن	باز
ক্ষতিপূরণ দেওয়া	باز خریدن	خریدن	باز
ফিরে আসা	باز گشتن	باز گشتن	باز

৫. **ফারা (فرا):** শব্দের পূর্বে বসে তার অর্থের সাথে পরে, দিকে, উপরে, নিচে, নিকটে, অধিকতর ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থ যোগ করে। ক্রিয়ার পূর্বে বসে যৌগিক ক্রিয়া গঠন করে। যেমন–

ডেকে পাঠানো	فرا خواندن	خواندن	فرا
ঘনিয়ে আসা	فرا رسیدن	رسیدن	فرا
শিক্ষা করা	فرا گرفتن	گرفتن	فرا

৬. **পাস (پس):** অতএব, অতঃপর, প্রত্যাবর্তন, পশ্চাৎভাগ প্রভৃতি নির্দেশ করে। ক্রিয়ার পূর্বে বসে যৌগিক ক্রিয়া গঠন করে। যেমন–

ফেরৎ দেওয়া	پس دادن	دادن	پس
ফিরিয়ে নেওয়া	پس گرفتن	گرفتن	پس
পিছনে যাওয়া	پس رفتن	رفتن	پس

৭. **মিম/নুন (م/ن):** নেতিবাচক অর্থ নির্দেশ করে। বর্তমান ক্রিয়ামূলের পূর্বে বসে না-বাচক অনুজ্ঞায় ব্যবহৃত হয়। যেমন–

	فعل امر منفی	بن مضارع	م/ن	مصدر
করো না	مکن/نکن	کن	م/ن	کردن
যেয়ো না	مرو/نرو	رو	م/ن	رفتن
খেয়ো না	مخور/نخور	خور	م/ن	خوردن

৮. **বে (ب):** হ্যাঁ-বোধক অর্থ নির্দেশ করে। বর্তমান ক্রিয়ামূলের পূর্বে বসে হ্যাঁ-বাচক অনুজ্ঞায় ব্যবহৃত হয়। যেমন–

	فعل امر مثبت	بن مضارع	ب	مصدر
দে/দাও	بده	ده	ب	دادن
দেখো/দেখ	ببین	بین	ب	دیدن
হাস/হাসো	بخند	خند	ب	خندیدن
আন/আনো	بیاور	آور	ب	آوردن

Dhaka University Institutional Repository

৯. **বা (با):** সাথে/সঙ্গে/সহিত/মাধ্যমে ইত্যাদি নির্দেশ করে এবং বিশেষ্যর পূর্বে বসে যৌগিক বিশেষণ (صفت مرکب) গঠন করে। যেমন–

	صفت مرکب	اسم	با
শৈল্পিকভাবে	باهنر	هنر	با
মেধা খাটিয়ে	باعقل	عقل	با
সচেতনভাবে	باهوش	هوش	با

১০.**বি (بی):** হীন,ছাড়া, ব্যতিরেকে ও নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং বিশেষ্যর পূর্বে বসে যৌগিক বিশেষণ (صفت مرکب) গঠন করে। যেমন–

	صفت مرکب	اسم	بی
বেয়াদব	بی ادب	ادب	بی
অচেতন	بیهوش	هوش	بی
কাজ ছাড়া	بیکار	کار	بی
অসহায়	بیچاره	چاره	بی

১১.**না (نا):** নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া শব্দের পূর্বে বসে যৌগিক বিশেষণ (صفت مرکب) গঠন করে। যেমন–

মূর্খ	نادان	دان	نا
অখুশি	ناشاد	شاد	نا
অদেখা	نابینا	بینا	نا

১২. **হাম (هم):** অনুরূপ বা এক জাতীয় অর্থ জ্ঞাপক। বিশেষ্যর পূর্বে বসে যৌগিক বিশেষণ (صفت مرکب) গঠন করে। যেমন–

	صفت مرکب	اسم	هم
সমমনা	همدل	دل	هم
সহসঙ্গী	همسفر	سفر	هم
সহপাঠী	همکلاس	کلاس	هم

১৩. **পোর (پر):** সাধারণত পূর্ণতা বা প্রাচুর্যতা নির্দেশ করে এবং বিশেষণের মত ব্যবহৃত হয়। যেমন–

পানিপূর্ণ	پر آب	آب	پر
বিশৃঙ্খলাপূর্ণ	پر آشوب	آشوب	پر
উলবান	پر بار	بار	پر
পরিতৃপ্ত হওয়া	پر خوردن	خوردن	پر

১৪. **কাদ (کد):** কোন কিছুর বা স্থানের প্রধান অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

গৃহকর্ত্রী	کدبانو	بانو	کد
সর্বশক্তিমান আল্লাহ	کدخدا	خدا	کد

১৫. **খার (خر):** বৃহৎ বা বড় অর্থে বিশেষ্যর পূর্বে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

টাকাওয়ালা	خرپول	پول	خر
গলদা চিংড়ি	خرچنگ	چنگ	خر
বড়/বুনো শসা	خرخیار	خیار	خر
বড় খুঁটি	خرپا	پا	خر

১৬. **সার (سر):** প্রধান, শীর্ষ, সূচনা ছাড়াও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনও কখনও যৌগিক ক্রিয়া গঠন করে। যেমন–

সূচনা	سر آغاز	آغاز	سر
রাস্তার মোড়ে	سر راه	راه	سر
সঠিক সময়ে	سر ساعت	ساعت	سر
উপস্থিত হওয়া	سر رسیدن	رسیدن	سر

১৭. **ভা (وا):** এ উপসর্গ দ্বারা খোলা, শুরু, প্রত্যাবর্তন, পুনরাবৃত্তি প্রভৃতি নির্দেশ করে। এই উপসর্গটি বাজ (باز) -এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

যুক্ত করা	وابستن	بستن	وا
পুনরায়	واپس	پس	وا
পুনরায় পড়া	واخواندن	خواندن	وا

১৮. **ফারাজ (فراز):** খোলা, উপরে, ক্রমোন্নতি, শীর্ষ, উত্থান প্রভৃতি অর্থ নির্দেশক। এ উপসর্গটি মাসদারের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

Dhaka University Institutional Repository

এগিয়ে নেওয়া	فراز آوردن	آوردن	فراز

১৯.যির (زیر): এ উপসর্গটি নিচ, তলদেশ অর্থ জ্ঞাপক। যেমন–

মাদুর	زیر انداز	انداز	زیر
গেঞ্জি	زیر پوش	پوش	زیر
অধীনস্থ	زیر دست	دست	زیر
পাদটীকা	زیر نوشت	نوشت	زیر

২০. **পিশ (پیش):** সম্মুখ, উপস্থিত, অগ্রবর্তী, পূর্বে ইত্যাদি অর্থ নির্দেশক। যেমন–

সম্মুখীন হওয়া	پیش آمدن	آمدن	پیش
দূরদর্শী	پیش بین	بین	پیش
পরিচারিকা	پیش خدمت	خدمت	پیش

২১. **কার (کار):** এ উপসর্গটি কাজ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

কাজ করা	کار کردن	کردن	کار
কারখানা	کارگاه	گاه	کار
কর্মঠ	کار کردن	دان	کار
কারিগর	کارساز	ساز	کار

২২. **নিম (نیم):** এ উপসর্গটি অর্ধেক বা আধা অর্থ নির্দেশ করে। যেমন–

দিবসের অর্ধভাগ	نیمروز	روز	نیم
মাঝরাত	نیم شب	شب	نیم
রাস্তার মাঝে	نیم راه	راه	نیم

২৩. **কাম (کم):** কম, অল্প, সামান্য অর্থ নির্দেশ করে। যেমন–

কম হওয়া	کم شدن	شدن	کم
কম পানি	کم آب	آب	کم
স্বল্পভাষী	کم حرف	حرف	کم
অল্প ঘুম	کم خواب	خواب	کم

Dhaka University Institutional Repository

২৪. **বাদ (بد):** দুষ্ট,খারাপ,মন্দ প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

দুশ্চরিত্র	بد اخلاق	اخلاق	بد
দুর্ভাগ্য	بد بخت	بخت	بد
দুর্গন্ধ	بدبو	بو	بد

২৫. **বিরুন (بیرون):** সাধারণত ক্রিয়ার পূর্বে ব্যবহৃত হয় এবং বাহিরে বা বাইরের অংশ নির্দেশ করে। যেমন–

বাইরে আসা	بیرون آمدن	آمدن	بیرون
বাইরে যাওয়া	بیرون رفتن	رفتن	بیرون
বের করে দেওয়া	بیرون کردن	کردن	بیرون

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যসর্গ বা Infix (میانوند)

যে শব্দাংশ দুটি শব্দের মাঝে বসে শব্দের অর্থ পরিবর্তন ঘটায় এবং অর্থপূর্ণ নতুন শব্দ গঠন করে তাকে মধ্যসর্গ বলে।

১. **আলেফ (ا):** এ মধ্যসর্গটির বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে।

❖ অনুজ্ঞাসূচক দুটি ক্রিয়ামূলের মাঝে বসে নতুন শব্দ তৈরী করে। যেমন–

সংগ্রাম/চেষ্টা	کش و کش	کشاکش

❖ দ্বিরুক্ত শব্দের মাঝে বসে নতুন শব্দ তৈরী করে। যেমন–

সর্বত্র	سر و سر	سراسر
পরিপূর্ণ	لب و لب	لبالب

❖ ভ (و)-এর পরিবর্তে আলেফ ব্যবহৃত হয়। যেমন–

মাতৃতন্ত্র/বিবাহ	زن و شویی	زنا شویی
কম-বেশি	کم و بیش	کمابیش

❖ যৌগিক শব্দ গঠনে এ মধ্যসর্গটি ব্যবহৃত হয়। যেমন–

গরম-গরম	گرم و گرم	گرماگرم
মালামাল	مال و مال	ملامل

২. **ভা (او):** এ মধ্যসর্গটি কখনও কখনও আলেফের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে। যেমন-

বিভিন্ন রকম	جور و جور	جوراجور
রঙ্গিন	رنگ و رنگ	رنگارنگ
কুঁকড়ানো/মোচড়ানো	پیچ و پیچ	پیچاپیچ

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয় বা Suffix (پسوند)

যে শব্দ বা শব্দাংশ অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়ে অর্থ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন, সংকোচন ও নতুন শব্দ গঠনে সাহায্য করে তাকে প্রত্যয় বলে। প্রত্যয়গুলো বিশেষ্য, বিশেষণ বা অব্যয়সূচক শব্দের শেষে বসে এগুলোকে বিশেষায়িত করে। ফারসি ভাষায় অধিক ব্যবহৃত প্রত্যয়গুলো আলোচনা করা হলো:

১. **অন (ان):** এ প্রত্যয়টির বহুবিধ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

❖ একবচনীয় বিশেষ্যর শেষে যুক্ত হয়ে বহুবচণীয় বিশেষ্য গঠন করে। যেমন-

	اسم جمع	ان	اسم مفرد
বাচ্চাগুলো	پسران	ان	پسر
শিক্ষক মণ্ডলী	استادان	ان	استاد
গাছগুলো	درختان	ان	درخت
পাখিরা	پرندگان	ان	پرنده

❖ বর্তমান ক্রিয়ামূলের সাথে যুক্ত হয়ে কর্মবাচক বিশেষণ (صفت فاعلی) গঠন করে। যেমন–

	صفت فاعلی	ان	بن مضارع	مصدر
উপাসক	پرسان	ان	پرس	پرستیدن
ক্রন্দনরত	گریان	ان	گری	گریاندن
হাস্যোজ্জ্বল	خندان	ان	خند	خندیدن
আলোকিত	درخشان	ان	درخش	درخشیدن

❖ পূর্বসূরী বা উত্তরসূরী বোঝাতে এই প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। যেমন–

বাবেকান বংশীয়	بابکان

❖ কালচক্র বোঝাতে এ প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। যেমন–

গোধূলী	شامگاهان
বসন্তকাল	بهاران

❖ স্থান নির্দেশের ক্ষেত্রে এ প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। যেমন–

তেহরান	تهران

Dhaka University Institutional Repository

ইসফাহান	اصفهان
ইরান	ایران
মাজেন্দারান	مازندران

২. ইন (ین):

❖ বিশেষ্যর শেষে যুক্ত হয়ে সম্বন্ধসূচক বিশেষণ (صفت نسبی) গঠন করে। যেমন–

	صفت نسبی	ین	اسم
ইস্পাতকঠিন	آهنین	ین	آهن
মোটাসোটা	چوبین	ین	چوب
রক্তিম	خونین	ین	خون

❖ সংখ্যাবাচক শব্দের শেষে যুক্ত হয়ে ক্রমবাচক বিশেষণ (صفت ترتیبی) গঠন করে। যেমন–

	صفت ترتیبی	ین	عدد
প্রথমত	اولین	ین	اول
পঞ্চমত	پنجمین	ین	پنجم
তৃতীয়ত	سومین	ین	سوم

৩. আনেহ (انه): বিশেষ্যর শেষে যুক্ত হয়ে সম্বন্ধসূচক বিশেষণ (صفت نسبی/قید) গঠন করে। যেমন–

	صفت نسبی	انه	اسم
পুরুষোচিত	مردانه	انه	مرد
দৈনিক	روزانه	انه	روز
শত্রুতাপূর্ণ/রাগী	خصمانه	انه	خصم

৪. নক (ناک): বিশেষ্যর শেষে যুক্ত হয়ে যৌগিক বিশেষণ (صفت مرکب/ترکیبی) গঠন করে। যেমন–

	صفت مرکب	ناک	اسم
ক্রুদ্ধ	خشمناک	ناک	خشم
ব্যাথিত	غمناک	ناک	غم
ভীতু	ترسناک	ناک	ترس

Dhaka University Institutional Repository

ভয়ঙ্কর	خطرناک	ناک	خطر

৫. **অত/ঈয়ত (ات/يات):** এটি আরবি প্রত্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একবচনীয় বিশেষ্যর শেষে যুক্ত হয়ে বহুবচণীয় বিশেষ্য গঠন করে। যেমন–

	اسم جمع	ات/يات	اسم مفرد
বৈশিষ্ট্যসমূহ	مشخصات	ات	مشخص
অভিজ্ঞতাসমূহ	تجربيات	يات	تجربه
রচনাবলি	انتشارات	ات	انتشار
গজলসমূহ	غزليات	يات	غزل
চতুষ্পদী কবিতাবলি	رباعيات	ات	رباعی

৬. **মান্দ (مند):** বিশেষ্যর শেষে যুক্ত হয়ে যৌগিক বিশেষণ (صفت مرکب/ترکیبی) গঠন করে। যেমন–

	صفت مرکب	مند	اسم
সম্পদশালী	ثروتمند	مند	ثروت
সমৃদ্ধ	دولتمند	مند	دولت
সাহসী	نیرومند	مند	نیرو
জ্ঞানী	دانشمند	مند	دانش

৭. **সেতান/ গাহ/কাদেহ/সারা (ستان/گاه/کده/سرا):** বিশেষ্যর শেষে যুক্ত হয়ে স্থান, কাল বা আধার নির্দেশ করে। যেমন–

	اسم مرکب	ستان	اسم
ফুলের বাগান	گلستان	ستان	گل
পর্বত	کوهستان	ستان	کوه
ফুলের বাগান	بوستان	ستان	بو
স্টেশন	ایستگاه	گاه	ایست
বিশ্ববিদ্যালয়	دانشگاه	گاه	دانش
কবর	آرامگاه	گاه	آرام
মন্দির	بتکده	کده	بت
শিক্ষা-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	دانشسرا	سرا	دانش

Dhaka University Institutional Repository

৮. আলেফের উপর আরবি তানভিন (اً): শব্দের শেষে যুক্ত হয়ে ক্রিয়া বিশেষণ বা ভাব বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং ইংরেজি (Adverb)- এর মত কাজ করে। যেমন–

পুরোপুরিভাবে	كاملاً	ا	كامل
প্রকৃতপক্ষে	حقيقتاً	ا	حقيقت
প্রকৃতপক্ষে	واقعاً	ا	واقع
আনুমানিক	حدوداً	ا	حدود
উদাহরণস্বরূপ	مثلاً	ا	مثل
প্রাথমিকভাবে	اولاً	ا	اول

৯. চেহ বা আক (چه/اَک): বিশেষ্যর শেষে যুক্ত হয়ে শব্দের অর্থ সংকোচনে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

ছোট বাগান	باغچه	چه	باغ
ছোট নদী	دریاچه	چه	دریا
ছোট্ট ছেলে	پسرک	اَک	پسر
ছোট্ট বোন	دخترک	اَک	دختر

১০. গার (گر): বর্তমান ক্রিয়ামূলের শেষে যুক্ত হয়ে কর্তৃবাচক বিশেষণ (صفت فاعلی) গঠন করে। এ প্রত্যয় দ্বারা কর্ম বা পেশা, চারিত্রিক গুণাবলি, অতিরঞ্জন প্রভৃতি নির্দেশ করে। যেমন–

	صفت فاعلی	گر	اسم
সম্পদশালী	توانگر	گر	توان
কারিগর/শ্রমিক	کارگر	گر	کار
কামার	آهنگر	گر	آهن

১১.আলেফ (ا): এ প্রত্যয়টি বহুবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

❖ বিশেষ্যর শেষে যুক্ত হয়ে আহবানসূচক আলেফ (حرف ندا) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

	حرف ندا	ا	اسم
হে খোদা	خدایا	ا	خدا
হে প্রতিপালক	پروردگارا	ا	پروردگار

❖ বর্তমান ক্রিয়ামূলের শেষে যুক্ত হয়ে কর্তৃাবাচক বিশেষণ (صفت فاعلی) গঠন করে। যেমন–

مصدر	بن مضارع	صفت فاعلی	
دانستن	دان	دانا	জ্ঞানী
شنیدن	شنو	شنوا	শ্রবণশক্তি
دیدن	بین	بینا	দূরদর্শী

❖ বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

گرما	তাপ
پهنا	বিস্তৃতি/প্রশস্ততা
بلندا	উচ্চতা
سرما	শীত

❖ ইংরেজি (Modal Verb)- এর মতো বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

مبادا	পাছে
بادا	সম্ভবত

❖ আনন্দ, দুঃখ, অনুশোচনা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

خوشا	সুখকর
دریغا	আফসোস
دردا	ব্যাথাতুর

১২.আসা (اسا): শব্দের অর্থ সংকোচনে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

نهنگ اسا	ছোট তিমি
شیر اسا	ছোট সিংহ
غول اسا	ছোট দৈত্য

১৩.অক (اک): ক্রিয়ার বর্তমান রূপের সাথে যুক্ত হয়ে যৌগিক বিশেষ্য (اسم مرکب) গঠন করে। যেমন–

مصدر	بن مضارع	اک	اسم مرکب	
پوشیدن	پوش	اک	پوشاک	পোশাক

خوردن	خور	اک	خوراک	آهار/খাবার
نوشیدن	نوش	اک	نوشاک	পানীয়

১৪.গিন (گین): বিশেষ্যর শেষে যুক্ত হয়ে যৌগিক বিশেষণ (صفت مرکب) গঠন করে। যেমন–

اسم	گین	صفت مرکب	
غم	گین	غمگین	ব্যথিত
اندوه	گین	اندوهگین	শোকার্ত
سهم	گین	سهمگین	ভয়ার্ত
شرم	گین	شرمگین	লজ্জাজনক

- এ ধরণের শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে যদি শব্দের শেষে হে (ه) থাকলে তা বিলুপ্ত করতে হয়।

১৫.ভার (ور): বিশেষ্যর শেষে যুক্ত হয়ে যৌগিক বিশেষণ (صفت مرکب/ترکیبی) গঠন করে। যেমন–

اسم	ور	صفت مرکب	
کینه	ور	کینه ور	জঘন্য
هنر	ور	هنرور	শৈল্পিক
شعله	ور	شعله ور	আগ্নেয়

১৬.অম/ওম (اُم): সংখ্যাবাচক শব্দের শেষে বসে ক্রমবাচক বিশেষণ (صفت شمارشی ترتیبی) গঠিত হয়। যেমন–

عدد	اُم	صفت شمارشی ترتیبی	
دو	اُم	دوم	দ্বিতীয়
سه	اُم	سوم	তৃতীয়
پنج	اُم	پنجم	পঞ্চম

১৭.দন (دان): পাত্র বা স্থান বোঝাতে বিশেষ্যের শেষে যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন–

گل	دان	گلدان	ফুলদানি
نمک	دان	نمکدان	লবণদানি
شکر	دان	شکردان	চিনির পাত্র

১৮. গর (گار): প্রত্যয়টির দু'রকম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

❖ অতীত ক্রিয়ামূলের শেষে যুক্ত হয়ে কর্তৃবাচক বিশেষণ (صفت فاعلی) গঠন করে। যেমন–

	صفت فاعلی	گار	بن ماضی	مصدر
সৃষ্টিকর্তা	آفریدگار	گار	آفرید	آفریدن
পালনকর্তা	پروردگار	گار	پرورد	پروردن
সৃষ্টিকর্তা	کردگار	گار	کرد	کردن

❖ বর্তমান ক্রিয়ামূলের শেষে যুক্ত হয়ে কর্তৃাবাচক বিশেষণ (صفت فاعلی) গঠন করে। যেমন–

	صفت فاعلی	گار	بن مضارع	مصدر
শিক্ষক	آموزگار	گار	آموز	آموختن
সুসঙ্গত/অনুকূল	سازگار	گار	ساز	ساختن

১৯.গন (گان): বিশেষ্যর শেষে যুক্ত হয়ে সম্বন্ধসূচক বিশেষণ (صفت نسبی) গঠিত হয়। যেমন–

	صفت نسبتی	گان	اسم
ব্যবসায়ী	بازرگان	گان	بازار
বিনামূল্যে	رایگان	گان	رای

২০. গুন বা গুনেহ (گون/گونه): সাদৃশ্যবাচক প্রত্যয়। এ প্রত্যয়টির কয়েকটি ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।

❖ বিশেষ্যর শেষে যুক্ত হয়ে যৌগিক বিশেষণ (صفت مرکب/ترکیبی) গঠিত হয়। যেমন–

	صفت مرکب	گون	اسم
জলীয়	آبگون	گون	آب
নীলিম/আসমানি	نیلگون	گون	نیل

❖ কখনো কখনো নির্দেশক সর্বনাম (ضمیر اشاره)-এর শব্দের শেষে যুক্ত হয়ে যৌগিক বিশেষণ (صفت اشاره مرکب) গঠিত হয়। যেমন–

ঐরকম	آنگونه
এরকম	اینگونه

২১.অর/আর (ار): অতীত ক্রিয়ামূলের শেষে যুক্ত হয়ে কর্তৃাবাচক বিশেষণ (صفت فاعلی) গঠিত হয়। যেমন–

	صفت فاعلی	ار	بن ماضی	مصدر
বক্তব্য	گفتار	ار	گفت	گفتن
আচরণ	رفتار	ار	رفت	رفتن
বন্দি	گرفتار	ار	گرفت	گرفتن
ক্রেতা	خریدار	ار	خرید	خریدن

২২. আভার (اور): বিশেষ্যর শেষে যুক্ত হয়ে বিশেষণে পরিণত করে। যেমন–

	صفت	اور	اسم
সাহসী	دلاور	اور	دل
যুদ্ধবাজ	جنگاور	اور	جنگ
একাকীত্ব	تکاور	اور	تک
স্থূলকায়	تناور	اور	تن

২৩. ভান্দ (وند): গুণাগুণ নির্দেশ করে। যেমন–

খোদা	خداوند
উপসর্গ	پیشوند
অনুসর্গ	پسوند
সম্পর্ক	پیوند

২৪. মন বা মনেহ (مان/مانه):

❖ বিশেষণের শেষে যুক্ত হয়ে বিশেষণকে বিশেষায়িত করে এবং যৌগিক বিশেষণ (صفت مرکب) গঠিত হয়। যেমন–

	صفت مرکب	مان	صفت

شاد	مان	شادمان	آنন্দিত
قهر	مان	قهرمان	সাহসী

❖ কখনো কখনো বর্তমান বা অতীত ক্রিয়ামূলের শেষে যুক্ত করে এসমে মাসদার (اسم مصدر) গঠন করা হয়। যেমন–

مصدر	بن مضارع/ماضی	مان	اسم مصدر	
ساختن	ساخت	مان	ساختمان	ভবন
پرسیدن	پرس	مان	پرسمان	জিঙ্গাসা

২৫. ফম/ফশ (فام/فاش): এ প্রত্যয়টি সাদৃশ্য বা অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনো কখনো বিশেষ্যর শেষে যুক্ত হয়ে যৌগিক বিশেষণে (صفت مرکب) পরিণত করে। যেমন–

اسم	فام/فش	صفت مرکب	
خورشید	فام	خورشید فام	সূর্যের মতো
اژده	فش	اژده فاش	দৈত্যের মতো
شیر	فش	شیرفاش	সিংহের মতো

২৬. হে (ه): এ প্রত্যয়টির বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে।

❖ বর্তমান ক্রিয়ামূলের সাথে হে যুক্ত اسم مشتق হয়ে গঠিত হয়। যেমন–

مصدر	بن مضارع	ه	اسم مشتق	
نالیدن	نال	ه	ناله	আর্তনাদ/আহাজারি
شمردن	شمار	ه	شماره	গণনা
خندیدن	خند	ه	خنده	হাসি
پرستیدن	پرست	ه	پرسته	ইবাদত

❖ অতীত ক্রিয়ামূলের শেষে হে যুক্ত হয়ে কর্মবাচক বিশেষণে (صفت مفعولی) পরিণত করে। যেমন–

مصدر	بن ماضی	ه	صفت مفعولی	
پوشیدن	پوشید	ه	پوشیده	পরিধানরত
نوشیدن	نوشید	ه	نوشیده	পানযোগ্য

خوابیدن	خوابید	ه	خوابیده	ঘুমন্ত

❖ সংখ্যাবাচক শব্দ বা বিশেষ্যর শেষে হে যুক্ত হয়ে সম্বন্ধসূচক বিশেষণে (صفت نسبی) পরিণত করে। যেমন–

عدد/اسم	ه	صفت نسبتی	
ریز	ه	ریزه	ক্ষুদ্র
یک	ه	یکه	নিঃসঙ্গ
روز	ه	روزه	দ্রুত
رنج	ه	رنجه	ব্যথিত

❖ পরিমাণ বা সময়সীমা নির্ধারণে প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। যেমন–

دو روز	ه	دو روزه	দুই দিন
سه روز	ه	سه روزه	তিন দিন

২৭. হা (ها): প্রত্যয়টি বিশেষ্যকে বহুবচনে পরিণত করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

اسم مفرد	ها	اسم جمع	
مرد	ها	مردها	পুরুষগুলো
کتاب	ها	کتابها	বইগুলো

২৮. ইয়ে (ی): প্রত্যয়টি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

❖ বিশেষ্যর শেষে যুক্ত হয়ে অনির্দিষ্ট পদাশ্রিত নির্দেশক বিশেষ্য (اسم نکره) গঠিত হয়। যেমন–

اسم	ی	اسم نکره	
کتاب	ی	کتابی	একটি বই
دفتر	ی	دفتری	একটি খাতা
مداد	ی	مدادی	একটি পেন্সিল

❖ বিশেষণের শেষে যুক্ত হয়ে (اسم معنی) গঠন করে। যেমন–

صفت	ی	اسم معنی	
سیاه	ی	سیاهی	কালো রঙের
راست	ی	راستی	সত্যবাদিতা
پهلوان	ی	پهلوانی	সাহসিকতা

❖ বিশেষ্যর শেষে যুক্ত হয়ে সম্বন্ধসূচক বিশেষণ (صفت نسبی) গঠিত হয়। যেমন–

اسم	ی	صفت نسبتی	
پاکستان	ی	پاکستانی	পাকিস্তানি
ایران	ی	ایرانی	ইরানি
شیراز	ی	شیرازی	সিরাজি
حسن	ی	حسنی	সৌন্দর্য

❖ মাসদরের (مصدر) শেষে যুক্ত হয়ে صفت لیاقت গঠন করে। যেমন–

مصدر	ی	صفت لیاقت	
خوردن	ی	خوردنی	খাওয়ারযোগ্য
خواندن	ی	خواندنی	পড়ারযোগ্য
دیدن	ی	دیدنی	দেখার মত
بردن	ی	بردنی	বহনযোগ্য

❖ ক্রিয়া/ভাব বিশেষণের (قید) শেষে যুক্ত হয়ে উক্ত ভাব বিশেষণকে বিশেষায়িত করে। যেমন–

ناگهانی	হঠাৎ

২৯. আনি (انی): এ প্রত্যয়টির উৎসমূল হলো আরবি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আনি (انی) প্রত্যয়ের পরিবর্তে ইয়ে (ی) প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। প্রত্যয়টি সাধারণত বিশেষ্যের শেষে বসে সম্বন্ধসূচক বিশেষণ (صفت نسبی) নির্দেশ করে। যেমন–

روحانی	আধ্যাত্মীক
جسمانی	শারীরিক
خسروانی	গৌরবজনক

❖ কখনো কখনো প্রত্যয়টি বিশেষণের শেষে বসে সম্বন্ধসূচক বিশেষণ (صفت نسبتی) গঠন করে। যেমন–

پهلوانی	সাহসী

৩০. বন (بان): সংরক্ষক, প্রহরী বা কোনো পেশা বোঝাতে এ প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। এটি বিশেষ্যর শেষে বসে যৌগিক বিশেষণ (صفت مرکب) গঠন করে। যেমন–

اسم	بان	صفت مرکب	
جهان	بان	جهانبان	পৃথিবী অবলোকনকারী
باغ	بان	باغبان	মালী
مهر	بان	مهربان	দয়ালু

৩১.লখ (لاخ): স্থানবাচক অর্থ নির্দেশক এবং দুর্গমতা, রুক্ষতা, ঊষরতা, বিশালতা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

دیو	لاخ	دیولاخ	বিশাল দৈত্যকায়
سنگ	لاخ	سنگلاخ	প্রকাণ্ড পাথর
نمک	لاخ	نمکلاخ	বড় লবণের টুকরা

৩২. উ (او): বিশেষ্যর পরে বসে ছোট বা ক্ষুদ্র অর্থ প্রদানে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

یار	او	یارو	ছোট্ট বন্ধু
پسر	او	پسرو	ছোট্ট ছেলে
دختر	او	دخترو	ছোট্ট কন্যা

❖ কখনো কখনো বিশেষ্যের শেষে বসে প্রচণ্ড, তীব্র, বেশি ইত্যাদি নির্দেশ করে। যেমন–

ترس	او	ترسو	ভীতু
چاق	او	چاقو	স্থূলকায়
شکم	او	شکمو	পেটওয়ালা

৩৩. শ (ش): বর্তমান ক্রিয়ামূলের শেষে বসে এছমে মাসদার (اسم مصدر) এর রূপ প্রদান করে। যেমন–

مصدر	بن مضارع	ش	اسم مصدر	

শিক্ষা	آموزش	ش	آموز	آموختن
প্রতিপালন	پرورش	ش	پرور	پروردن
পদ্ধতি	روش	ش	رو	رفتن

৩৪. দাম (دم): শব্দের শেষে বসে কালবাচক বা সময় নির্দেশক অর্থ প্রদান করে। যেমন–

প্রত্যুষ	صبهدم	دم	صبه
প্রতুষ	سپیدهدم	دم	سپیده

৩৫. সির (سیر): শব্দের শেষে বসে স্থান নির্দেশমূলক শব্দ গঠিত হয়। যেমন–

গ্রীষ্মকাল	گرمسیر	سیر	گرم
শীতকাল	سرد سیر	سیر	سرد

৩৬. আল (ال): এ প্রত্যয়টি Material Noun (اسم ابزار) নির্দেশ করে। যেমন–

কাঁটা চামচ	چنگال
কূপ/কুয়া	گودال

৩৭. ইক (ایک): শব্দের শেষে বসে বিশেষণের কাজ করে। যেমন–

অন্ধকারাচ্ছন্ন	تاریک
নিকটবর্তী	نزدیک
হালকা	باریک

৩৮. তার (تر): বিশেষণের শেষে বসে Comparative Degree (صفت برتر) বিশেষণের তারতম্য নির্দেশ করে। যেমন–

	صفت تفضیلی/ برتر	تر	صفت
অধিক ভাল	خوبتر	تر	خوب
অধিক মন্দ	بدتر	تر	بد
অধিক সুন্দর	قشنگتر	تر	قشنگ

৩৯. তারিন (ترین): বিশেষণের শেষে বসে Superlative Degree (صفت برترین) নির্দেশ করে। যেমন–

صفت	ترین	صفت عالی/ برترین	
خوب	ترین	خوبترین	সবচেয়ে ভাল
بد	ترین	بدترین	সবচেয়ে খারাপ
قشنگ	ترین	قشنگترین	সবচেয়ে সুন্দর

Dhaka University Institutional Repository

বচন (شماره)

যা দ্বারা কোন বস্তু বা প্রাণীর সংখ্যা বোঝায় তাকে বচন বলে। ফারসিতে প্রাণী ও অপ্রাণীবাচক শব্দভেদে বিভিন্ন সমষ্টিবাচক শব্দ বা চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। ফারসিতে বচন দুই প্রকার। যথাঃ

- একবচন (مفرد)
- বহুবচন (جمع)

একবচন (مفرد): যে বিশেষ্য দ্বারা একটি মাত্র ব্যক্তিকে সংখ্যা বুঝায় তাকে একবচন বলে। যেমন–

ফুল	گل
অন্ধ	کور
ইরানি	ایرانی
বরফ	برف

বহুবচন (جمع): যে বিশেষ্য দ্বারা একের অধিক ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা বুঝায় তাকে বহুবচন বলে। ফারসিতে সাতটি (৭) উপায়ে বহুবচন করা যায়। বহুবচন করার নিয়মগুলো নিম্নরূপ-

১. **হা (ها):** সকল প্রাণী বা অপ্রাণীর বহুবচনে ها ব্যবহৃত হয়। যেমন-

পোসাকগুলো	لباس ها	ها	لباس
পাখিগুলো	پرنده ها	ها	پرنده
ছাতাগুলো	چطر ها	ها	چطر
গাড়িগুলো	ماشین ها	ها	ماشین

❖ সাধারণত বিদেশি শব্দের বহুবচনেও ها ব্যবহৃত হয়। যেমন–

কম্পিউটারগুলো	رایانه ها	ها	رایانه
পেনড্রাইভগুলো	فلاش ها	ها	فلاش
রেডিওগুলো	رادیو ها	ها	رادیو
টেলিভিশনগুলো	تلویزیون ها	ها	تلویزیون

❖ এক্ষেত্রে দু'একটি ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। যেমন–

Dhaka University Institutional Repository

ভদ্রলোকগুলো	آقاها	ها	آقا

- آقا শব্দটি (ها) দ্বারা বহুবচন করা যায়, কিন্তু (یان) বা آقایان হিসেবে ব্যবহার করাটা অধিক প্রচলিত গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত।

২. **আন (ان):** প্রাণী বা অপ্রাণীবাচক বিশেষ্যর বহুবচনে ব্যবহৃত হয়।

❖ এই প্রধানত প্রাণীবাচক বিশেষ্যর শেষে বসে সকল, সব, বহু, সমূহ, অনেক, নানা প্রভৃতি অর্থ নির্দেশ করে। যেমন–

ছেলেরা	پشران	ان	پسر
মেয়েরা	دختران	ان	دختر
স্ত্রীরা	زنان	ان	زن

❖ এ চিহ্নটি প্রাণী ও বস্তুবাচক বিশেষ্যর শেষে বসে গুলো, গুলি প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

ভেড়াগুলো	گوسفندان	ان	گوسفند
মুরগিগুলো	مرغان	ان	مرغ
চোখগুলো	چشمان	ان	چشم
ঠোঁটগুলো	لبان	ان	لب

এ প্রত্যয় বা চিটি দিয়ে প্রাণী ও অপ্রাণীবাচক বিশেষ্যর বহুবচনের ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। সেক্ষেত্রে কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। নিয়মগুলো নিম্নরূপ–

❖ কোন বিশেষ্যর শেষে হে/হ (ه) থাকে এবং এর উচ্চারণ বাংলা (এ) বা ইংরেজি (e)- এর মতো হয়, তবে (ه) বাদ দিয়ে (گان) দ্বারা বহুবচন করতে হয়। যেমন–

চালকরা	رانندگان	گان	راننده
পাঠকরা	خوانندگان	گان	خواننده
তারকারা	ستارگان	گان	ستاره
ফেরেস্তারা	فرشتگان	گان	فرشته

Dhaka University Institutional Repository

- কোনো শব্দের শেষে হে (ه) থাকে এবং তা উচ্চারিত হয় না হয়ে উহ্য থাকে তাকে অনুচ্চারিত হে (هاى غير ملفوظ) বলে।

❖ কোনো বিশেষ্যর শেষে (ă = ا), (i = ى), (u = و) থাকে তবে ইয়ান (يان) দিয়ে বহুবচন করতে হয়। যেমন–

	دانشجويان	يان	دانشجو
শিল্পীরা	هنرجويان	يان	هنرجو
ভিক্ষুকরা	گدايان	يان	گدا
জ্ঞানীরা	دانايان	يان	دانا
পাকিস্তানিরা	پاكستانيان	يان	پاكستانى
খোরাসানিরা	خراسانيان	يان	خراسانى

❖ বিশেষ্যর শেষে ভ/ভা (u = و) থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইয়ান (يان) ব্যবহার না করে অন (ان) দ্বারা বহুবচন করতে হয়। যেমন–

ভ্রুগুলো	ابروان	ان	ابرو
পেশিগুলো	بازوان	ان	بازو
চুলগুলো	گيسوان	ان	گيسو
হিন্দুস্তানিরা	هندوان	ان	هندو

❖ যদি কেনো বিশেষ্যর শেষে নিয়া (نيا) থাকলে সেক্ষেত্রে কন/কান (كان) দ্বারা বহুবচন করতে হয়। যেমন–

পূর্বপুরুষরা	نيا كان	كان	نيا

৩. আত (ات): বিশেষত আরবি শব্দ (মাসদার, কর্তা ও কর্মবাচক বিশেষ্য, বিশেষণ)-এর বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

প্রভাবগুলো	تاثيرات	ات	تاثير
বিদ্যাগুলো	تعطيلات	ات	تعطيل
সমস্যাগুলো	مشكلات	ات	مشكل

Dhaka University Institutional Repository

❖ এজাতীয় শব্দগুলোর সাথে কখনো কখনো হ (ها) দ্বারা বহুবচন করা যায়। যেমন–

গুণাগুণ	كيفيت ها	ها	كيفيت
ভুলগুলো	اشتباه ها	ها	اشتباه
টুকরোগুলো	قطعه ها	ها	قطعه

❖ কখনো কখনো নিয়ম বহির্ভূত প্রয়োগও দেখা যায়। যেমন–

সব মরুভূমি	بيانات
বিবৃতিগুলো	اظهارات
প্রভাবগুলো	اثرات
নিয়মনুবর্তীতা	انضبات

৪. জত (جات): এটি দ্বারা গুচ্ছ, সমূহ, এক জাতীয় বিভিন্ন জিনিসের সমষ্টি প্রভৃতি নির্দেশ করে। যেমন–

একজাতীয় কারখানা	كارخانه (انواع كارخانه)	جات	كارخانه
মিষ্টান্ন বিশেষ	ترشيجات (انواع ترشى)	جات	ترشى
একজাতীয় সবজি	سبزيجات (انواع سبزى)	جات	سبزى

,

৫. ইয়ত (يات): এটি বিশেষত আরবি শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

সব মরুভূমি	عمليات	يات	عمل
গজলগুলো	غزليات	يات	غزل
চতুষ্পদী কবিতাবলি	رباعيات	يات	رباعى
দ্বিপদী কবিতাবলি	مثنويات	يات	مثنوى

৬. ইন (ين): এটি বিশেষত আরবি শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। তবে ফারসিতেও এর ব্যবহার রয়েছে। যেমন–

আগতরা	حاضرين	ين	حاضر
উপস্থিতরা	غايبين	ين	غايب
নিশ্চুপরা	ساكنين	ين	ساكن
অসুস্থরা	معلولين	ين	معلول

Dhaka University Institutional Repository

৭. ইয়ুন (يون): এটি কতক আরবি শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

পবিত্ররা	روحانيون	ون	روحانى
বিত্তবানরা	مليون	ون	مالى
পার্থিবরা	ماديون	ون	مادى

(তাকি ও কামিয়ার, সৌরবর্ষ-১৩৮৩: ৭৪-৭৭)

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা বিশ্লেষণ

ভাষা বিশ্লেষণ অধ্যায়টিতে সংক্ষেপে ফারসি ভাষার যুগভেদে ভাষার বিবর্তন ও গঠনগত যেসব পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, সেগুলোর উপর ভিত্তি করে (প্রাচীন, মধ্যবর্তী ও আধুনিক) ভাষাগত বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে সাহিত্য বিষয়ক কোনো বাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়নি।

প্রাচীন যুগের ফারসি ভাষা: প্রাচীন ফারসি ও আভেস্তা ভাষার উল্লেখযোগ্য যেসব নিদর্শন আজও পরিলক্ষিত হয় তা হলো রাজকার্যের নিমিত্ত পর্বতগাত্র, পাথর, মৃত পাত্র, চামড়া প্রভৃতির গায়ে লিখিত হাখামানসি রাজত্বের শাসন-অনুশাসন, বিজয়গাথার বিবরণ এবং জরথুস্ত্র কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মীয় অনুশাসনের উদ্দেশ্যে লিখিত বিধি-বিধান সম্বলিত *আভেস্তা* ভাষা। এগুলোর পাশাপাশি আরো কিছু নিদর্শনাবলির কথা বিচ্ছিন্নভাবে জানা যায়। এসব নিদর্শনের উপর ভিত্তি কওে এবং প্রাচীন যুগের ফারসি ভাষার বৈশিষ্ট্যাবলি পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ:

- ❖ প্রাচীন যুগের ফারসি ভাষা মৌখিকভাবে বহুল ব্যবহৃত হতো; কিন্তু লিখিতভাবে এর প্রয়োগ ছিল খুবই সীমিত। এ যুগের ফারসি ভাষা (প্রাচীন ফারসি ও আভেস্তা ভাষা) ছিল অর্ধগঠিত অর্থাৎ ভাষা ও লিপি তখনও পুরোপুরিভাবে প্রাথমিক রূপ পরিগ্রহ করেনি।

- ❖ পারস্যের দক্ষিণাঞ্চলে হাখামানসি সাম্রাজ্যের রাজভাষা হিসেবে বিভিন্ন সময়ে ইলামি, আরামি ও আকদির ন্যায় যে ভাষাগুলো প্রচলিত ছিল তা ধণুকাকৃতি বা পেরেক আকৃতির লিপিতে লেখা হতো– যা দেখতে কেমন যেন এবড়ো-থেবড়ো বা কিম্ভূতকিমাকার। এ ভাষার ৩৬ টি বর্ণের সন্ধান পাওয়া যায় যা বামদিক হতে ডানদিকে লেখা হতো।

- ❖ পারস্যের উত্তরাণাঞ্চলে *আভেস্তা* গ্রন্থের ভাষা প্রচলিত ছিল। এ ভাষায় ৪৪ টি বর্ণের সন্ধান পাওয়া যায় যা ডানদিক হতে বামদিকে লেখা হতো।

❖ প্রাচীন ফারসি ও আবেস্তা ভাষায় ক্রিয়ার রূপ ছিল তিনটি। যেমন – ریشه، شناسه و ماده এছাড়া প্রচীন ফারসি ও আবেস্তা ভাষায় ক্রিয়া اخباری، امری، التزامی، تمنایی، انشایی প্রভৃতি স্বতন্ত্র গঠনরীতি মেনে সম্পন্ন হতো (কাসেমি, ১৩৭৮ : ২৮-৩০)।

❖ প্রাচীন ফারসি ও আবেস্তা ভাষায় কখনও কখনও ř,ŭ, ও ĭ ধ্বনিগুলো স্বর ও ব্যঞ্জন উভয় ধ্বনি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এ ধরনের স্বরধ্বনিগুলোকে নিম বা অর্ধ স্বরধ্বনি (نیم مصوت) বলা হতো। উপর্যুক্ত স্বরধ্বনিগুলো ছাড়াও আরো কিছু স্বরধ্বনি ব্যবহৃত হতো যা واج گونه বা (allophone) নামে পরিচিত। যেমন- کُشتی (košti) এবং کِشتی (kešti) প্রভৃতি (কাসেমি, ১৩৭৮ : ২৮-৩০)।

❖ প্রাচীন ফারসি ও আবেস্তা ভাষার প্রতিটি শব্দ بالانده و افزوده ،ضعیف- এই তিন রূপে ব্যবহৃত হতো। যথা:

- صورت ضعیف (সুরাতে যাঈফ) এ ধরনের শব্দগুলোতে (আ–اَ) স্বরধ্বনি অনুচ্চারিত থাকে।
- صورت افزوده (সুরাতে আফজুদেহ) এ ধরনের শব্দগুলোতে (আ–اَ) স্বরধ্বনি বিদ্যমান থাকে।
- صورت بالانده এ (সুরাতে বা'লা'ন্দেহ) এ ধরনের শব্দগুলোতে (আ–اَ) স্বরধ্বনির পরিবর্তে (অ'- آ) স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়ে থাকে।

بالانده	افزوده	ضعیف	
Băr	Bar	Br	بردن
Wăk	Wak	u̯k	گفتن

از صورت بالانده	از صورت افزوده
تافتن	تفتن
کافتن	کفتن
نشاستن	نشستن

(কাসেমি, ১৩৭৮ সৌরবর্ষ: ২৮-৩০)

❖ প্রাচীন ফারসি ও আভেস্তা ভাষায় তিনটি স্বরধ্বনি ব্যবহৃত হতো। এগুলোকে বলা হতো হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরধ্বনি (مصوت کوتاه و بلند) । এছাড়া দু'টি যৌগিক স্বরধ্বনিও ব্যবহৃত হতো।

❖ প্রাচীন ফারসি ও আবেস্তা ভাষায় اسم বা বিশেষ্য তিনটি বচনভেদে- مفرد،مثنی، جمع ; তিনটি লিঙ্গভেদে مذکر، مؤنث، خنثی এবং সাতটি mood বা ভাব (বাচ্যভেদে ভাব) فاعلی و مفعولی، مفعولی له مفعولی فیه، مفعولی عنه، مفعولی معه সম্পন্ন হতো (কাসেমি, ১৩৭৮ : ২৮-৩০)।

মধ্যযুগের ফারসি ভাষা: মধ্যযুগের ফারসি ভাষা ও লিপি বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎকর্ষের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। তাছাড়া এ যুগে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি সাধনের নিরলস প্রচেষ্টা লক্ষণীয় ছিল। এককথায় বলতে গেলে মধ্যযুগের ফারসি ভাষা অঞ্চলভেদে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধামে অতিবাহিত হচ্ছিল। নিম্নে ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ যুগের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো–

❖ প্রাচীন যুগের ফারসি ভাষা বিবর্তিত হয়ে পাহলভি ভাষার রূপ লাভ করে এবং ফারসি ভাষায় তা নতুনভাবে বিকশিত হতে থাকে।

❖ গ্রিকদের কাছে পারস্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণে এ সময় গ্রিক শব্দাবলির অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

- ❖ এ যুগে ফারসি লিপি পূর্বের তুলনায় সহজতর রূপ লাভ করে। এ যুগে দু'টি লিপির প্রচলন ছিল। একটি প্রস্তর বা পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি এবং অপর লিপিটি হলো পাহলাভি ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি যা আভেস্তা ভাষার পরিবর্তিত রূপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ লিপিগুলো ডানদিক হতে বামদিকে লেখা হতো।

- ❖ মধ্যযুগের পশ্চিমাঞ্চলীয় ফারসি ভাষায় ক্রিয়ার রূপ ছিল দু'টি। যথা– ماده এবং شناسه । মধ্যযুগের পশ্চিমাঞ্চলীয় ফারসি ভাষায় ক্রিয়া التزامی، امری، اخباری প্রভৃতি স্বতন্ত্র গঠনরীতি মেনে সম্পন্ন হতো । কিন্তু وجه انشایی এর ব্যবহার দেখা যায় না (কাসেমি, ১৩৭৮ : ৭৭-৭৮)।

- ❖ মধ্যযুগের পশ্চিমাঞ্চলীয় ফারসি ভাষায় ماده- এর দুটি রূপ ছিল। যথা- مضارع বা বর্তমান রূপ এবং ماضی বা অতীত রূপ (কাসেমি, ১৩৭৮ : ৭৭-৭৮)।

- ❖ প্রাচীন ফারসি ও আবেস্তা ভাষায় اسم বা বিশেষ্যের বচন, লিঙ্গ এবং mood ভাব বা বাচ্যভেদে কোনো দ্বৈত রূপ পরিলক্ষিত হয় না।

- ❖ মধ্যযুগের ফারসি ভাষায় যে নির্দশনাবলি অবশিষ্ট আছে সেগুলোর বেশির ভাগই ধর্মীয়, নীতিধর্মী ও রাজকীয় বিধি-বিধান ও বিজয়গাথার বর্ণনা। এ সময় ভাষা হয়ে উঠেছিল ধর্মীয় প্রচার ও প্রসারের মাধ্যম।

আধুনিক যুগের ফারসি ভাষা: আধুনিক যুগের ফারসি ভাষার পরিসর ব্যাপক ও বিস্তৃত। আরব মুসলমান শাসক কর্তৃক পারস্য বিজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এ যুগের সূচনা হয় এবং বর্তমান অবধি চলমান রয়েছে। এ যুগের সূচনায় পারস্যের ভাষা, সাহিত্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অর্থাৎ সর্বত্র ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। আধুনিক যুগের শুরুতে ফারসি ভাষায় গ্রিকদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও যুক্তিভিত্তিক দর্শনের প্রভাব প্রতিভাত হয়। ইরানি দার্শনিকগণ গ্রিক দর্শন ও অধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে তাদের নিজস্ব দর্শনতত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। মধ্যযুগের পাহলভি ভাষা ও লিপিগুলো বিলুপ্ত করে আরবি হরফের সাথে অতিরিক্ত আরো চারটি বর্ণ– পে (پ), চে (چ), যে (ژ), গাফ (گ) যুক্ত করে আধুনিক ফারসি দারি ভাষার প্রবর্তন করা হয়। আধুনিক ফারসি বা দারি ভাষার বর্ণমালা ডানদিক থেকে বামদিকে লেখা হয়। আধুনিক যুগের প্রারম্ভিক পর্যায়ে আরবি ভাষা ও এ ভাষার শব্দাবলির প্রভাব-বলয় ফারসির প্রাচীন সাহিত্যাঙ্গনের সর্বত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আরবি শব্দের প্রচলন ছাড়াও বিদেশি শব্দের ব্যবহারও এ যুগে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন এ সময় আরবি শব্দের মধ্য দিয়ে অথবা সরাসরি ফারসিতে আরমেনীয়,

Dhaka University Institutional Repository

ল্যাটিন, গ্রিক শব্দাবলির অনুপ্রবেশ ঘটে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে আরবি ভাষার মাধ্যমে ফারসিতে ব্যবহৃত কতিপয় ইউরোপীয় শব্দ তুলে ধরা হলো–

আবনুস (Ebony বা আবলুস কাঠ), চাচীলক (Catholic ক্যাথলিক সম্প্রদায়), কাইসার (Caesar কাইজার বা সম্রাট), তিলসম (Talisman বা রক্ষাকবচ), কিমিয়া (Alchemy বা অপরসায়ন, মধ্যযুগীয় রসায়নশাস্ত্র–ইতর ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করাই এর লক্ষ্য ছিলো), কানুন (Canon বা নিয়ম-কানুন) প্রভৃতি।

অনেকে মনে করেন, সে সময় থেকেই আরবির সাথে এরূপ বিদেশি শব্দের প্রবেশ ঘটেছিল অথবা ফারসিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ভাষাবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত উদাহরণ থেকে এর কয়েকটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে।

গ্রিক–

دیهیم (দিহিম/Diadem বা রাজমুকুট)

دینار (দিনার/Dinar বা হীরা)

الماس (আলমাস/Diamond বা হীরা)

سندل (সনদল/Sandel Wood বা চন্দন কাঠ)

এখন ধ্বনিতাত্ত্বিক পদ্ধতির আলোকে পাহলভি ভাষা থেকে ক্রমান্বয়ে ফারসি ভাষায় রূপান্তরের কয়েকটি নমুনা তুলে ধরছি–

❖ পাহলভি ভাষায় অধিকাংশ যবরযুক্ত হামযা শব্দের শুরুতে ধ্বনিবিহীন অবস্থায় ব্যবহৃত হয়েছিল– যা ফারসি ভাষায় বিলুপ্ত করা হয়েছে। যেমন–

واژگان زبان فارسی	واژگان زبان پهلوی
پاک، واک، باک	اپاک، اواک، اباک
پر، بر	اپر، ابر

❖ সাধারণত পাহলভি ভাষায় ব্যবহৃত (گ) ও (ت) বর্ণকে ফারসি ভাষায় (ی) রূপান্তর করা হয়। যেমন–

واژگان زبان فارسی	واژگان زبان پهلوی
همایون، پیغام، پیکر، ری	هماگون، پتغام، پتگر، رگ

Dhaka University Institutional Repository

❖ সাধারণত পাহলাভি ভাষার কোনো শব্দের শেষবর্ণ যদি (ک) হয় তা ফারসি ভাষায় (ه) বর্ণে রূপান্তর করা হয়। যেমন–

واژگان زبان فارسی	واژگان زبان پهلوی
نامه	نامک

❖ পাহলাভি ভাষায় যদি স্বরধ্বনি বিশিষ্ট দু'টি বর্ণের মাঝে (ک) আসে তবে তা ফারসি ভাষায় (گ) বর্ণে রূপান্তর করা হয়। যেমন–

واژگان زبان فارسی	واژگان زبان پهلوی
آگاه (حالا در زبان فارسی- اگاه)	اکاس

❖ পাহলাভি ভাষায় যদি স্বরধ্বনি বিশিষ্ট দু'টি বর্ণের মাঝে (س) আসে তবে তা ফারসি ভাষায় (ه) বর্ণে রূপান্তর করা হয়। যেমন–

واژگان زبان فارسی	واژگان زبان پهلوی
نگاه	نکاس

❖ পাহলাভি ভাষায় (و) বর্ণটি ফারসি ভাষায় (گ) বর্ণে রূপান্তর করা হয়। যেমন–

واژگان زبان فارسی	واژگان زبان پهلوی
گشتاسب، گناه	وشتاسب، وناس

(সিরাজী, ২০১৪: ৫৭-৫৮)

আরবদের শাসন পরবর্তীকালে ফারসি ভাষার যথেষ্ট পরিমার্জন ও পরিবর্ধন লক্ষ্য করা যায়। পরিমার্জনের এ সময়টা ছিল দীর্ঘকালব্যাপী। এ সময় ভাষার অভ্যন্তরীণ গঠনাঙ্গিক হয়েছে সুসংবদ্ধ, সুগঠিত ও সুনির্ধারিত। আধুনিক যুগে ফারসি ভাষার যে যুগান্তকারী উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে তা অসংখ্য সাহিত্যি সম্পর্কিত নিদর্শন হতেই উপলব্ধি করা যায়। সাহিত্য বিশ্লেষকরা শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ যুগকে কয়েকভাগে ভাগ করেছেন।

খোরাসানি রচনাশৈলী: আরব শাসনের অবসানের মাধ্যমে তৎকালীন খোরাসান ইরানি শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। স্মর্তব্য যে, সে সময় পারস্যে অঞ্চলভেদে রাজক্ষমতা ও সাহিত্যচর্চা আবর্তিত হতো। তাই খোরাসান অঞ্চল হয়ে উঠেছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চার সূতিকাগার। নিম্নে ভাষা বিশ্লেষণের সুবিধার্থে খোরাসানি রচনাশৈলীর কিছু কিছু ভাষা বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো–

Dhaka University Institutional Repository

❖ আরব শাসনের পরবর্তীকালে পারস্য রচনাবলিতে আরবি শব্দের ব্যবহার সীমিত হতে থাকে।

১. অপ্রচলিত ও প্রাচীন শব্দাবলি ও তার উচ্চারণ এ যুগের রচনাশৈলিতে দেখা যেত। যেমন– ফারসি শব্দ যাবা'ন (زبان) এর পরিবর্তে যাফা'ন (زفان) উচ্চারিত হতো। নিম্নে কবি রুদাকির একটি শ্লোকের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা হলো–

گر بگشاید **زفان** به علم و به حکمت
گوش کن اینک به علم و حکایت لقمان

(আনুশেহ, ১৩৭৬ : ৭৯২)

❖ শব্দ ও বাক্যের পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত হতো। নিম্নে রুদাকির কবিতার একটি শ্লোকের মাধ্যমে বিষয়টি পরিস্কার করা হলো–

مرا بسود و فرو ریخت هرچه **دندان بود**
نبود **دندان** لابل چراغ تابان **بود**

(আনুশেহ, ১৩৭৬ : ৭৯২)

❖ আলেফে এতলাক বা স্বাধীন আলেফের ব্যবহার দেখা যেত। কবি মনুচেহরির কবিতার একটি শ্লোকে আলেফে এতলাকের ব্যবহার দেখানো হলো–

نوبهار آمد و آورد گل **یاسمنا**
باغ همچون تبت و راغ بسان **عدنا**

(আনুশেহ, ১৩৭৬ : ৭৯২)

❖ মোতাম্মেম (متمم)-এর আগে ও পরে দুটি Preposition বা অব্যয়সূচক শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হতো। কবি নাসের খসরুর কবিতায় এরূপ ব্যবহার দেখা যায় যেমন–

اگر با من نسازند اهل دنیا
به من **بر** زان نباشد هیچ عاری

(আনুশেহ, ১৩৭৬ : ৭৯২)

❖ কালের তারতম্য বোঝাতে ক্রিয়ার পূর্বে হামি (همی) প্রত্যয়ের ব্যবহার প্রচলিত ছিল।
❖ দ্বিত্ব বর্ণ উচ্চারণের ক্ষেত্রে একটি বর্ণ উচ্চারণের প্রচলন দেখা যেত।

Dhaka University Institutional Repository

- ❖ মোমেল বা আ' (آ) বর্ণ বিলোপ করে ঈ (ای) রূপে ব্যাবহার করা হতো।
- ❖ বাক্যে কর্মপদের চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত না হয়ে ভিন্নার্থে را ব্যবহৃত হতো।
- ❖ শব্দ গঠনের প্রয়োজনে অতিরিক্ত ধ্বনি বর্জন করা হতো।
- ❖ কাসরায়ে এযা'ফে বা অতিরিক্ত স্বরধ্বনির ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হতো।
- ❖ আরবি মাসদার তথা ক্রিয়ামূলের ব্যবহারের প্রচলন ছিল।
- ❖ আরবি তানভিনযুক্ত শব্দাবলি ব্যবহৃত হতো।
- ❖ আরবি বাক্যের গঠন কাঠামোর ব্যবহারের রীতি প্রচলিত ছিল।

ইরাকি রচনাশীলী: ইরাকি রচনাশৈলী তৎকালীন ইরাক, ইসফাহান, ফারস ও কেরমান অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। ইরকি রচনাশৈলীর ভাষাগত পরিবর্তনের বা বিবর্তনগত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো–

- ❖ এ সময় ফারসি ভাষায় অধ্যাত্মচর্চার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে।
- ❖ এ রচনাশৈলীতে প্রাচীন ফারসি শব্দাবলির ব্যবহার খুব কম চোখে পড়ে।
- ❖ আরবি, তুর্কি ও মঙ্গোলীয় শব্দের ব্যাহার দেখা যেত।
- ❖ সাহিত্যে কোরআন আয়াত ও ও হাদিসের পরিভাষা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হতো।
- ❖ ফারসি ভাষায় একই শব্দের পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে বহুমাত্রিক ব্যবহারের প্রচলন ছিল।
- ❖ বাক্যে হামি (همی) ও আনদার (اندر)-এর স্থলে মি (می) ও দার (در)-এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হতো
- ❖ এ রচনাশৈলীতে শব্দের উচ্চারণ সহজতর রূপ লাভ করে।

হিন্দি রচনাশৈলী: হিন্দি রচনাশৈলী তৎকালীন ইরান, ভারতীয় উপমহাদেশ ও এশিয়া মাইনর (বর্তমান তুরস্ক) প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। এ রচনাশৈলীর কয়েকাটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ–

- ❖ মরমী বা অধ্যাত্ম প্রেম ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উপজীব্য বিষয়ে পরিণত হয়।
- ❖ ফারসি ভাষায় ধর্মগোত্রীয় আধিপত্যমূলক সাহিত্যচর্চার প্রয়াস।
- ❖ পূর্বের সাহিত্যশৈলীগুলোর শব্দ ও বাক্যবিন্যাসের পুনঃপ্রবর্তন।

সাংবিধানিক রচনাশৈলী: সাংবিধানিক যুগের ভাষাগত সাহিত্যশৈলীর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিচে তুলে ধরা হলো–

- ❖ সাহিত্যচর্চায় জনসাধারণের মুখনিঃসৃত ভাষা বা কথ্য ভাষার ব্যবহার শুরু হয় এবং সাহিত্যেও জাকজমকপূর্ণ ও অপ্রচলিত শব্দাবলি ভাষাতাত্ত্বিক রীতি থেকে বের হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

- ❖ রাজনীতি, সমাজ, সাধারণ মানুষ প্রভৃতি সাহিত্যচর্চার উপাদান হিসাবে পরিগণিত হয়।
- ❖ ইউরোপীয় শব্দাবলির ব্যবহার শুরু হয়।
- ❖ সাহিত্যিকরা শব্দের বহুমাত্রিক ব্যবহার ও শাব্দিক এবং পারিভাষিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃত তাৎপর্য জনগণের মাঝে তুলে ধরেন।

সমকালীন রচনাশৈলী: সমকালীন রচনাশৈলীতে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় নানা ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়। এ যুগে ইউরোপীদের সাথে ইরানিদের যোগাযোগের দরুণ তাদের ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতির নিদর্শনাবলি ইরানিদেও মধ্যে প্রবেশ করে। ফলে, অতীত যুগগুলোর তুলনায় এ যুগের স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিম্নে সমকালীন রচনাশৈলির ভাষাগত বৈশিষ্ট্যাবলি তুলে ধরা হলো-

- ❖ ইউরোপীয় শব্দাবলি ও ইউরোপীয় সাহিত্যচর্চার রীতিনীতি বা বিষয়াবলি ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়। অবশ্য এ সময় ফারসি ভাষাবিদগণ ইউরোপীয় বহুল ব্যবহৃত শব্দাবলি সারাসরি ফারসি ভাষায় ব্যবহার না করে, বরং সেসব শব্দের ফারসি প্রতিশব্দ তৈরির মাধ্যমে অথবা ধ্বনিবিজ্ঞানের আওতায় এনে তার ব্যবহার শুরু করা হয়। যেমন– ইংরেজি 'সফ্টওয়ার' শব্দটিকে ফারসিতে 'নার্ম আফযার' ও 'কম্পিউটার' শব্দটিকে 'রায়ানে' হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

- ❖ মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহৃত কথ্য ভাষা হুবহু সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হয়। ফলে জনজীবনের নানা খুঁটিনাটি বিষয় সাহিত্যে স্থান লাভ করে।

- ❖ সমকালীন রচনাশৈলীতে শব্দপঞ্জির সীমাবদ্ধতা দূর হয়ে যে কোনো শব্দই সাহিত্যে ব্যবহৃত হতে থাকে। ভাষার ব্যাকরণ শাস্ত্রীয় রীতিনীতি অনুসরণ করায় এর অভ্যন্তরীণ গঠন বিন্যাস সুনির্ধারিত ও সুগঠিত রূপ লাভ করে এবং ভাষা হয়ে ওঠে অধিকতর সাবলীল।

- ❖ সমকালীন রচনাশৈলীতে বিভিন্ন ভাষার পরিভাষা, প্রবাদ, অনুবাক্য সংযোযিত হয়ে ভাষার পরিধি ও সীমা অধিক বিস্তৃত হয়।

ইতোপূর্বে শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্বের উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা জানি, শব্দের অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম অংশের নাম রূপ আর রূপতত্ত্ব মূলত এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। ব্যকরণের বিধি-বিধান অনুযায়ী শব্দের গঠনগত, অর্থগত ও কালভেদে বিভিন্ন রূপ বা আকৃতি রয়েছে। আবার শব্দের আগে (উপসর্গ), পরে (প্রত্যয়) বা মাঝে (মধ্যসর্গ) কিছু শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন, অর্থের পরিবর্তন, সংকোচন, প্রসারণ ও পরিবর্ধন করে থাকে। উদাহরণের মাধ্যমে শব্দের নানা রূপ ও এর ব্যবহার সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা হলো–

দা'নেসতান (دانستن) একটি মাসদার (مصدر) বা ধাতুমূল যার অর্থ জানা। আর এটি ক্রিয়ার প্রকরণগত দিক থেকে বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়া বা (فعل با قاعده)। নিম্নে একটি তালিকার সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করা হলো–

فعل با قاعده	تکواژ	بن مضارع	نام مصدر
دانست	ست	دان	دانستن

উপর্যুক্ত ছকে বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়া প্রধানত মাসদার (مصدر)-এর বর্তমান রূপের সাথে (ست) রূপমূল যুক্ত হয়ে বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়া গঠিত হয়েছে। নিম্নে মাসদার দা'নেসতান (دانستن) দ্বারা ক্রিয়ার কালের দুটি রূপ দেখানো হলো:

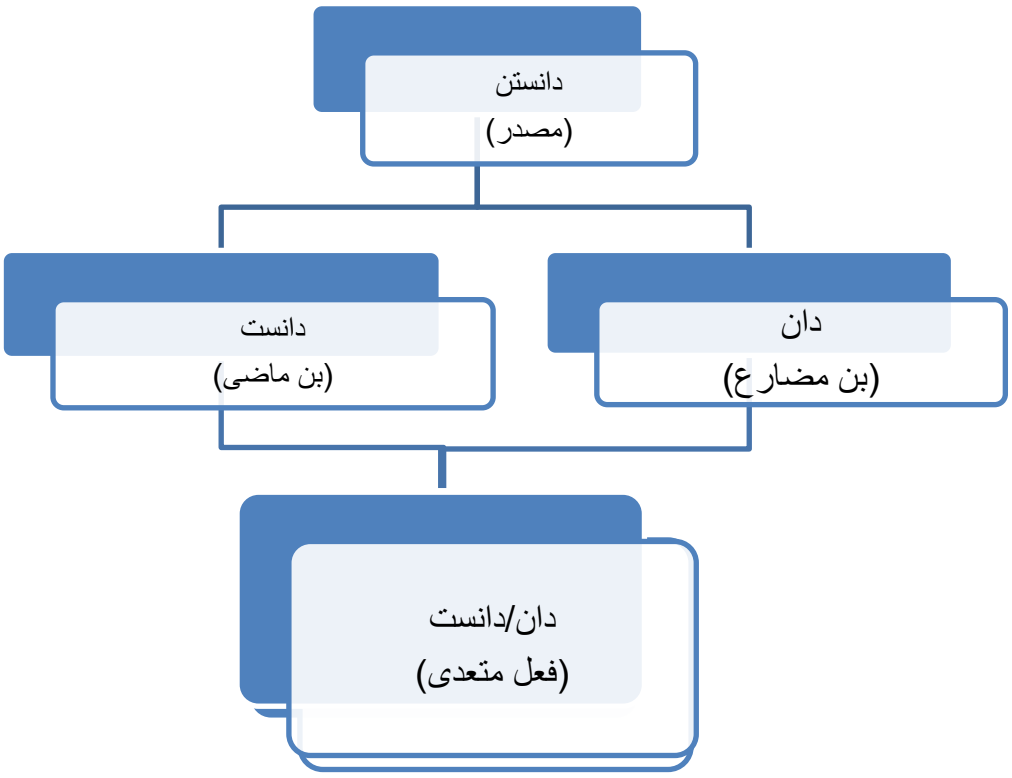

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত চিত্রটিতে দা'নেসতান (دانستن)-এর দুটি রূপ পরিলক্ষিত হয়। একটি ক্রিয়ার বর্তমান রূপ (بن مضارع) এবং অপরটি ক্রিয়ার অতীত রূপ (بن ماضی)। প্রকরণগত দিক থেকে দা'ন বা দা'নেসতান (دانستن) সকর্মক ক্রিয়া। কেননা, শুধু ক্রিয়ার বর্তমান ও অতীত রূপ দ্বারা বাক্যের অর্থ পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন হয় না বরং কর্মপদের প্রয়োজন হয়। নিম্নে ক্রিয়ার কালের রূপভেদের সংক্ষিপ্ত তালিকা তুলে ধরা হলো–

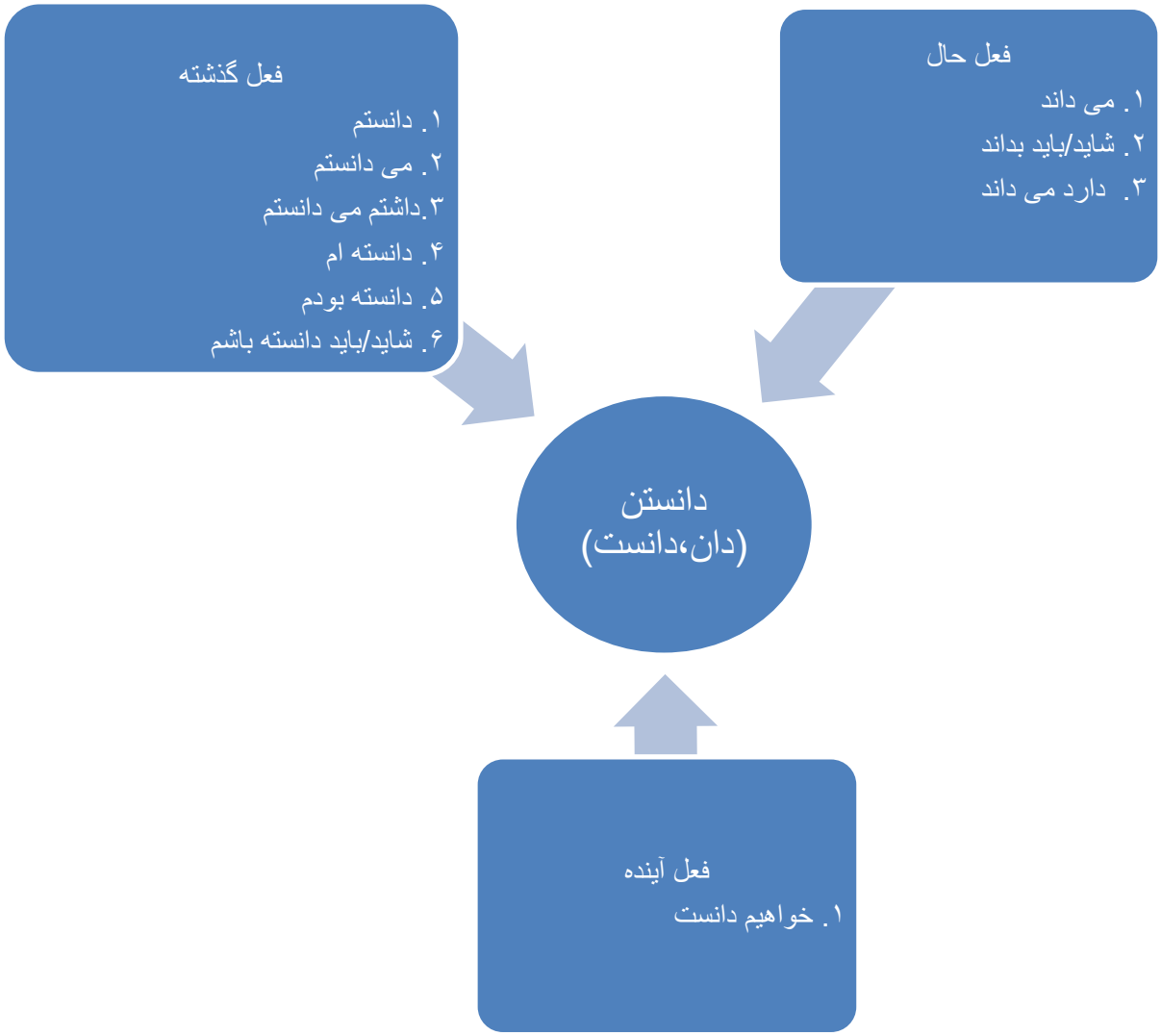

এ অধ্যায়টি পূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ চিত্র দ্বারা শুধু ক্রিয়ার বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যত কালের ক্রিয়ার রূপভেদ দেখানো হলো। নিম্নে ক্রিয়ার রূপভেদে হ্যাঁ-বাচক ও না-বাচক ক্রিয়ার রূপ দেখানো হলো–

زمان فعل	فعل مثبت	فعل منفی
حال اخباری	می دانم (دانستن)	نمی دانم

Dhaka University Institutional Repository

حال ناتمام	دارم می دانم	نمی دانم
حال التزامی	شاید بدانم	شاید ندانم
گذشته ساده	دانستم	ندانستم
گذشته استمراری	می دانستم	نمی دانستم
گذشته ناتمام	داشتم می دانستم	نمی دانستم
گذشته نقلی	دانسته ام	ندانسته ام
گذشته بعید	دانسته بودم	ندانسته بودم
گذشته التزامی	دانسته باشم	ندانسته باشم
آینده	خواهم دانست	نخواهم دانست

নিম্নে দা'নেসতান মাসদার এর বিভিন্ন রূপ সহযোগে এবং এর সাথে উপসর্গ, প্রত্যয় ও বহুবচনীয় শব্দাংশ যোগ করে শব্দের বিভিন্ন রূপভেদ দেখানো হলো–

معنی	صفت مرکب	پیشوند	بن مضارع+ش	مصدر
সজ্ঞানে	با دانش	با	دان+ش= دانش	دانستن

উপরের ছকে দা'নেসতান মাসদারের বর্তমান রূপের সাথে (ش) যুক্ত করে এসমে মাসদার গঠন করে তার আগে উপসর্গ যুক্ত করে নতুন একটি শব্দ গঠন করা হয়েছে।

এছাড়াও প্রত্যয়যোগে এর রূপভেদ ও অর্থের ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটি ছকের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো–

معنی	واژه	پسوند	اسم مصدر
জ্ঞানী	دانشمند (صفت مرکب)	مند	دانش
বিশ্ববিদ্যালয়	دانشگاه	گاه	دانش
শিক্ষালয় প্রশিক্ষনাগার	دانشسرا	سرا	دانش
ছাত্র	دانشجو	جو	دانش

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রটিতে এসমে মাসদার দা'নেস এর সাথে প্রত্যয় যুক্ত করে নতুন শব্দ গঠন করা হয়েছে স্থান বা জ্ঞানী ও ছাত্র অর্থ নির্দেশ করে। এছাড়াও এ ধরণের একবচনীয় শব্দের সাথে বহুবচনসূচক শব্দাংশ যুক্ত করে বহুবচনে রূপান্তর করা য়ায়। যেমন–

معنی	واژه	مفرد +یان/ها	پسوند	اسم مصدر
শিক্ষার্থীরা	دانشجویان	دانشجو + یان	جو	دانش

উপরের ছকে প্রথমে এসমে মাসদারের সাথে প্রত্যয় যুক্ত করে শব্দটি একবচন করা হয়েছে, পরবর্তীতে বহুবচনীয় শব্দাংশ যুক্ত করে বহুবচন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

গবেষণাকর্মটি প্রধানত চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। উক্ত অধ্যায়গুলোতে ফারসি ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ (প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ), ফারসি ভাষার ব্যাকরণ পরিচিতি; ফারসি ভাষার রূপতত্ত্ব (ক্রিয়া, ক্রিয়ার প্রকারভেদ, ক্রিয়ার গঠন, ক্রিয়ার ভাব, ক্রিয়ার কাল, উপসর্গ, মধ্যসর্গ, প্রত্যয়, বচন); ভাষার বিচার-বিশ্লেষণ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পারস্য সভ্যতা, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আমরা কম-বেশি অবহিত। কেননা, পারস্য শাসক কর্তৃক ভারতীয় উপমহাদেশ শাসিত হবার সুবাদে তাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রভাব সর্বত্র কম-বেশি প্রবাহিত করেছে। এ প্রভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যও প্রভাবিত হয়েছে। বাংলার সাহিত্যাকাশে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব প্রবল ও বিস্তৃত। কিন্তু ফারসি ভাষার ব্যাকরণ নিয়ে চর্চা বা গবেষণা খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। ফারসি ব্যাকরণ সম্পর্কে জানার আগ্রহ তাই থেকেই যায়। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে ফারসি ভাষা ও এর ব্যাকণর রূপতত্ত্ব সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া যাবে– যা সাহিত্যপিপাসু মানুষের কিছুটা হলেও পিপাসা লাঘব করবে।

ঐতিহাসিক কাল থেকে বাংলা ভাষার সাথে ফারসি ভাষার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ফারসি ভাষা রূপতত্ত্ব আলোচনার মাধ্যমে উপরিউক্ত আলোচ্য বিষয়গুলো বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে তুলে ধরা এ গবেষণাকর্মের মূল লক্ষ্য। বাংলা ভাষায় ফারসি ব্যাকরণ সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থেরও অভাব রয়েছে। সে অভাব পূরণ করাও এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। এ গবেষণাকর্মের মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী ফারসি ভাষা ও সাহিত্যানুরাগীরা সামান্য উপকৃত হলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. আনিসুর রহমান স্বপন (১৯৯৫ খ্রি.): *ফারসি ভাষার ব্যাকরণ*, বুক ভিউ, ঢাকা।

২. আবুল হোসেন নাজাফি (১৩৭৮ সৌরবর্ষ): *মাবানি যাবান সেনাসি*, এনতেসারাতে নিলুফার, ইরান।

৩. আলি আভারসাজি [সম্পা.] (১৯৮৮): *ফারহাঙ্গে ফারসি-বাঙ্গালি-ইঙ্গেলিসি*, রায়েযানিয়ে ফারহাঙ্গিয়ে জুমহুরিয়ে এসলামিয়ে ইরান, ঢাকা।

৪. আহমদ তামিমদারি (২০০৭ খ্রি.): *ফারসি সাহিত্যের ইতিহাস*, আল হুদা অন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

৫. ইয়াদুল্লাহ ছামারে (১৩৭৪ সৌরবর্ষ): *আমুযেশে যাবানে ফারসি*, এদারায়ে কোলে রাভাবেত ও হামকারিহায়ে বেইনুল মেলাল ভেযারাতে ফারহাঙ্গ ও আরসাদে ইসলামি (খণ্ড-১-৩), ইরান।

৬. এম. আর. হাশেমি [অনুবাদ- তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী] (২০০৭-০৮ খ্রি.): *ফার্সী ভাষার ব্যাকরণ শিক্ষা*, নিউজলেটার, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা।

৭. তাকি ভা ভাহেদিয়ানে কামিয়ার (১৩৮৩ সৌরবর্ষ): *দাসতুরে যাবানে ফারসি গোফতারি*, এনতেসারাতে বেইনুল মিলালিল হাদি, তেহরান।

৮. তাকি ভা ভাহেদিয়ানে কামিয়ার (১৩৭৩ সৌরবর্ষ): *দাসতুরে যাবানে ফারসি*, সাজমানে মোতায়ালেহ ওসতাদভিনে ওলুমে এনসানি দানেশগাহ, তেহরান।

৯. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী (২০১৪ খ্রি.): *ফারসি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, বাড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

১০. মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (২০০২ খ্রি.): *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

১১. মুহম্মদ এনামুল হক [সম্পা.] (১৯৭৪ খ্রি.): *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১২. মনসুর মুসা [সম্পা.] (১৯৭৪ খ্রি.): *বাঙলাদেশ*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

১৩. মানিজে গেলেহদারি (১৩৮৮ সৌরবর্ষ): *নেগারেশ ও দাসতুরে যাবানে ফারসি*, মাদরেসে মারকাযে আমুযেশে যাবানে ফারসি, ইরান।

১৪. মাহিন বানু সানাইয়ে (১৩৭১ সৌরবর্ষ): *সিরি দার দাসতুরে যাবানে ফারসি*, কেতাব সারা, তেহরান।

১৫. মুহসেন আবুল কাসেমি (১৩৭৪ সৌরবর্ষ): *তারিখে মোখতাসারে যাবানে ফারসি*, কেতাব খানেয়ে যহুরি, ইরান।

১৬. মুহাম্মাদ সারফারায যাফর (২০০৫ খ্রি.): *দাসতুরে যাবানে ফারসি*, আনজুমানে আদাবিয়ে ফারসি, ইসলামাবাদ।

১৭. মহাম্মদ দানীউল হক (২০০২ খ্রি.): *ভাষাবিজ্ঞানের কথা*, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

১৮. রফিকুল ইসলাম (১৯৭০ খ্রি.): *ভাষাতত্ত্ব*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. সিরাজুল ইসলাম [সম্পা.] (২০০৩ খ্রি.): *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

২০. সুকুমার সেন (২০১৩ খ্রি.): *ভাষার ইতিবৃত্ত*, আনন্দ পাবলিকেশন, কলকাতা।

২১. হাসান আনুশেহ (১৩৭৬ সৌরবর্ষ): *ফারহাঙ্গনামেয়ে আদাবিয়ে ফারসি*, সাযমানে চাপ ভা এনতেসারাত, তেহরান।

২২. হায়াৎ মামুদ (২০০৫ খ্রি.): *ভাষা-শিক্ষা*, দি এ্যাটলাস পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

23. Abdus Samad (1995): *Methods of Learning Correct English*, Green Art Printing Press and Publications, Bogra.
24. A.K.S.Lambton (1953 CE): *Persian Grammar*, Cambridge University Press, London.
25. Mohammad Beigi (2011): *Introduction to the Persian Tense*, Dhaka University Journal of Persian: Depart of Persian Language and literature, University of Dhaka.
26. Ghulam Maqsud Hilali (1934): *Manual of Persian Grammar,* The Empire Book House, Calcutta.
27. P.C. Das (2006): *Applied Grammar and Composition,* M.L.Dey and Co., Calcutta.
28. P.C. Wren and H. Martin (1973): *High School English Grammar and Composition*, Chand and Company LTD, Delhi.
29. https://fa.wikipedia.org/wiki/پسوند
30. http://www.ensani.ir/storage/Files/20150613130555-9535-68.pdf
31. http://www.sid.ir/FileServer/JF/4004613890206
32. https://fa.wikipedia.org/wiki/افعال_فارسی
33. https://fa.wikipedia.org/wiki/فعل_مرکب
34. https://dictionary.abadis.ir/fatofa
35. http://sarallah.valiasr-aj.com/include/VIEW.php
36. https://journals.ut.ac.ir/article
37. https://iranatlas.info/parth/parth_lan
38. http://banglanewspapersonline.blogspot.com/2013/01/banglairibir-radio-tehran-bangla_22.html
39. http://www.achemenet.com/ressources/enligne/arta/pdf/2007
40. http://www.news.uchicago.edu/releases/07/070615.oldpersian.shtml